মিত্রকাব্য।

৮০

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

আনন্দচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক

বিরচিত।

কলিকাতা ১৬৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮০২ শকাব্দ।

মূল্য ১॥০ টাকা।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মিত্রকাব্য ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশিত বঙ্গের সাহিত্য-সমাজ ইহার প্রতি আশাতীত স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, নিম্নে কোন কোন সমালোচনার দুই চারি পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

The Author is evidently a wild nightingale. We would advise the public not largely to patronize the author, for if he got a good deal of money he would take his fight to England, and not regale us with his "Wood Notes Wild." *Bengal Magazine.*

অমিত্রাক্ষর "হেলেনা" কাব্য প্রণেতা সুবিদ্য, উন্নতমনা শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মিত্রাক্ষর ছন্দে প্রণীত এই "মিত্র কাব্যে" অনেক গুলি অনন্যোৎকৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতাগুলিতে যে ভাবুকতা এবং বহুস্থলে প্রকৃত কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে তাহা বলা বাহুল্য।

(এডুকেশন গেজেট।)

হেলেনা কাব্য লিখিয়া এই গ্রন্থকার আপনার কবিত্ব-শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান কাব্য খানি দ্বারাও আমরা সেই পরিচয় পাইলাম। ইহাতে বিবিধ বিষয়ক কবিতা ও সঙ্গীতমালা গ্রথিত হইয়াছে। কবির সরল ও মধুর রচনা-শক্তি, স্বদেশানুরাগ ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব আমরা অনেক স্থলে উপলব্ধি করিয়া পুলকিত হইয়াছি।

(ভারত সংস্কারক।)

ইহাতেও আনন্দ বাবুর ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় পাইলাম। আমরা আনন্দ বাবুর গুণ গ্রামের বিশেষ পক্ষপাতী, এবং আমাদিগের ইহাও বিশ্বাস যে কালে তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কবির আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। (ভারতমিহির।)

মিত্রকাব্য।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

আনন্দচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক

বিরচিত।

কলিকাতা ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৫ বঙ্গাব্দ।

ভূমিকা।

বিগত দ্বাদশ বর্ষ সময়কে বঙ্গসাহিত্যের এক নবযুগ বলা যাইতে পারে এই সময় মধ্যে বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালা কবিতা অসাধারণ প্রসার লাভ করিয়াছে এই সময় মধ্যে বঙ্গের সুকবি ও সুলেখকগণ নানা আভরণে মাতৃভাষাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন এই সময় মধ্যে এই ক্ষুদ্র হৃদয়েও সময়ে সময়ে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কবিতায় পরিণত হইয়াছে; এই মিত্রকাব্য সেই সকল কবিতার সংগ্রহ মাত্র। মিত্রকাব্যের ভূমিকায় ইহার অতিরিক্ত আমার আর কিছুই বলিবার নাই।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মিত্রকাব্য ক্ষুদ্রাকারে প্রচারিত হইয়াছিল; বঙ্গের সাহিত্য-সমাজ তখনই ইহার প্রতি আশাতীত স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আশা করি মিত্রকাব্যের কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সমাজের স্নেহের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে।

আর একটী কথা বলিলেই সকল কথা বলা হয় "মিত্রোপাধিক গ্রন্থকারের কাব্য" না বুঝিয়া পাঠকগণ মিত্রকাব্য অর্থে যদি "মিত্রাক্ষরে লিখিত কাব্য" বুঝেন, তাহা হইলেই আমার অভিপ্রায়ানুরূপ অর্থ করা হইবে। ইতি—

কলিকাতা, ১লা বৈশাখ ১২৯৫। আনন্দচন্দ্র মিত্র।

সূচীপত্র।

বন্দনা।

হে মাতঃ কবিতেশ্বরি রেখো দাসে তব পদে,
ভরসা কেবল পদ বিপদ সুখ সম্পদে;
নাহি মাতঃ জ্ঞান বুদ্ধি,
নাহি মাতঃ অন্তঃশুদ্ধি,
সমৃদ্ধি কেবল তব দয়া মাত্র হে বরদে।

কেহ যুগ যুগান্তর ধ্যানে মুগ্ধ রাঙা পদে,
কেহ পূজে মৃগমদে মাখাইয়া কোকনদে;
নাহি মাত্র হেন শক্তি,
দীন তবু হীনভক্তি,
পতঙ্গ পশিতে কভু পারে কি গো পুণ্যহ্রদে?

কি গা'ব মহত্ত্ব তব, আমি ভ্রান্ত ভ্রান্তিমদে;
মক্ষিকা বুঝিবে কিসে কি শোভা নবনীরদে?
প্রভাকর-প্রভা মাতঃ ধরে কভু কি গোষ্পদে।

মিত্রকাব্য।

আশার সঙ্গীত।

লইয়া মধুর বাঁশি,
উষার পশ্চাতে হাসি,
ধীরে ধীরে আইলেন আশা সুহাসিনী ;
মধুর মন্থর গতি,
মধুর মুখের জ্যোতি,
মধুর নয়ন-কোণে মধুর চাহনি !

২

অরুণ-কিরণ-রেখা,
অন্তরীক্ষে দিলে দেখা,
আলস্য আঁধার যথা দূরে চলে যায় ;
হেরি সে সৌন্দর্য্য রাশি,
আনন্দ সাগরে ভাসি,
কলকণ্ঠে বিহঙ্গেরা কত গীত গায় ;

৩

কবির হৃদয়-দ্বারে,
বসিলেন আলো ক'রে,
সহস্র অরুণ রূপে সুর-সিমন্তিনী ;
তুলিয়া মধুর তান,
মাতায়ে কবির প্রাণ,
গাইলা ললিত স্বরে মৃতসঞ্জীবনী—

৪

"—উঠ উঠ ত্বরা করি,
মোহনিদ্রা পরিহরি,
অচেতন স্পন্দহীন থাকিওনা আর ;
প্রকৃতি মধুর অতি,
হাসিতেছে বসুমতি,
ঊষার আলোক করে অমিয়া সঞ্চার।

৫

চলেছে প্রভাত বায়,
বিহঙ্গ আকাশে ধায়,
বিধাতার শৃঙ্গনাদ করহ শ্রবণ
আলস্য ঔদাস্য ফেলে,
কর্ম্মক্ষেত্রে যাও চলে,
জীবনের মহাব্রত করহ সাধন

৬

শুনিয়া মধুর গান,
মোহিত কবির প্রাণ,
হৃদি-সরোবরে উঠে আনন্দলহরী।
উল্লাসে মেলিতে আঁখি,
আপনার অঙ্গ ঢাকি,
বিদ্যুতের মত আশা দূরে গেলা চলি।

৭

কবির হৃদয় দ্বার,
পুনঃ হলো অন্ধকার,
হরিষ বিষাদে কবি বিচলিত মন ;
আবার শুনে সে গীত,
নহে মাত্র পুলকিত,
কহিলা আশারে ক্রোধে করিয়া তর্জ্জন—

৮

"—বুঝেছি বুঝেছি এবে,
মধুর সংগীত রবে,
ভুলা'তে এসেছ আশা আর কেহ নয়;
দূর হও মায়াবিনি,
তোমারে ভালই জানি,
সম্পদের সাথী তুমি বিপদের নয়।

৯

পরাধীন মৃত দেশে,
রোগ শোক অন্নক্লেশে,
পাপ তাপে জ্বলে মরি দিবস যামিনী ;
কত কথা কানে কানে,
বলেছিলি সংগোপনে,
মনে কি পড়েনা তোর বিশ্বাসঘাতিনি ?

১০

মরীচিকা মরুভূমে,
পথিকেরে ফেলি ভ্রমে,
দূরে সরে গিয়ে করে সৌন্দর্য্য বিস্তার ;
ভুলা'য়ে মধুর রবে,
নির্ব্বোধ মানব সবে,
শেষে দাও ফাঁকি, এই ব্যভার তোমার।—"

১১

আবার কহিলা আশা,
মধুর মধুর ভাষা,
সহকার-শাখে যেন অদৃশ্য পাপিয়া ;
"—হ'ওনা নিরাশ এত,
দুর্ব্বল ভীরুর মত,
জীবনের পথে এই সংগ্রাম দেখিয়া।

১২

দুই বার দশ বার,
না হয় শতেক বার
হয়েছ বিফল-আশ, তাতে কেন ভীত ?
জীবন বঞ্চনা নয়,
হইবে সত্যের জয়,
বিধাতা মঙ্গলময়, জানিও নিশ্চিত।

১৩

কেন এত দীন হীন ?
রবেনা দুঃখের দিন,
চিরদিন কুজ্ঝটিকা থাকেনা আকাশে ;
শ্রাবণের ধারা শেষে,
সুখের শরৎ আসে,
অমানিশা অবসানে সুধাংশু প্রকাশে।

১৪

শোন নি কি ইতিহাসে,
কত দুঃখ কত ক্লেশে
পাণ্ডবেরা জিনেছিল কুরুক্ষেত্র রণে ;
অশোকের বনে সীতা,
রক্ষপদে প্রপীড়িতা,
ধর্ম্মবলে পেয়েছিল পতির মিলন ?

১৫

ঐ যে ব্রুটন জাতি,
যাহার বীরত্ব ভাতি,
হয়েছে দিগন্তময় অমর-বাসনা ;
রোমক নর্ম্মাণ আর,
ওলন্দাজ দিনেমার,
করিয়াছে কতবার তাদের লাঞ্ছনা।

১৬

উঠ উঠ ত্বরা করি,
উঠ শয্যা পরিহরি,
বিধাতার শৃঙ্গনাদ করহ শ্রবণ ;
কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যাও চলে,
আলস্য ঔদাস্য ফেলে,
জীবনের মহাব্রত করহ সাধন।—"

১৭

শুনিয়া আশ্যার গীত,
শান্ত হলো কবি-চিত,
আশ্যার আদেশে কবি মেলিয়া নয়ন,
দেখিলা নূতন ছবি,
নূতন সুধাংশু রবি,
সে এক নূতন রাজ্য নয়নরঞ্জন।

১৮

দীপ্তিময় নভোস্থল,
সুশ্যামল ধরাতল,
গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বহে কণক-লহরী ;
নূতন মানবজাতি,
(নূতন মুখের জ্যোতি)
রয়েছে ভারত ভূমি পরিপূর্ণ করি ।

১৯

উত্তরেতে হিমগিরি,
হাসিতেছে ধীরি ধীরি,
পাদমূলে বসিয়াছে সাধক সহস্র ;
সাধিতেছে জ্ঞান ধর্ম্ম,
যোগ ভক্তি আর কর্ম্ম,
নূতন নূতন তত্ত্ব কহিছে অজস্র ।

২০

পূরব পশ্চিমে কিবা,
হয়েছে অপূর্ব্ব শোভা,
বীরমদে ধাইতেছে লক্ষ লক্ষ সেনা ;
জয়মালা বেঁধে মাথে,
শান্তির নিশান হাতে,
গাইছে ভারত যশ যত বীরাঙ্গনা ।

২১

দক্ষিণে সমুদ্র-জলে,
ছুটিতেছে দলে দলে,
পোত যত নাম লেখা বাঙ্গালা অক্ষরে,
বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ,
কত বহে নাহি অন্ত,
ভারতের পণ্য যত বহে থরে থরে।

২২

মধ্যদেশে বিন্ধ্যাচল,
পরম-প্রীতির স্থল,
কীর্তির মন্দির তথা উঠেছে আকাশে;
বসেছেন তার মাঝে,
কণক-সরোজ-রাজে,
ভারতের রাজ-লক্ষ্মী পরম্ হরষে।

২৩

নানা দিক্-দেশ হতে,
নানা রত্ন লয়ে হাতে,
আসিতেছে কত লোক ব্যাপায় গগন;
বীর, কবি, দার্শনিক,
বণিক কি বৈজ্ঞানিক,
স্বহস্তে দেবীরে সবে করিছে অর্চ্চন।

২৪

আবার কহিলা আশা,
মধুর মধুর ভাষা,
"—এই যে সুন্দর দৃশ্য দেখ কবিবর,
এ সব কল্পনা নয়,
হবে সত্য সমুদয়,
ভারতের ভবিষ্যৎ এমনি সুন্দর।

২৫

চলেছে প্রভাত বায়
বিহঙ্গ আকাশে ধায়,
বিধাতার শৃঙ্গনাদ করহ শ্রবণ ;
আলস্য ঔদাস্য ফেলে,
কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যাও চলে,
জীবনের মহাব্রত করহ সাধন"

ভারত-মঙ্গল।

(বসন্তে স্বপ্ন)

বাজায়ে মোহন বীণা দেব তপোধন,
আনন্দে অমরাবতী করিলা গমন।

বামে শচী সোহাগিনী,—শশী সঙ্গে সৌদামিনী,—
যথা শোভে সুরপতি সহ সুরগণ ,
—অতুল বাসবসভা, ভূতলস্বপন ।—

২

দেবর্ষি কহিলা গিয়া ত্রিদশের দলে
"উৎসব আমোদে আজ মজহ সকলে,
হাস্য মুখে দেবমাতা,— কহিলেন এ বারতা
(ধোয়াও অমরাবতী মন্দাকিনী জলে)
ভারত হবেন রাণী অবনীমণ্ডলে ।"

৩

উঠিল অমরবাদ্য অমরনগরে,
শোভিল অমরপুরি পারিজাতথরে ;
দেবর্ষি বাজান বীণা ; তাধিয়া তাধিয়া ধিনা,
মুরজ মন্দিরা বাজে বিদ্যাধরী করে ;
পূরিল সকল বিশ্ব সঙ্গীতের স্বরে ।

(ঐক তান)

শুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি গাওরে ;
ভারতমঙ্গলগীত প্রাণভরে গাওরে ,
আন শিঙ্গা তূরী ভেরী, শঙ্খ ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাওরে,
ভারতমঙ্গলগীত একবার গাওরে।

৪

কি শুনি কি শুনি ঐ আনন্দের ধুম।
মরু ভূমে ফুটিল কি অকাল-কুসুম?
ওইযে জননী এসে, দেখা দিলা হেসে হেসে,
রাজরাণী বেশে আহা উজলিয়া ভূম।
জাগরে ভারতবাসি ত্যজ ঘোর ঘুম

৫

ধরণী ধরেছে কিবা আনন্দমূরতি।
বিমল অম্বরকোলে খেলে দিনপতি,
ভ্রমর কোকিল গায়, শুনে প্রাণ উড়ে যায়,
মৃদুল তরঙ্গে রঙ্গে বহে মৃদুগতি;
উঠরে উঠরে ভাই ভারত সন্ততি।

৬

আনন্দে মায়েরে লয়ে চল সবে যাই হে,
হিমাদ্রির হেমকূটে যতনে বসাই হে;
সিন্ধু আর ভাগীরথী, গোদাবরী সরস্বতী,
নর্ম্মদা কাবেরী জলে কস্তুরী মিশাই হে,
ভারত কলঙ্ক যত তাহাতে ধোয়াই হে।

(ঐক তান)

শুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাওরে,
ভারতমঙ্গল-গীত প্রাণ ভরে গাওরে;

আন শিঙ্গা তূরী ভেরী, শঙ্খ ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাওরে।
ভারতমঙ্গল-গীত একবার গাওরে।

৭

কাশী কাঞ্চি নবদ্বীপ সব পরিহরি,
এস যত আর্য্যসুত এস ত্বরা করি,
সবে মিলে এক তানে, মত্ত হও বেদগানে,
শুভক্ষণে ভারতেরে অভিষেক করি,
এস যত আর্য্যসুত এস ত্বরা করি।

৮

কোথা মহারাষ্ট্র কোথা সিন্ধু রাজস্থান,
বীর বেশে বীর বৃন্দ করহ প্রস্থান,
এস যত বীর বালা, যতনে গাঁথহ মালা,
জাতি যূথি মল্লিকায়—মধুর আধান—
ভারতের কণ্ঠে আসি করহ প্রদান।

৯

দাসত্ব ছাড়িয়া এস বঙ্গবাসী যত,
ম্রিয়মাণা বঙ্গবালা লজ্জাবতী মত,
চারুশীলা পতিব্রতা, সরলতা পবিত্রতা
প্রীতি উপহারে আসি পূজহ নিয়ত,
ভারতের রাজ পদ দেখি মনোমত।

(ঐক তান)

শুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাওরে,
ভারতমঙ্গল-গীত প্রাণভরে গাওরে,
জ্ঞান শিঙ্গা তুরী ভেরী, শঙ্খ ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাওরে,
ভারতমঙ্গল-গীত প্রাণভরে গাওরে।

১০

শুভক্ষণে শুভযাত্রা কর শীঘ্র করে,
"জয় ভারতের জয়"। গাও সমস্বরে,
উঠ উঠ উঠ রথে, কুসুম ছড়াও পথে
শান্তির নিশান শুভ্র উঠাও অম্বরে,
"জয় ভারতের জয়"। লিখ তার পরে।

১১

ধোয়াও সকল স্থান গোলাপী আতরে,
সাজাও কুসুমথর প্রতি ঘরে ঘরে,
অগুরু চন্দন যত, মাখ তাতে মনোমত,
ঢাল দুগ্ধ ঘৃত মধু হেমকুম্ভ ভরে,
দেখিয়া লাগুক্ ত্রাস দেবাসুর নরে।

১২

নব নব রাগ তানে গাঁথি গীতহার,
মায়ের চরণে সবে দাও উপহার,

মধুর পঞ্চমে গাও, অম্বর পূরিয়া দাও,
পাখোয়াজে মিশাইয়া সারঙ্গ সেতার,
গাও সবে কুতূহলে বসন্ত-বাহার। (১)

(ঐক তান)

শুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাওরে,
ভারতমঙ্গল-গীত প্রাণ ভরে গাওরে,
আন শিঙ্গা তুরী ভেরী, শঙ্খ ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাওরে,
ভারতমঙ্গল-গীত একবার গাওরে।

সতী মাহাত্ম্য।

বাজ্‌রে বাঁশরি, মধুর সুরবে,
যে নূতন গীত বঙ্গবাসী কবে
শোনে নাই, তাহা শুনারে আজ;
না জানিস যদি তুলিতে সুতান,
না বুঝিস যদি রাগ তাল মান,
আপনার রবে বাজ্‌রে বাজ্‌!

২

কাব্যরঙ্গভূমি হায় রে ইতালী!
হোরেস্, দান্তে, যথা করি কেলি, (১)

(১) Horace, Dante.

পাইলেন স্থান কবিকুঞ্জ-বনে;
বাজ্ উচ্চৈস্বরে, কেন নিরুদ্যম?
জানি আমি তুই বাঁশির অধম,
যাইতে সে দেশে ভয় কি মনে।

৩

কেন লাজ ভয়? বাজ্ ওরে বাঁশি,
তোর ঐ রব আমি ভালবাসি,
আপন আনন্দে বাজ আপনে;
বাজে যবে বীণা বাগ্দেবী করে,
মধুর পঞ্চমে কোকিল কুহরে,
রাখালের বাঁশি বাজে নাকি বনে?

৪

চেয়ে দেখ, ও কে একাকিনী ধনী,
অমল কোমল সুধাংশু-বদনী,
রূপের আলোকে ভুবন ভরা;
হেন রূপরাশি আছে কি কোথায়,
সৌদামিনী কিরে ভূতলে লুটায়,
পড়েছে কি খসে গোধূলিতারা?

৫

হেন রূপরাশি কোথা দেখি নাই,
মরে যাই লয়ে রূপের বালাই,

সরল পবিত্র বীরত্বগাথা ;
কুটিল কটাক্ষ নাহি সে অপাঙ্গে,
কুঞ্চিত কপাল চিন্তার তরঙ্গে,
নয়ন চিবুকে চপলারেখা !

৬

সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য, প্রেম, পবিত্রতা,
প্রতিভা, গরীমা, শীলতা, ধীরতা,
একধারে আর আছেরে কে ?
(যথা রূপ তথা কলঙ্কের রেখা,
যথা রূপ তথা চাপল্য ভীরুতা)
রোম বীরকুলকামিনী বই।

৭

জগতের রাণী রোম পুণ্য-স্থান,
শৌর্য্য বীর্য্য প্রেম পুণ্যের আধান,
দেব অংশে জন্মে যার তনয় ;
সেই কুলবালা লুক্রেশিয়া সতী, (২)
শৌর্যবীর্য্যবতী ধীরা ধর্ম্মমতি,
যার যশোগীত জগতময়।

---

(২) Lucreoia.

৮

চেয়ে দেখ দেখ কি করিছে বাল,
মাণিক হীরকে গাঁথিছে কি মালা,
বিলম্বিত বেণী সম্মুখে রাখি ?
যেন ঝরে পড়ে চম্পকের কলি,
তালে তালে বালা ফেলিছে অঙ্গুলি,
নাচিছে নয়ন খঞ্জন পাখী !

৯

নহে ঐ বেণী, ওযে ভীম ধনু !
নাহি গাঁথে হার সাজ ইতে তনু
হেম হীরা কিবা মণি রতনে,
ধন্য ধন্য তুমি বোমক-নন্দিনি !
হৃদয় গৌরবে সদা গৌরবিনী,
কুলমান যশ রাখ যতনে

১০

গাঁথ শরাসন, গাঁথ আর বাণ,
ভূতলে তোমরা যশের ভাণ্ডার,
যশের মেখলা পরগে অঙ্গে,
গাইবে ভুবনী তোমার সুরবে,
শুনিয়া ভুলিবে অমর মানবে,
গাবে দীন কবি সুদর রঙ্গে।

১১

একি দেখি তুমি কে এলে হেথায় ?
এ দেখি পুরুষ ! যেতেছ কোথায় ?
ফিরে ফিরে চাও পদ স্থির নয় ;
তস্করের মত কেন এত ভয় ?
কেন ম্লান মুখ, চঞ্চল হৃদয় ?
এ রমণী তব বল কে হয় ?

১২

যদি এ রমণী তোমার ভগিনী ;
রত্নগর্ভা তবে তোমার জননী,
ধরিলা জঠরে হেন রতনে !
পতি যদি তুমি এর ভাগ্যবান,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কর তুচ্ছ জ্ঞান,
শত শচী তুমি ঠেল চরণে।

১৩

একিরে একিরে ওরে দুরাচার !
এখনি ভাঙ্গিব মস্তক তোমার,
ছাড়রে পাপীষ্ঠ, এ হেন উদ্যম,
সতী সাধ্বী বালা বলে ধরি তারে,
ভাসাইতে চা'স্ কলঙ্কসাগরে,
দুষ্ট দুরাচার ওরে নরাধম !

১৪

যাবৎ যায় যায় ঐ দুরাচারে,
শৃগাল কুক্কুরে খাওয়ারে উহারে,
শক্ত পদাঘাত করহে বক্ষে ;
সতীর উপরে নীচ দৃষ্টি যার,
সহেনা মেদিনী সে পাপীর ভার !
দীপ্ত করি শূল বিঁধাও চক্ষে ॥

১৫

কাঁদিলা রমণী—"কোথা র'লে তাত !
কিম্বা এ সময়ে কোথা প্রাণনাথ !
রক্ষ এ বিপদে আমার প্রাণ ,
দুষ্ট টার্কুইন্ রোমের কলঙ্ক, (৩)
ঘোর পাপাচারে সদা নিরাতঙ্ক,
হরিল বিপুল কুলের মান !"

১৬

বলিতে বলিতে আইল তথায়,
দপটে গর্জ্জিয়া হর্য্যক্ষের প্রায়,
শ্বশুর জামাতা দুই রোমাণ ;
পাপীর হৃদয়ে উপজিল ত্রাস,
পলাইল দূরে হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাস,
মুহূর্ত্তের তরে বাঁচিল প্রাণ ।

(৩) Tarquin.

১৭

বাঁচিলি বাঁচিলি বাঁচিলি এখন,
পাপী নরাধম শ্বাপদ দুর্জ্জন,
কিন্তু এর দণ্ড পাবিবে পরে ;
রোমাণের ক্রোধ জ্বলন্ত অগিনি,
পূর্ণাহুতি বিনা নিবে না কখনি,
ভয়ে কম্পমান অমর নবে ।

১৮

পুণ্যময় রোম এ কলঙ্ক তার,
রাখিলি রাখিলি ওরে দুরাচার,
শৌর্য্য বীর্য্য মান ভুলিলি সব।
রাজা হয়ে তুই করিলি যে কাজ,
হীনজনে তাহে ঘটে ঘোর লাজ,
ধিক্ ধিক্ তোর রাজত্ব বিভব।

১৯

অথবা ধরার এমনি বিচার,
বৃথা অনুযোগ, বৃথা এ ধিক্কার,
পাপের সংসার, পাপের জয়।
কখনোবা হাসি কখন রোদন,
কভু বুকে ছুরি কভু সম্ভাষণ,
হায়রে বসুধা কলঙ্কময়।

২০

রূপের অনলে পোড়েনি যে জন,
সেই ভাগ্যবান্ সুধীর সুজন,
প্রণতি তাঁহার চরণতলে !
দেখরে সুরূপ বিরূপ হইয়া,
গুরু শিষ্য জ্ঞান বিলোপ করিয়া,
রাখিল কলঙ্ক শশাঙ্কভালে ।

২১

রূপের প্রভাবে কাব্য রামায়ণ,
রূপের মহাত্ম্য গা'ন দ্বৈপায়ন,
ভারত রূপের কলঙ্ক ঘোষে ;
রূপের কপালে হোক বজ্রপাত,
সুবর্ণের ট্রয় হল ভস্মসাৎ (৪)
রূপের বিকারে, রূপের দোষে !

২২

কি ফল হইয়া সুরূপে বিগুণ ?
যথা রূপ তথা থাকে যদি গুণ,

---

(৪) Troy ট্রয়নগরী

সোণায় সোহাগা রাখানি তারে।
রূপবতী যেই সাধ্বীসতী সেই,
হয় যদি তার তুলনা ত নেই,
রূপে অন্ধ যেই ধিক্‌রে তারে।

২৩

সতীর হুঙ্কারে কাঁপিল মেদিনী,
"ধিক্ ধিক্ ধিক্" উঠে ঘোর ধ্বনি,
ঘরে ঘরে রোমনগরময়,
দন্তে দন্তাঘাত করিছে রোমাণ,
গর্জ্জিছে রমণী সাপিনী সমান,
শুনি টার্কইনের কাঁপে হৃদয়।

২৪

সাজিল রোমান সমরের সাজে,
কহিলা—"বধরে টার্কুইন্ রাজে,
রোমের কলঙ্ক ঘুচাও সত্বরে।"
দুষ্ট টার্কুইন্ পেয়ে মহাভয়,
(ভিতির ভাণ্ডার পাপীর হৃদয়।)
পলাইল ত্রাসে নগর ছেড়ে।

২৫

অমনি গর্জ্জিল রোমবীরগণ,
"সবংশে পাপীর কর নির্ব্বাসন,

রোম পুণ্যভূমে কলঙ্ক রেখা,
(সতীর মহত্ত্ব থাকুক অটল,
কাঁপুক বীরের বীর্য্যে ধরাতল।)
আর যেন কভু না দেয় দেখা। ৪

পাগলাম বা প্রেমোন্মাদ।

"There is a pleasure in madness which madmen only know."

১

বিষম উন্মাদ আমি হইয়াছি ভাই রে,
এমন পাগল বুঝি আর কেহ নাই রে ;
শুনেও প্রাণের কথা কেউ প্রাণে নেয় না,
পাগল জেনেও লোকে গায় ধূল দেয় না।

৪। যৎকালে টার্কুইন বংশ রোমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল, তখন নরপতি টার্কুইন দি প্রাউডের কোন বন্ধু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বভবনে লইয়া যান। বন্ধুপত্নী লুক্রেশিয়ার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া টার্কুইন অসদভিসন্ধি-পরায়ণ হয়। এই বিগর্হিত অনুষ্ঠান জন্য টার্কুইন বংশ রোম হইতে নির্বাসিত হয় এবং উত্তর কালে বিষম-সংগ্রামাদি হইয়া রোমরাজ্যে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুটিল সংসারে যেই মন প্রাণ খুলেছে,
লোকে তার অমনি পাগল নাম তুলেছে!
বলুক পাগল লোকে তবু প্রাণ খুলিব,
ভুলিতে কি পারি কথা? কি করিয়া ভুলিব?
হয়েছি পাগল আমি ছন্দোবন্দ জানি না,
অভিধান ব্যাকরণ আদবেই মানি না।
সে মুখের চুম্বনটী ওষ্ঠাধারে লেগে আছে,
নয়নের সে চাহনি হৃদয়ে বিঁধে গেছে,
সেই সুখ আলিঙ্গন বক্ষ মাঝে পশে আছে।
প্রেমমাখা সেই স্মৃতি প্রাণে প্রাণে মিশে গেছে!
এক কথা বারে বারে বলে যে এ সংসারে,
প্রকৃত পাগল লোকে বলে থাকে তাহারে;
যত কই সেই কথা ততই তা মিষ্টি লাগে,
কহিতে কহিতে কত সুখস্বপ্ন প্রাণে জাগে।
কেমনে পাগল আমি হইয়াছি ভাই রে,
একবার মন খুলে বলি শোন তাই রে।

২

যেই দিন গেছিলেম যমুনার পুলিনে,
সেই প্রেম-প্রতিমারে দেখিলেম নয়নে;
অনন্ত আশার স্রোত প্রাণময় বহিল,
হৃদয়ের কাণে কাণে কে জানি কি কহিল;

পোড়া প্রাণ সে অবধি আর কিছু চায় না ;
নয়নের দিঠি আর কোন দিকে যায় না ।
জীবন আকাশে যেন সুখ-তারা উঠিল,
উষার আলোকে যেন অন্ধকার টুটিল ;
না জানি কি মধুরিমা ঐ মুখ হইতে,
ছড়িয়া পড়িল আহা সমুদয় জগতে ;
মরুস্থল সম আগে ছিল যেই অবনী,
অনেক সুন্দর যেন হয়ে গেল তখনি ;
সংসারে আসিয়া আমি কখনোতো হাসি নি,
স্থাবর জঙ্গমে কভু কারে ভালবাসি নি ;
সেই দিন [redacted] মোর মুখে হাসি আইল,
কি জানি অজ্ঞাত প্রেম ধরাতল ছাইল ।
ক্রমে ক্রমে সে যখন নয়নের কোণেতে,
প্রাণের অনল-শিখা ঢেলে দিল প্রাণেতে,
অধীর হইয়া কত "আই চাই" করিলাম,
পাগল হইব ইহা তখনিতো বুঝিলাম ।

৩

ক্রমে ক্রমে সে যখন আপনার হইল,
জীবনের কল-কাটি হাতে করে লইল ;
দুই দিন, দশ দিন কাছে আসি বসিল,
প্রাণের কপাট খুলি ভাল করে পশিল ,

দুই মাসে ছয় মাসে কত কথা কহিল,
তারি লেগে কত কিছু অনুযোগ সহিল ;
কণ্ঠেতে প্রাণের কথা মুখে তার ফোটে নি ;
আবেগে নয়ন দুটী ছোটে ছোটে ছোটে নি,
সেই মুখ সেই চোকে যতবার চেয়েছি,
অকূল সাগরে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছি !
কেন যে এমন হলো নারিলেম বুঝিতে,
জোয়ারের জল যেন মিশে গেল নদীতে ;
একবার এলে সেও উঠে যেতে চায় নি,
সমুখে খাবার রেখে কতদিন খায় নি ;
যা কিছু বাসিত ভাল সে স[illegible] চায়নি,
আমোদ প্রমোদে আর একদিনো যায়নি ;
অনিচ্ছায় উঠে যেতে অশ্রুবিন্দু ঝরেছে,
অর্দ্ধেক পাগল মোরে তখনি যে করেছে !

৪

তার পর একদিন-কি কহিব ভাইরে,
জীবনে এমন দিন দুটী হয় নাই রে ;
সারা নিশা কত কিছু সুখস্বপ্ন দেখিলেম,
জেগেও সকল কথা মনে তুলে রাখিলেম ,
ভাবেতে বিবশ হয়ে রহিলাম শয়নে,
ভাবনার নেশা বড় লেগেছিল নয়নে।

দুঃখের সুখের নিশি তখনো পোহায় নি,
অবনীর অন্ধকার ভাল করে যায় নি ;
হেন কালে সেই ঘরে না জানি কে আইল,
ঊষার আলোকে যেন কক্ষতল ছাইল ;
সহসা নয়ন মেলি তার পানে চাইলাম,
পরাণ-পুতলি মম দেখিবারে পাইলাম ;
প্রেমের উচ্ছ্বাসে তার মুখখানি ভেসেছে,
একটী ফুলের তোড়া হাতে করে এসেছে ?
অরুণে করিয়া কোলে ঊষা যেন হাসিছে,
অন্তর-আকাশে মম সেইরূপ ভাসিছে ;
নীরবে শিয়রে আসি ধীরে ধীরে বসিল,
অলক্ষিতে কুন্তলের বাঁধনটী খসিল ;
ঘন ঘন শ্বাস বহে দেখিবারে পাইলাম,
ভুলিয়া সকল কথা আপনা হারাইলাম।

৫

তারপর কি হইল পারিব না কহিতে,
প্রাণে যে আবেগ হয় পারিনা কো সহিতে,
ধীরে ধীরে হাত খানি দুইহাতে ধরিল,
মাতার উপরে রাখি ধর্ম্ম সাক্ষী করিল।
সে তপ্ত পরশে দেহ শিহরিয়া উঠিল,
বিদ্যুৎ-অনল-শিখা সব গায় ছুটিল ;

হাতের উপরে সেই ফুলগুলি রাখিয়া,
ভগ্নকণ্ঠে বলেছিল মুখপানে চাহিয়া ;
"—এই ফুলগুলি সহ হৃদয় আমার রে,
আজি হতে চির তরে সঁপিলাম তোমারে ;
এখনো এ ফুলগুলি পতঙ্গেরা খায়নি,
শিশির রয়েছে গায় রোদেতে শুকায়নি ;
সেইরূপ এ হৃদয় ফুটিয়াছে যখনি,
অর্পিব তোমার হাতে ভেবেছিনু তখনি।
একদিন দুই দিনে বনফুল শুকাবে,
অনন্ত অনন্ত কাল এই প্রেম থাকিবে।
কথা শুনে হৃদয়েতে ধরিলাম তাহারে,
ভাঙিল বালুর বাঁধ নয়নের আসারে।
প্রাণের সকল কথা প্রাণে করে লইলাম,
সেইদিন সেই ক্ষণে উন্মত্ত হইলাম !

৬

ধন জন মান যদি সহসা হারায় রে,
শুনেছি মানুষ পাগল হয়ে যায় রে ;
ছিলেম দরিদ্র তায় মহানিধি পেয়েছি,
না জানি কি অপরূপ পাগলি যে হয়েছি !
নিরেট কঠোর যাহা ছিল আগে জগতে,
লইয়া কঠিন প্রাণে পারি নাকো দেখিতে,

আমার সঙ্গেতে যেন সকলেই মেতেছে।
পাগল লইয়া যেন কোন্ দেশে যেতেছে,
তটিনীর কল কল অনিলের শন্ শনি।
বিহঙ্গ কাকলি আর কাননের ঝন্‌ঝনি,
নক্ষত্রের ঝিকিমিকি আকাশের নীলিমা,
শৈশবের সরলতা যৌবনের গরীমা,
সকলেই পাগলের মহাগীত গেতেছে,
আমার সঙ্গেতে যেন সকলেই মেতেছে;
গিয়েছে সকল ভয় নাহি কিছু ভাবনা,
দিন মাস পক্ষ বার নাহি করি গণনা;
না জানি সেরূপে হায় কিবা যাদু করিল,
সমস্ত সংসার তাতে উন্মত্ত হইল;
এর আগে কোন দিন পাগল ত হইনি,
এলোমেলো এত কথা কখনো ত কইনি!

৭

এক দিন সন্ধ্যাকালে গেছিলেম বাগানে,
আচম্বিতে সেইখানে দেখা হলো দুজনে;
কেন জানি বলেছিল—"বুঝেছিরে বুঝেছি,
পাগলেরে প্রাণদিয়ে মজেছিরে মজেছি;
তুমি কথ আমার হকে বুঝিতে তা পারিনে,
আমি তথা চিরকাল আর কিছু জানিনে।"

শুনে নিদারুণ কথা অচেতন হইলেম,
তাহারি চরণ-তলে ধরাতলে পড়িলেম;
আদরে লইয়া কোলে মুখ পানে চাহিল,
বুকে চেঁপে এ মাথাটী গদ গদ কহিল;
—"পরাণ পুতলি তুমি আমারি পাগলরে।"
কপালে পড়িল তপ্ত দুই বিন্দু জলরে!
কামিনী-কুসুম-তরু সেই রঙ্গ দেখেছে,
মধুর চাঁদের আলো সেই ছবি লেখেছে।
এখনো সে তরুশিরে সেই চাঁদ উটিছে,
এখনো সে কামিনীর সেই ফুল ফুঠিছে;
সেই চাঁদ সেই ফুলে সুধাইবে যখনি;
ঈষৎ হাসিয়া তারা বলে দিবে তখনি,
—"মধুর সুন্দর মোরা কত কি দেখেছি ভাই,
পাগলের খেলা কিন্তু এমন আর দেখি নাই।"

৮

এক দিন পাগলীর অসুখের লাগিয়া,
অনাহারে বসেছিনু সারা নিশি জাগিয়া,
পাগলী অজ্ঞান ছিল তা দেখে ঘুমাইনি,
মরার মতন ছিনু জল ফোটা খাইনি।
নিশি ভোরে পাগলিনী পেয়েছিল চেতনা,
চোক মেলে ঘুচাইল মরমের যাতনা;

অরুণ কিরণে যেন হিমশিলা গলিল,
দুনয়নে আনন্দের বারিধারা বহিল।
বলেছিল পাগলিনী—"বুঝেছি ঘুমাও নি,
অভাগীর মাথা খেয়ে কিছু বুঝি খাওনি—"
রহিনু নীরবে শুনে সোহাগের তাড়না,
মনে মনে বলেছিনু—"প্রাণেশ্বরি, আর না।"
বলেছিল পাগলিনী—"নাই বুঝি মনেতে,
ঐ প্রাণ মিশে গেছে অভাগীর প্রাণেতে।
দুইটী শিশির বিন্দু এক হয়ে গিয়েছে,
এ দেহ তোমার, ওটী আমার যে হয়েছে;
মরার উপরে তুমি অভাগীরে মেরেছ।
আমার শরীরে তুমি অযতন করেছ।"
"অপরাধ করিয়াছি" বলে হাত ধরিলাম,
প্রেমানন্দে পাগলীর পায়ে শুয়ে পড়িলাম,

৯

আর এক দিন আমি স্বপনে যা দেখেছি,
কালিকার কথা সম সব মনে রেখেছি।
না জানি কেমন করে কোন্ দেশে যাইলাম,
কি জানি কেমন করে পাগলী হারাইলাম।
"পাগলি আমার তুই কোথা গেলি চলিয়া"
ঘরে ঘরে কাঁদিলাম এই কথা বলিয়া।

অবশেষে কোন এক রাজপুরে যাইলাম,
রাজ-সিংহাসনে গিয়া পাগলীরে পাইলাম।
"তোর তরে পাগলিনী কাঁদিয়াছি কত রে,
পাষাণি, তোমার মনে ছিল নাকি এত রে!
আয় মোর পাগলিনি!" এই কথা বলিতে,
পাগলিনী পদাঘাত করেছিল বক্ষেতে,
নিকটে ঘাতক ছিল, সেও এসে ধরিল,
শিরশ্ছেদ করিবারে অস্ত্রহাতে করিল।
ঘাতকেরে কহিলাম—"দেখ দেখ ভাই রে,
পাগলিনী বিনে মম অন্য গতি নাই রে,
আমারে কাটিবে যদি রাখ এই মিনতি,
আমার সকল গায় মেখে দাও বিভুতি;
"পাগলিনী" এই নাম কণ্ঠোপরে লিখিয়া,
বলিদান কর মোরে এই খানে রাখিয়া;
নামটী কেটোনা যেন এটী ভাই দেখো রে,
পাগলীর পদতলে এ মাথাটী রেখো রে।

১০

তারপর পাগলীর মুখ পানে চাহিলাম,
হেসে হেসে মরমের দুটী কথা কহিলাম;
—"হৃদয়ে রাখিতে পদ কতদিন চেয়েছি,
ভাগ্যফলে আজি তাহা অযাচিতে পেয়েছি;

জনম সফল মম হলো এত দিনেতে,
লেগেছে বা পদতলে এই ভাবি মনেতে ;
ধরেছে ঘাতক মোরে শিরচ্ছেদ করিতে,
তোমার লাগিয়া পারি কোটী বার মরিতে,
এক এক রক্তবিন্দু রক্তবীর্য্য হইয়া,
বেড়াইবে পাগলীর প্রেমগুণ গাইয়া ;
জীবন সমাধা হবে শুনে খুসী প্রাণ রে,
স্থূল দেহে রহিয়াছে যত ব্যবধান রে,
সে টুকুও থাকিবেনা, গায় মিশে রহিব,
নিঃশব্দ ভাষাতে প্রাণে প্রেম কথা কহিব ;
আজ্ঞা কর সুকুমারি, ঘাতকেরে ত্বরিতে,
প্রেম যজ্ঞে প্রমোদেরে বলিদান করিতে।"
কথা শুনে পাগলিনী তাঁর মম ছুটিল,
গলায় ধরিল এসে ঘুমঘোর টুটিল ;
জেগে দেখি পাগলীর কাছে শুয়ে রয়েছি,
নয়নের জলে তার মাথাটী ভিজিয়েছি।

১১

ললিত বিভাস কিবা ঝিঁঝিট পূরবিতে,
গায় যবে পাগলিনী প্রভাতে কি সন্ধ্যাতে ;
অভাগার ভাঙাপ্রাণ নেচে উঠে তখনি ;
(কখনো জানিনে কিবা রাগ কিবা রাগিণী)

তুলিয়া অনন্ত স্বর সে স্বরে মিশাইয়া,
কত যে অজ্ঞাত গীত ফেলি আমি গাইয়া।
পৃথিবীর বক্ষে যথা কঠিন আবরণে,
অনলের স্রোত আছে অতিশয় গোপনে।
তেমতি এ পোড়া প্রাণে জানি নাই কখনো,
ছিল এত ভাব রাশি বাড়বের মতনো।
পাগলিনী প্রাণ ধরে দিয়েছে ঝাঁকনি,
ভেঙ্গেছে বুকের বাঁধ বেরিয়েছি অগিনি;
নাহি জানি পাগলীর প্রেমের কি বলরে,
ছিলেম নীরব কবি হয়েছি পাগল রে!
উথলিয়া উঠে প্রাণ না পারি নিবারিতে,
অস্ফুটন্ত কথা ছুটে নয়নের বারিতে।
বিহঙ্গ হইলে পরে অন্তরীক্ষে ধাইতাম,
দিবানিশি পাগলীর প্রেমগুণ গাইতাম।
সামান্য মানুষী ভাষা আশা তাতে মেটেনা,
পাগলীর প্রেম-কথা ভাল করে ফোটে না।

১২

পাগলীর ছবি খানি সঙ্গে করে রেখিছি,
দণ্ডে তারে দশবার শতবার দেখিছি;
কত দেখি তবু তার নূতনত্ব যায় না,
পাগলীর রূপ মোর নয়নে ফুরায় না;

ছবিতেই পাগলীরে অভিমানী হেরেছি,
আদর করিয়া কত বুকে চেপে ধরেছি।
পাগলীর চিঠি খ নি সঙ্গে করে রেখেছি,
পড়িতে পড়িতে তারে অশ্রুজলে মেখেছি;
এই দেখ পাগলিনী লিখিয়াছে তাহাতে;
হৃদয়ের কত কথা অমানুষী ভাষাতে।
করেছে স্বাক্ষর নীচে সেই পাগলিনী,
"—চিরদিন তোমারই এই পাগলিনী।
পাগলীরে যত ফুল দিয়েছিনু ছিঁড়িয়া,
তার কতগুলি মোরে দিয়েছে সে ফিরিয়া;
কি জানি কি মেখে তাতে পাগলিনী দিয়েছে,
শুকায়েছে ফুল তবু গন্ধ আজো রয়েছে।
পারিজাত ফুলে বিধি পাগলিনী গড়েছে,
হয়েছে সুগন্ধ যাহা পাগলিনী ধরেছে;
ভূতলে অমূল্য নিধি পাগলিনী ধন সে,
পেয়েছি নবজীবন পাগলীর পরশে!

১৩

সাধে কি সে পাগলীরে কণ্ঠহার করেছি,
সাধে কি তাহার তরে উনমত্ত হয়েছি;
জ্ঞানের মলিন দীপ নিবু নিবু জ্বলিত,
"নিশ্চয় জানি না কিছু" এই মাত্র বলিত;

"কার্য্য কারণের" ফাঁদে ঘুরে ঘুরে মরিতাম,
জীবনের আদি অন্তে অন্ধকার হেরিতাম।
পাগলী পরশমণি যাই প্রাণ ছুঁইল,
নাজানি কি আলোকেতে চিত্ত আলো করিল।
অনন্ত মঙ্গল আর ইচ্ছাশক্তি মিশিয়া,
সমস্ত সংসার আছে কোলে করে বসিয়া;
প্রেমালোকে এই ছবি পাগলিনী দেখালো,
প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞান পাগলিনী শিখালো;
সুন্দর সাধের কিছু দেখি নাই জগতে,
যার তরে চেতে পারি এক দিন বাঁচিতে;
পাগলিনী হইয়াছে জীবনের সার রে,
পাগলিনী করিয়াছে সুন্দর সংসার রে;
আপনা হইতে সেই পাগলীর লাগিয়া,
নিয়ত প্রার্থনা উঠে হৃদয় বিদারিয়া;
নয়নের মণি মোর পাগলিনী ধন সে,
জীবন্মুক্তি পাইয়াছি আমি তার পরশে!

১৪

হয়েছি পাগল আমি, পাগলীরে লইয়া,
গাইব প্রেমের গীত দেশে দেশে যাইয়া।
এই প্রেম প্রতিমারে কাঁধে করে লইব,
নেচে গেয়ে হেসে খেলে দিশাহারা হইব;

দুই কণ্ঠ মিলাইয়া এক গীত গাইব,
সুধা ঢালিবে তাতে, জগৎ মাতাইব ;
সতী-দেহ কাঁধে লয়ে শিব নাকি নাচিল,
দেখে সে প্রেমের খেলা ত্রিভুবন বাঁচিল।
পাশব জগত আজো প্রেম কি তা জানে নি,
"প্রকৃতি পুরুষ" কথা শুনেছে তা মানে নি ;
জীবন্ত প্রেমের ছবি জীবলোকে দেখাবো,
প্রেম কি পরম ধন ভাল করে শিখাবো ;
আপনারে না ভুলিলে প্রেম কভু হয় না,
বাঁধ ভেঙে না দিলে যে জল-স্রোত বয় না ,
শিখাব প্রেমের ধ্যান প্রেমের ধারণা রে,
প্রেমের তপস্যা আর প্রেমের সধনা রে ;
স্বাধীনতা উদারতা পবিত্রতা শিখাবো,
প্রেম-যজ্ঞে প্রাণাহুতি দিয়ে তবে দেখাবো ;
ভূতলে স্বর্গের শোভা করিব বিস্তার রে,
স্বার্থক মানব জন্ম হইবে আমার রে !

কলির রাজসূয়।

১

উঠরে সকলে দেখরে চাহিয়া,
কি আনন্দ আজ এই পুণ্যভূমে।
আনন্দ-লহরী উঠে উথলিয়া,
ভাসাইল দেশ! কেন আর ঘুমে?

২

কেন আর ঘুমে? মেলিয়া নয়ন
সার্থক জীবন কর রে এ দিনে;
এ হেন উৎসব হয়নি কখন,
হয়নি কখন অযোধ্যা উজিনে,

৩

হয়নি কখন হস্তিনা গোকুলে,
কাব্য ইতিহাসে নাহি রে তুলনা
আজিকার বঙ্গ দেখ প্রাণ খুলে,
ধরাতলে আর কখনো হবে না"

৪

বহিছে পবন সুখ সমাচার,
পৃথিবী ভরিয়া দিগন্ত ব্যাপিয়া,

চন্দ্র সূর্য্য তারা পর্ব্বত পাথার,
নাচিছে সকলি আনন্দে মাতিয়া।

৫

কহিছে পবন শুভ সমাচার——
"ভারত ঈশ্বরী" রাণী ভিক্টোরিয়া,
ইন্দ্রপ্রস্থ ধামে হবেন এবার,
তাই এ আনন্দ ভারত ভরিয়া।"

৬

"রাজরাজেশ্বরী ভারত-ঈশ্বরী,
সাজিবেন রাণী আপনি এবার;
কোটী কহিনুর শিরোপরে ধরি,
ঘুচাবেন রাণী ভারত-আঁধার।"

৭

বাজিল বাজনা কালিন্দীর কূলে,
গভীর নিনাদে কাঁপায়ে গগন।
ঠেকিল সে ধ্বনি সিন্ধুর সলিলে,
প্রতিধ্বনিচ্ছলে কাঁপিল ভুবন।

৮

কোথা হিমাচল কোথা ঘাট গিরি,
কোথা ব্রহ্মপুত্র কোথা পঞ্চনদ,

কোথা ভাগিরথী কোথা গোদাবরী,
উৎসব আমোদে সব গদগদ !

৯

এ শুভ সময়ে বাজ ওরে বাঁশি,
মধুর পঞ্চমে উঠাইয়া তান ।
সুখের সাগরে বেড়াও রে ভাসি,
উৎসবমঙ্গল কর তবে গান ।

(ঐকতান)

জয় ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরি,
শ্বেতদ্বীপসুতা রাজরাজেশ্বরি,
জয় জয় জয় মহিমা তোমারি,
তোমার সুরব ভুবনময় ;
জয় বৃটনিয়া বীরপুত্র যার,
রাখিলা এ কীর্ত্তি ভারত মাঝার,
যত দিন রবে পৃথিবী সংসার,
ততকাল তার নাহিরে ক্ষয় !

১০

আয় রে ভারতি চল সবে যাই,
নয়ন জুড়াবে তাঁরে হেরিয়া ;
ভারত-ঈশ্বরী অপূর্ব্ব মূরতি,
শতেক রাজন্য রয়েছে ঘেরিয়া !

১১

দেবদল মিলি ইন্দ্রালয়ে বসি,
গিরিরাজ পদ সেবে রে যেমন ;
তেমতি আজিকে ভারতভবনে,
রাণী ভিক্টোরিয়া লভে আরাধন।

১২

ভুবনবিদিত বলবীর্য্যশালী,
নৃপকুলে জন্মে ভূপতি যারা
ভারতেশ্বরীর চরণ সেবিয়া,
দেখরে আজিকে কৃতার্থ তারা।

১৩

প্রীতিপূর্ণ মুখ পবিত্র হৃদয়,
নেত্র জ্যোতির্ম্ময় ললাট উজ্জ্বল ;
দেবের বাঞ্ছিত ও পদকমলে,
শত শশধর করে ঝলমল।

১৪

এরূপ সুষমা এহেন উৎসব,
দেখিবি রে যদি ত্বরা করি আয় ;
এ মহেন্দ্রক্ষণ রবে কতক্ষণ ?
শুভক্ষণ যায় ত্বরা করি আয়।

১৫

আয়রে কাশ্মীরি ভুটিয়া নেপালি,
আয় রজপুত সৈন্ধব সারব,
মাগধ মৈথিলি উড়িয়া বাঙ্গালি,
দ্রাবিড়ি তৈলঙ্গি আয় চলি সব।

১৬

সবে মিলি আসি দেহ করতালি,
ভারতেশ্বরীর গাও গুণ গান;
গাও সমস্বরে দুই বাহু তুলি,
বাজ্‌রে বাঁশরি উঠাইয়া তান।

(ঐক তান)

জয় ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরি,
শ্বেতদ্বীপসুতা রাজরাজেশ্বরি,
জয় জয় জয় মহিমা তোমারি,
তোমার সুরব ভুবনময়,
জয় বৃটনিয়া বীরপুত্র যার,
রাখিলা এ কীর্ত্তি ভারতে মাঝার,
যত দিন রবে পৃথিবী সংসার,
ততকাল তার নাহি রে ক্ষয়!

কোথা গো ভারত, দেখ মা চাহিয়া,
কি আনন্দ আজ ঘরে ;
সুরাসুর নর, একাসনে বসি,
আনন্দে উৎসব করে !
দেখ মাগো ঐ অযুত পতাকা,
ঠেকেছে গগনতলে ;
"বৃটিশের জয় !" লোহিত অক্ষরে,
বিজলির মত জ্বলে !
করিয়া সুচারু, কত কবি কারু,
ঢাকিয়াছে আজ ধরা ,
আজি ঘরে ঘরে, ফুল থরে থরে
সৌরভে অম্বর ভরা !
কস্তুরী চন্দন, আতর গোলাপ,
গন্ধরস আদি যত ,
স্বদেশী বিদেশী, সুগন্ধির রাশি,
ঢালিয়াছে শতোশত !
জ্বলিছে আতস, হাউই ফানস,
ছুটিছে গগনময় ;
ঝি বা অনলে, পুড়ে গেল দেশ,
দেখিয়া লাগিছে ভয় !

পরেছে ধরিত্রী; আলোক মেখলা,
আলোকে ভুলোক বাঁধা ;
দশ দিক ময়, কেবলি আলোক,
নয়নে লাগিছে ধাঁদা !
বাজে জয় ঢাক, ফুকিছে পিনাক,
"বৃটিশের জয় !" রবে ;
দেখ মা উঠিয়া, বারেক চাহিয়া,
হেন দিন কবে হবে ?
ভিখারিণী তুমি, আমরা তোমার,
অধম সন্তান অতি ;
দেখি নাই মাগো, হেন ঘোর ঘটা,
হীনপ্রাণ অল্পমতি !
ঐ শোন মাগো, তোরণে তোরণে,
শুনিয়া হতেছে ভয় ,
বাজে নওবৎ, গভীর আরাবে,
"জয় বৃটিশের জয় !"

(ঐকতান)

তাথৈ তাথৈ তাধিয়া তাধিয়া !
জয় বৃটনিয়া জয় ভিক্টোরিয়া !
জয় ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরি,

শ্বেতদ্বীপসুতা রাজরাজেশ্বরি;
জয় জয় জয় মহিমা তোমারি।
তোমার সুযশ বসুন্ধরাময়,
জয় জয় জয় বৃটিশের জয়!

চল মাগো যাই, ইন্দ্রপ্রস্থ ধামে,
দেখিব নূতন রঙ্গ;
বৃটিশ প্রতাপে, সমবেত যথা,
দক্ষিণ পঞ্জাব বঙ্গ।

আজি ইন্দ্রপ্রস্থ, বৈজয়ন্ত রূপে,
কালিন্দীর কণ্ঠে সাজে;
দেখিয়া মাধুরি অমর অমরা,
স্তম্ভিত ক্ষোভিত লাজে!

সহস্র সহস্র উঠেছে শিবির,
নিবিড় জলদঘটা;
রতনে খচিত ছোটে চারিভিতে,
মাণিকরতন ছটা।

উঠিয়াছে ঐ শত চন্দ্রাতপ,
শতচন্দ্রে তলে শোভা,
ঝুলিছে ঝালর, মনোহর কিবা,
কাঞ্চনজলদ-আভা!

তার তলে ঐ, নাচে ঝুণু ঝুনু,
সহস্র নৃত্যকী রঙ্গে ;
বাজে সপ্তস্বরে, মধুর বাজনা,
গাইছে গায়ক সঙ্গে।
বাজে পাখোয়াজ, শত এসরাজ,
সারঙ্গ সেতার বীণা ;
কাঁসরি বাঁশরি, মন্দিরা মৃদঙ্গ,
তাধিয়া তাধিয়া ধিনা !
এই না সে স্থান, ইন্দ্রপ্রস্থ ধাম,
যেখানে পাণ্ডব রাজ ;
বসিত হরসে, বসিত ঘেরিয়া,
শত শত শত রাজ ?
নাচিত অপ্সরা, গাইত গন্ধর্ব্ব,
কিন্নর ধরিত তাল ;
সেই রাজসভা, নহে সে এমন,
গিয়েছে সে সব কাল !
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ, আজিকে কেমন,
দেখ মা নূতন রঙ্গ ;
যক্ষ রক্ষ সুর, পূরব পশ্চিম,
হইয়াছে এক সঙ্গ !

কাশ্মীর গান্ধার, যুনান ইটালি,
সকলি মিলেছে আসি।
বাজে অর্‌গ্যান, ত্রিতন্ত্রীর সঙ্গে,
ফ্লুটসহ স্ফুরে বাঁশি।
চল মাগো যাই, রণ-রঙ্গভূমে,
দেখিব নূতন রঙ্গ ;
সহস্র কামান, গভীর গরজে,
ভয়ে যে কাঁপিছে অঙ্গ।
অজস্র উঠিছে, অনলের শিখা,
দশ দিক ধূমময় ;
আকাশ পাতাল, ফেটে উঠে ধ্বনি,
"জয় ব্রুটিশের জয়!"
অনন্ত পদাতি ছুরিতেছে গোলা,
তারা-দল পড়ে খসি ,
বিদ্যুতের বেগে, ধায় অশ্বারোহী,
করেতে উলঙ্গ অসি !
সবে মত্ত আজি, সমর-উৎসবে
অমরে না করে ভয় ,
ঐ যে উঠিছে, ঘোর সিংহনাদ,
"জয় ব্রুটিশের জয়!"

এই না জননি, সেই কুরুক্ষেত্র,
ভারতের বধ্যভূমি।
রেখেছ যেখানে, কর্ণ দুর্য্যোধনে,
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্যে তুমি?

সেই রণক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র আজি,
বৃটিশ গৌরবে কাঁপে;
বৃটনিয়া বীর বর্ম্মে ঢাকি দেহ
যুঝিতেছে বীরদাপে।

"মাভৈমাভৈঃ।" ডাকিছে সঘনে,
সমনে না করে ভয়;
ঐ শোন মাগো, রণতুরি বাজে,
"জয় বৃটিশের জয়।"

(ঐকতান)

বভম্ বভম্ ভম্ ভম্ ভোঁয়া!
জয় বৃটনিয়া জয় ভিক্টোরিয়া!
জয় ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরি,
শ্বেতদ্বীপ-সুতা রাজ-রাজেশ্বরি,
জয় জয় জয় মহিমা তোমারি;
তোমার সুযশ বসুন্ধরা ময়,
জয় জয় জয় বৃটিশের জয়!

১

চল সবে যাই রাজসভাতলে,
এ হেন সমিতি হয়নি ভূতলে,
নয়ন জুড়াই বারেক হেরিয়া ;
ধিক্ ইন্দ্রালয় অমর-বাসনা,
কৌরবের সভা ব্যাসের কল্পনা।
ইহার তুলনা কোথা নাহি পাই।

২

চেয়ে দেখ ঐ স্বর্ণ সিংহাসনে,
ভারতের রাণী প্রফুল্ল আননে,
ললাটে ঝলসে গৌরবের রবি ;
রাজদণ্ড করে রাজসোহাগিনী,
শ্বেতভুজা সতী কিরণ-মালিনী,
অমর-বাঞ্ছিত আনন্দ-ছবি।

৩

অপূর্ব্ব মূরতি অতুলনা ভবে,
এমন সুদিন আর কিরে হবে,
ভুভারতে ইহা কে দেখেছে আর ?
একাসনে বসে নরপতি সব
সবাই স্তম্ভিত সবাই নীরব ;
ধন্য বৃটনিয়া গৌরব তোমার।

৪

ঐ যে উত্তরে কাশ্মীরের পতি,
বাঁধি শিরোপরে মুকুতার পাঁতি,
চারুকণ্ঠে দোলে কাশ্মীরী শাল!
বসিয়া দক্ষিণে জঙ্গ বাহাদুর,
ভুটানের দেব নহে বহুদূর,
দোঁহাকার মাঝে সিকিম ভুপাল

৫

ঐ যে পশ্চিমে মানী মহামনা,
উদয়পুরের বসেছেন রাণা
ভুপতি সমাজে উচ্চ করি শির;
দুই পাশে বসে নৃপতি সমাজ,
জয়পুর আর যোধপুর রাজ,
পাতিয়ালা ঝিন্দ আর বিকানির!

৬

অদূরে দক্ষিণে দেখ রে চাহিয়া,
বীরসিংহ সম বসেন সিন্ধিয়া,
দক্ষিণে নিজাম বামে হোল্‌কার;
ত্রিবাঙ্কুর আর কোচিন দুজন,
প্রফুল্ল বদন প্রিয়-দরশন,
জননীর কোলে দুইকুমার!

৭

নহে বহুদূর দেখ রে চাহিয়া,
রমণীর মণি রাণী ভুপালিয়া,
মহম্মদী কুলে গরীমার স্থল,
পূর্ব্বদিকে বসে বিহার-ভূপতি,
আরো কিছু দূরে ত্রিপুরার পতি,
ভারত রাজন্য মিলেছে সকল !

৮

অপূর্ব্ব মুরতি অতুলনা ভবে,
এমন সুদিন আর কি রে হবে,
ভুভারতে ইহা কে দেখেছে আর ?
একাসনে বসে নরপতি সব,
সবাই স্তম্ভিত সবাই নীরব ;
ধন্য বৃটনিয়া গৌরব তোমার !

৯

ভারত বিজয়ী পাণ্ডব যখন
রাজসূয় যাগ করিল, ক'জন
মিলেছিল রাজা হিন্দুবংশধর ;
হিন্দু মুসলমান আজি এক ঠাঁই,
রমণী পুরুষে ভেদ মাত্র নাই,
বৃটিশ প্রতাপে কাঁপে থর থর !

(ঐকতান)

জয় বিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরি,
শ্বেতদ্বীপসুতা রাজরাজেশ্বরি,
জয় জয় জয় মহিমা তোমারি,
তোমার সুরব বসুন্ধরা গয় ;
জয় বৃটনিয়া বীরপুত্র যার,
রাখিলা এ কীর্ত্তি ভারত মাঝার,
যত দিন রবে পৃথিবী সংসার,
তত কাল তাহার নাহি রে ক্ষয় !
উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব কি পশ্চিম ;
দশ দিকে থাকি শোনরে সবে,
পর্ব্বত পাথারে, গৃহ কি কান্তারে
যে আছ যেখানে বিপুল ভবে !
বৃটন নন্দিনী, রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া,
ভারত ঈশ্বরী হলেন আজ ;
করযোড়ে তাঁরে, মাগিছে মেলানি,
শত শত শত ভারত-রাজ !
হিন্দু মুসলমান, ফিরিঙ্গী পারসী,
সকলি প্রণত সকলি বশ ;
প্রতাপে পরাস্ত, সকলি ত্রস্ত,
ভারতেশ্বরীর গাইছে যশ।

অপার মহিমা, গরীমা অসীমা,
ভুবন-বিদিত বিপুল নাম ;
শত কোটীশ্বরী রাজ-রাজেশ্বরী,
অনন্ত গৌরব গুণের ধাম।
চারি খণ্ডে যার অখণ্ড প্রতাপ,
মর্ত্ত্য রসাতলে সবার প্রভু ;
যাঁর অধিকারে, ভয়ে দিবাকর,
অস্তাচলগামী নয় রে কভু।

সপ্তসিন্ধু যার, বহে রণতরী,
পদতলে পড়ি করে রে খেলা।
শত রাজকোষ, তোষে রে যাহারে,
মানিক রতনে পুরিয়া থালা।
সেই ভিক্টোরিয়া, শ্বেতদ্বীপ-রাণী,
ভারত-ঈশ্বরী হলেন আজ ;
যোড় করি কর, মাগিছে মেলানি,
শত শত শত ভারত-রাজ।
পূর্ব্ব কি পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ,
যে যেখানে আছ যাওরে দেখে ;
যুগ যুগান্তর, শুভ সমাচার,
সুবর্ণ অক্ষরে রাখ রে লেখে।

(ঐকতান)

তাথৈ তাথৈ তাধিয়া তাধিয়া,
জয় ব্রটনিয়া বল ব্রটনিয়া।
ববম্ ববম্ ভম্ ভম্ ভোঁয়া,
জয় ব্রটনিযা জয় ভিক্টোরিয়া।

শ্বেতদ্বীপসুতা অমর-বাঞ্ছিতা,
জয় জয় জয় মহিমা তোমারি,
জয় ব্রটনিয়া বল ব্রটনিয়া!
ভারত-ঈশ্বরী জয় ভিক্টোরিয়া!!

পশ্চিমে গান্ধার, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুরী,
উত্তরে নগেন্দ্র দক্ষিণে সাগর;
এ বিশাল ভূমে, আছে যত রাজ্য,
উপরাজ্য কিম্বা দেশ দেশান্তর।
রাণী ভিক্টোরিয়া, সকলের প্রভু,
প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নাহি রে তাঁর;
এ ভারতভূমি আজিকে অবধি,
ব্রটিশের নাই অন্য অধিকার।
রজপুত শিখ, ফিরিঙ্গি পারসী,
মহারাষ্ট্র কিম্বা মোগল পাঠান,

আবাল বনিতা, শুন এই কথা,
ভারতেশ্বরীর গাও গুণগান।
এই শুভ দিনে, শুভ আশীর্ব্বাদ,
কর রে সকলে দুবাহু তুলিয়া,
"সদা সুখে থাক, সদা সুখে রাখ,
দীর্ঘজীবী হও রাণী ভিক্টোরিয়া।"

১

আর একবার বাজ ওরে বাঁশি,
লুটাও ধুলায় অশ্রুজলে ভাসি,
অধম বাঁশরি বাজ্ রে বাজ্;
নিয়ত মরমে যাহার বেদনা,
সময়াসময় সে তোরে মানে না,
তার কি রে ভয়, তার কি রে লাজ?

২

ওগো ভিক্টোরিয়া ভারত-জননি,
মরমের দুটী দুঃখের কাহিনী,
এ শুভ সময়ে তোমারে কই;
রাজভক্ত জাতি চিরদিন মোরা,
তুমি রাজেশ্বরী তোমারি আমরা,
জানিনে,আমরা তোমারে বই।

৩

তব রাজ্যে মোরা বড় সুখে থাকি,
সুখ দুঃখে মোরা তোমারেই ডাকি,
শয়নে স্বপনে তব গুণ গাই ;
বিপদে অভয় দিতেছ জননি,
জ্ঞান ধর্ম্মে মাগো করিতেছ ধনী,
ধন্য তব দয়া বলিহারি যাই !

৪

মা বলিয়া যদি জানাই বেদনা,
কৃতঘ্ন বলিয়া করোনাকো ঘৃণা,
কার মুখে চাব যাব কার দ্বারে ?
তব সুখরাজ্যে শুক্ল কৃষ্ণ ভেদ !
দেখিয়া অন্তরে হয় বড় খেদ,
এ কলঙ্ক মাগো ঘুচাও সত্বরে ।

৫

যুগ যুগান্তর এ ভারতভূমে
আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা ক্রমে,
করিলা বসতি, কত পরিশ্রমে,
লভি আর্য্য রাজ্য পাতিয়া দেহ ;
স্মরিতে সে দিন বহে অশ্রুধারা,
এ মাটীর সঙ্গে মিশেছেন তাঁরা,

তার সাক্ষী মাগো মর্ত্ত্য বসুন্ধরা,
আমরা তাদের নই কিগো কেহ ?

৬

জন্মভূমি যেত জননী সমান,
আপনা বলিয়া করি অভিমান,
যখন, কি কব থাক্ অভিমান,
মাটীর উপরে দাঁড়াইলে হায় !
তব সুখ-রাজ্যে একি উৎপাত !
ব্রটন-নন্দন আসি অকস্মাৎ,
অসভ্য বলিয়া করে পদাঘাত,
এ দুঃখ কি আর সহন যায় !!

৭

সপ্তসিন্ধু পারে আছ মা বসিয়া,
ভারতের দশা দেখিলে আসিয়া,
দয়াবতি তুমি কাঁদিতে আপনি ;
ভাসা'ওনা মাগো অকূল পাথারে,
পাঠা'ওনা আর কোন দুরাচারে,
হওনাকো আর কলঙ্কভাগিনী ।

৮

মা বলিয়া মাগো জানাই বেদনা,
কৃতঘ্ন বলিয়া করোনাকো ঘৃণা,

কার মুখে চাব যাব কার দ্বারে ?
ন্যায় দণ্ডে ধরা শাসিতেছ তুমি,
এই দুঃখে কাঁদে এ ভারত ভুমি,
এ কলঙ্ক মাগো ঘুচাও সত্বরে।

৯

আর এক কথা বলি মা তোমারে,
(কারে আর কব যাব কার দ্বারে !)
ভারতের নাই সে সব দিন ;
ভারতের নাই সেই বীর্য্য বল,
ভারতের নাই সে ধন সম্বল,
ভারত-সৌভাগ্য হয়েছে লীন

১০

ভুবন-পূজিত আর্য্যকুল-ধর ;
আমরা, হয়েছি মণ্ডূক শোশব,
ভীরু কাপুরুষ অধম অতি !
নাহি ধর্ম্মবল, নাহি জ্ঞানবল,
নাহি ধনবল দেহে নাই বল,
দাস অনুদাস দাসের জাতি !

১১

কিন্তু গো জননি, পড়ে যবে মনে
পূর্ব্ব কথা, জ্বলি শোকের আগুনে ;
তখনই ভারতবাসিরে ডাকি,

উঠ ! উঠ ! বলি ডাকি বার বার,
মনের আবেগে করি হাহাকার,
তুমি শিখায়েছ তাই মা ডাকি

১২

মৃত প্রাণে হবে চেতনা-সঞ্চার,
এ আশায় যবে করি চীৎকার,
তখন তোমারে এই অনুরোধ ;
এই অনুরোধ বেখো গো জননি,
তোমার সুযশ ঘোষিবে অবনী,
রাজদ্রোহী বলে করোনাকো ক্রোধ ।

১৩

বাজ্‌রে বাঁশরি বাজ্‌রে আমার,
মধুর পঞ্চমে উঠাইয়া তান ,
মুছি ত্বরা করি অশ্রুবারি-ধার,
ভারতেশ্বরীর গাও গুণগান ।
জয় ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরি,
শ্বেতদ্বীপ-সুতা অমর বাঞ্ছিতা,
বৃটন-নন্দিনি, রাজ-সোহাগিনি,
জয় জয় [redacted] মহিমা তোমারি !

বিজয়া-দশমী।

১

আঁধার আঁধার, একিরে আবার,
বিষাদে ডুবিল বঙ্গ;
দেখিতে দেখিতে, স্বপনের মত,
ফুরালো উৎসব রঙ্গ!
সুখের শরতে, শারদা সুন্দরী,
ভারত-সৌন্দর্য্য-সার,
ক্ষণপ্রভাসম, ক্ষণ হাসাইয়া,
গৌড়ে নাহিরে আর!
বাঙ্গালির মুখে, একবার হাসি,
এইত বৎসর শেষে,
কে হরিল সেই অকাল কুসুম,
এহেন হিমানী দেশে।
বাঙ্গালির ভালে, বরষা কেবলি,
নাই বসন্তের লেশ,
তিন দিনে হায়, সুখ মধুমাস,
আসিয়া হইল শেষ।
দুখিনী বঙ্গের, সুখের প্রতিমা,
ডুবেছে ডুবেছে আহা!

কালা-সিন্ধু-জলে, আজিরে আবার,
ভাসিয়া ডুবিল তাহা।

২

চলিলা অন্নদা, শূন্য বঙ্গালয়,
বঙ্গের সন্ততি যত ;
অন্ন নাই ঘরে, দরিদ্র দুর্ব্বল,
সাহস সম্বল হত।
চলিলা প্রবাসে, পরিজনশোকে,
নয়নে বহিছে ধার।
পরপদসেবা, ভিক্ষাপাত্র করে,
বক্ষেতে দুঃখের ভার!
কত অনাদরে, কত অত্যাচারে,
বাঙ্গালীজীবন ক্ষীণ ;
নিরাশার ঝড়ে, দুঃখের সাগরে
আবার হইল লীন!
আবার পশিল, অকূল সাগরে ;
বিষাদ-তরঙ্গচয়,
প্রবল প্রহারে, (বাঙ্গালি আকুল!)
মরম করিছে ক্ষয়!
বিস্মৃতির জলে, ডুবিল সকলি,
আনন্দ উল্লাস হাসি ;

সুখের স্বপন, ভাঙ্গিল অকালে,
জাগ্রতে যাতনারাশি।

৩

উঠে জয়ধ্বনি, বৈজয়ন্ত ধামে,
গিরিজা আসিলা ঘরে।
বৃন্দারকদল, ইন্দ্রালয়ে বসি,
আনন্দে উৎসব করে।
কত যে যতনে, মকরন্দমাথা,
মন্দারে গাঁথিয়া হার;
সাজাইলা পুরী, অমরসুন্দরী,
বদনে প্রীতির ভার।
শত ইন্দ্রধনু, উদিত আকাশে,
চন্দনে চর্চ্চিত ধরা।
পীযুষ বহিয়া, বহে সমীরণ,
সৌরভে অম্বর ভরা।
শত বিদ্যাধরী; বীণাযন্ত্র করে,
অতুল শোভায় সাজে;
অমর সভায় নাচে রুণুঝুণু,
চরণে কিঙ্কিণী বাজে।
মুরজ মন্দিরা, বাজে মধুস্বরে,
সপ্তস্বরে উঠে তান;

পরম পুলকে, দেবদল গায়,
অন্নদামঙ্গল-গান।

৪

"জয় ভবরাণি, বরদে ভবানি,
দেবমাতা বিশ্বরমে;
শিবানি শঙ্করি, ত্রিদশ-ঈশ্বরি,
জয় হরপ্রিয়তমে।
অনন্ত প্রকৃতি, বিশ্বরূপা তুমি,
আদ্যাশক্তি মহামায়া;
সুখ মোক্ষ যশঃ তোমার শ্রীপদে,
ভগবতি ভবজায়া।
ত্রিভুবনময়ি, ত্রিলোক-ঈশ্বরি,
ত্রিগুণধারিণী দেবি;
ধাতা পুরন্দর, সকলি অমর,
তোমার চরণ সেবি।
তোমার বিহনে, ত্রিদিব আঁধার,
জ্যোতির্ম্ময়ি তুমি শিবে;
অনন্তমহিমা, অনুপমা তুমি,
কে তব উপমা দিবে?
তব আবির্ভাবে, হাসিছে অমরা,
আনন্দে ভাসিছে সবে;

জয় সুরবাণি ; বরদে ভবানি
জগত জননি ভবে।"

৫

উঠিল অদূরে, বাঁশির সুস্বর,
মধুর করুণ স্বরে ;
পশিল সে রব, যেখানে অমর,
আনন্দে কীর্ত্তন করে।
কাঁপিল অমনি, কনক আসন,
চকিতা ভবের রাণী ,
মুদিলা নয়ন, সহসা হইল,
মলিন বদন খানি
অধীরা অন্নদা, অকস্মাৎ হলো,
অমর স্তম্ভিত সবে ;
গগন ভেদিয়া, সেই বংশিধ্বনি,
উঠিল গভীর রবে
করুণা উচ্ছ্বাসে, পূরিল আকাশ,
কাঁপিল অমরাবতী ,
মন্দাকিনীজলে, উঠিল লহরী,
বহিল দ্রবিতগতি।
অমর মণ্ডল, নীরব সকলি,
মনে পরমাদ গণি ;

শুনিলা অন্নদা, মেদিনী হইতে,
উঠেছে রোদন ধ্বনি।

৬

কোথা ভবরাণি, জগত জননি,
একবার মাতঃ দেখনা এসে ;
তোমার বিহনে, তোমার সংসার,
নয়নের জলে যায় মা ভেসে।
কোথা সে উল্লাস, কোথা সে উৎসব,
গিয়েছে সকলি আর কি হবে ?
আনন্দ বাজার, আঁধার নীরব,
শোকে অচেতন, আজিরে সবে !
দিনেশ মলিন, সুবায়ু বহে না,
সে রূপ স্বরূপ; নাইরে চাঁদে ;
বিষাদে বিলীন, আজি রে সকলি,
গগন মেদিনী, নীরবে কাঁদে
ঐ কুল ঙ্গনা, বসিয়া প্রাঙ্গনে,
কাঁদিছে নীরবে, ঢাকিয়া মুখ ;
বালক বালিকা, ধূলায় লুটায়,
বিষাদে পুড়িছে কোমল বুক।
শূন্য বঙ্গালয়, এঘোর যাতনা,
তাপিত হৃদয়ে সহে না আর ;

কোথা ভবরাণি, দেখ মা আসিয়া,
ঘুচাও জীবের যাতনাভার ।"

৭

সুগভীর রবে, বিলাপের ধ্বনি,
অম্বর ভেদিয়া উঠে ।
অকালজলদে, ঢাকিল গগন,
সঘনে তারকা ছুটে ।
দিগঙ্গনাদল, বিষাদে বিবশ,
নয়নে আসার বহে ;
কাঁপে বিশ্বধাম, স্তব্ধ সমীরণ,
চপলা অচলা রহে ।
কাঁদিলা অন্নদ, করুণারূপিনী,
অপাঙ্গে বহিল ধারা ;
ঢাকিল কালিমা, মুখসুধাকর,
মুদিলা নয়নতারা ।
অমর উৎসব, ফুরালো সকলি,
অদৈত্য অধীর অতি ;
সুরসুন্দরীর, করুণাবিলাপে,
ভরিল অমরাবতী ।
দিবসে তামসী, হলো মহাঘোর,
যেমন প্রলয়-ঝড়ে ;

আবার উঠিল, সেই বংশীধ্বনি,
গভীর করুণ স্বরে—

৮

"কোথা ভবরাণি, দেখ মা আসিয়া,
হাহাকার করি কাঁদিছে দেশ ;
দয়াময়ী তুমি, দেখিছ কেমনে,
জীবের এমন অসহ্য ক্লেশ ?
কোন্ পাপ ফলে, বাঙ্গালির ভালে,
লিখেছে বিধাতা এমন দুখ ;
নয়ন ভরিয়া, পাবনা দেখিতে,
তোমার কোমল, সস্নেহ মুখ ?
সুখসুধাকর, চির অস্তগত,
তুমি বাঙ্গালির, আশার তারা ।
কেন লুকাইলে, হায় রে অকালে ,
বসন্তে বহিছে বরষাধারা ।
মঙ্গলরূপিণী, পুণ্যময়ী তুমি,
অনন্ত সুকৃত চরণতলে ,
এস বঙ্গালয়ে, ঘুচাও যাতনা,
সকল কলুষ, চরণে দলে ।
কিম্বা দয়াহীনা, নিতান্তই যদি,
(ডুবিছে বঙ্গের সৌভাগ্যরবি)

এস একবার, প্রাণভরে হেরি,
অমর-বাসনা আনন্দচ্ছবি !
চরণে অঞ্জলি, দিব প্রাণ মন,
জীবন কলঙ্ক অবনীতলে ;
এস শান্তিময়ি, তোমারে লইয়া,
পশিব অনন্ত বিস্মৃতিজলে !"

কবির স্বপ্ন।

(লর্ড লিটনের শাসন কালে লিখিত।)

১

—হয়েছে বিষম নেশা, নয়নে নাহিক দিশা,
হা বিধাতঃ! আমায় আনিয়াছ কৈ ;
পথ ঘাট নাহি জানি, নাহি মাত্র জনপ্রাণী,
কাহারে শুধাই আর-কারেইবা কই।

২

চারিদিকে ঘোরারণ্য, পথ মাত্র নাহি অন্য,
আছে এক পথ সেও নরকের দ্বার ;
পিশাচ প্রেতিনী মিলি, করিছে বিকট কেলী
শ্মশানে পড়িয়া সব করে হাহাকার।

৩

নিদারুণ রে বিধাতা, জ্বলিছে অসংখ্য চিতা,
ধূঁয়াতে করেছে দশ দিক অন্ধকার ;
কি বিষম পুতিগন্ধ, ফেটে যায় নাশারন্ধ্,
প্রাণবায়ু হলো বন্ধ গিয়েছি এবার ।

৪

মরণের নাই বাকী, ভয়ে চক্ষু মুদে থাকি,
দানা দূত ভুতগুলি আইছে ধাইয়া ;
শকুনি গৃহিনী ঠাট, মারিতেছে পাখসাট,
এবার খাইবে বুঝি চক্ষু উপাড়িয়া ।

৫

ওকিরে বাপরে বাপ ! এ যে বড় কাল সাপ,
বিষের আগুন জ্বলে নয়ন জুড়িয়া ;
জিভ বাড়াইয়া আছে, থাকুক ধরিবে পাছে,
আগেই মারিবে ঐ আগুণে পুড়িয়া ।

৬

ডাকিনী খাইছে মড়া, রুধিরে ভাসিছে ধরা,
যোগিনী চাটিছে তারে চক্ চক্ চক্ ;
কি বিষম কোলাহল, নাহি আর অন্ন জল,
এত নহে নরলোক সাক্ষাৎ নরক ।

৭

'কোথা মাতা কোথা পিতা, এসময়ে রলে কোথা,
অকালে হারাই প্রাণ দেখিলে না আসি ;
এত ভাল বাসি যারে, এবার ছাড়িনু তারে,
হায় হায় হারাইনু কোথা সে প্রেয়সী।

৮

আবার আসিছে দূরে, মত্ত হস্তী ওটা কিরে,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে, কেড়ে নিবে প্রাণ ;
হইয়াছে ধর ধর, জগদীশ রক্ষা কর।
এত বলি ভয়ে কবি হারাইলা জ্ঞান।

৯

আবার চেতনা—"এ কি! চারি দিকে এ কি দেখি,
এত হাতী এত ঘোড়া, এমন বিভব।
এ দেখি প্রকাণ্ড কাণ্ড, এত বাদ্য এত ভাণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া এত কিসের উৎসব।

১০

কিসের উৎসব এটা, কেন এত আশা ছটা,
কেন এত করি ঘটা, নিশান উড়াও ;
হাতিতে শোয়ার করি, বলরে মাহুত মরি,
আবার আমারে আর কোথা লয়ে যাও ?

১১

ভাগিরথী কূলে কূলে কস্তুরী চন্দন ফুলে,
কেন সাজায়েছ ডালা পুজার বিধান ;
জাহাজ পিনেস যত, ছুটিতেছে অবিরত,
গাইয়া সুখের সারি, উড়ায়ে নিশান।

১২

দুর্গ মাঝে ওকি শুনি, হইতেছে তোপধ্বনি,
গুরুম্ গুরুম্ গুম্ বিষম আওয়াজ ;
যত রাক্ষসের চেলা, চতুরঙ্গে করে খেলা,
সঘনে ডাকিছে শিঙ্গা সাজ্ সাজ্ সাজ্।

১৩

নগর আলোকে হাসে, রাজপথে দুই পাশে,
বন্দীরা গাইছে গীত, হাজার হাজার ;
রামরম্ভা ফুলমালা সহর করেছে আলা,
বসেছে মঙ্গল-ঘট কাতারে কাতার।

১৪

উহুঃ কিরে পরিপাটি, চেয়ে দেখ রাজবাটী,
আকাশ পড়েছে ভেঙ্গে, মাটীর উপরে ;
কি বিচিত্র আয়োজন, রমণীয় সিংহাসন,
কহ ওরে লোকজন কোথা নেও ধরে ?

১৫

এযে দেখি ভোজবাজি, কপাল প্রসন্ন আজি,
তবে যে হলেম রাজা, আমি পৃথিবীর।
ভাবি যারে নিরবধি, সে ধন মিলালো বিধি,
যা হবার হয়ে গেছে বুদ্ধি করি স্থির।

১৬

ওহে মন্ত্রি এস এস, নিকটে ঘসিয়ে বসো,
গোটা কত কথা রসো, বলিহে তোমায়,
প্রজারে দেখাও ভীতি, এই মূল রাজনীতি,
সুশীল সচিব অতি, জান সমুদয়।

১৭

প্রজাগুলি রাজভক্ত, শোষ ধন শোষ রক্ত,
আমাদের উপযুক্ত, এইত সময়;
আতুরে দিও না ভিক্ষা, মূর্খেরে দিওনা শিক্ষা,
রাজ্যরক্ষা ধনরক্ষা, ইহাতেই হয়।

১৮

ডাক দেহ কোটোয়ালে, কি সকাল কি বিকালে,
নির্দ্দোষিরে পালে পালে করুক সংহার;
ইহাতে যে হবে রুষ্ট, সেই জন জেনো দুষ্ট,
মুষ্ট্যাঘাতে মুণ্ড গোটা ভেঙ্গে ফেলো তার।

১৯

যার ঘরে আছে ধন, তারে করে নিমন্ত্রণ,
আনহ সত্বর করি, রাজ-সভাতলে।
রাখ তারে কেশে ধরে, পাদ্য অর্ঘ দিলে পরে,
দাসত্বের জয়পত্র, বেঁধে দাও গলে!

২০

যে পেয়েছে কিছু জ্ঞান, বধরে তাহার প্রাণ,
কলঙ্ক না হয় যেন, সুকৌশল করে;
দেহ মদ দেহ গাজা, চাসার হইবে সাজা,
এমন আস্পর্দ্ধা কিছু, লেখা পড়া করে!

২১

রাজত্বের গুরু ভার, চিন্তার নাহিক পার,
করেছি অনেক চিন্তা, মাথা গেল ঘুরে;
কি সুখের দণ্ড ছত্র, এ সব কাগজ পত্র,
সেক্রেটারি ধর সহ, রেখে দাও দূরে।

২২

কোথারে বয়স্য ভাই, ত্বরা করি চল যাই,
সুসময়ে করি গিয়া অরণ্য-বিহার;
আশ পাশে নাই যুদ্ধ, অন্দর মহাল শুদ্ধ,
সাগর পর্ব্বতে সুখে, ভ্রমিব এবার!

২৩

ওকি রে বিষম শব্দ আকাশ পাতাল স্তব্ধ,
এবার করিবে জব্দ, শত্রু অগণন।
মুখে শব্দ মার মার, হানিতেছে হাতিয়ার,
চারিদিক অন্ধকার মেদিনী গগন।

২৪

সব হলো ছাই মাটী, কোথা সেই রাজবাটী,
কোথা সেই ছত্রদণ্ড, কোথা সিংহাসন?
কি বিষম রণক্ষেত্র, এ যে সেই কুরুক্ষেত্র,
দিবারাত্র দুই দলে, হইতেছে রণ।

২৫

আয়রে যবন বেটা, আজিকে ধরিবে কেটা,
করেছিস বড় ঘটা, বড় গণ্ডগোল,
প্রাণ যাবে পদাঘাতে, বেঁধে নিব পায়ে হাতে,
আজিকে পিঠের চামে, বানাইব ঢোল।

২৬

মার্ মার্ মার্ তবে, ঐ যে আসিছে সবে,
জয় জয় জয় রবে, শুনিতে না পারি;
সহসা হইল এ কি, রক্তে নদী বহে দেখি,
বিধাতা দিয়েছে ফাঁকি, অদৃষ্ট আমারি।

২৭

উহু উহু প্রাণ যায়, প্রহারিল কে আমায়,
কে ধরিবে হায় হায়, নাহি সৈন্যগণ।
যা হোক্ মরিনু ভাল, এইবার সার হলো,
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পাতন।

২৮

ক্ষমদেগো ভারতভূমি, সকলি দেখিলে তুমি,
বিধাতা লিখিলা দুঃখ অদৃষ্টে তোমার;
রাখিতে তোমার মান, সমরে দিলাম প্রাণ,
দুঃখ এই, না হইল তোমার উদ্ধার।

২৯

কে তুমি যমের দূত, এযে বড় অদ্ভুত,
মরার উপরে খাড়া ধর কি কারণে;
কেন দল পদতলে, কেন বাঁধ হাতে গলে,
কেননা সংহার ঐ তীক্ষ্ণ প্রহরণে?

৩০

কি বিকট অন্ধকারে, ফেলে গেলি আজি মোরে,
আত্মহত্যা করিবারো, নাহি অবসর।
শোনরে পামর মতি; আজি মোর এ মিনতি,
অনলে ফেলিয়া মোরে ভস্মসাৎ কর।

৩১

ওরে মহম্মদগোরি, ছেড়ে দে বন্ধনদড়ি,
সামান্য মানব আমি, শত্রু বটি তব।
শোনরে যবনরাজ, আমি নই পৃথ্বীরাজ,
আমারে বধিলে আর কি হবে গৌরব ?

৩২

উহুঃ উহুঃ হায় হায়, পিপাসায় প্রাণ যায়,
সর্ব্বাঙ্গে বহিছে তায়, রুধিরের ধার ;
হাদেগো ভারতভূমি, সকলি দেখিলে তুমি,
বিধাতা লিখিলা দুঃখ অদৃষ্টে তোমার।

৩৩

কোথা চন্দ্র সূর্য্য দুটী, দেবতা তেত্রিশ কোটী,
নয়ন মেলিয়া সবে কর দরশন।
মিছে আর কেন ডাকি, এই ভাবে পড়ে থাকি, ।"
এত বলি পুনঃ কবি ঘুমে অচেতন।

৩৪

নয়ন মেলিয়া—"হায়! আইলাম এ কোথায়,
চারিদিকে সব শূন্য, নাহি জনপ্রাণী ;
নাহি মাত্র জলবিন্দু, অপার বালুকাসিন্ধু,
এ দারুণ মরুভূমে কি হবে না জানি !

৩৫

ধক্ ধক্ চারিদিকে, জ্বলে অনলের শিখে,
নাহি সয় নাকে চোকে, নাহি দিক্ জ্ঞান ;
এবার গিয়েছে আয়ু, এই যে বিষাক্ত বায়ু,
আসিছে পশ্চাতে হায় গন্ধে নিবে প্রাণ।

৩৬

অবসান হলে বেলা আসিবে যমের চেলা,
ভীষণ কেশরীগুলা, ভ্রূকুটী করিয়া ;
ঐ তার পদচিহ্ন, পথ মাত্র নাহি অন্য,
নখে করি ছিন্ন ভিন্ন, খাইবে ধরিয়া।

৩৭

ধিক্ স্বদেশে মমতা, কোন্ ছার স্বাধীনতা,
কি কাজ রাজত্ব-সুখ-আকাশ-কুসুমে।
কেন করিলাম যুদ্ধ, মরিলাম সব শুদ্ধ,
কেন বন্দী ? কেন শেষে মরি মরুভূমে।

৩৮

সকলি ভোজের বাজি, আপনি দুঃখের সাজ
সাজায়েছি, এত দুঃখ লেখা ছিল ভালে,
বিপাকে মরিনু একা, একবার দাও দেখা।
স্নেহ সরলতা মাখা অয়ী রাজবালে।

৩৯

কোথা সেই ভালবাসা, সেই সুখ সেই আশা,
কোথা সে বিধুবদন, স্বর্গের প্রকাশ ;
নিদারুণ বিধাতারে, আর না দেখিব তাঁরে,
আর না ঘটিবে সেই, সুখ সহবাস।

৪০

কোথায় কাশ্মীর ভূমি, যেখানে প্রেয়সি তুমি,
করেছ কুসুমোৎসব, গোলাপের ফুলে ,
ধন রত্নে করি তুচ্ছ, রাশি রাশি ফুল গুচ্ছ,
ছড়ায়েছ অঙ্গে রঙ্গে, দুই হাতে তুলে।

৪১

কোথা সেই রাজপুরী, সিংহাসন উচ্চঃ মরি,
কোথা মোর প্রাণেশ্বরী, কোথা রাজবালে ;
নিয়ত বসায়ে কক্ষে, রাখিয়াছ চক্ষে চক্ষে,
ধরিয়াছ যারে বক্ষে, সে মরে অকালে।

৪২

সহসা কি দেখি হায়, মোর প্রানে কেন ধায়,
ওগুলি রাক্ষস কিবা পিশাচের দল ;
লোহার কিরীট মাথে, শূল অসি দুই হাতে,
উটের উপরে চড়ি ছুটিছে কেবল।

৪৩

দস্যু এরা সর্ব্বনাশ! আমারে করিয়ে দাস,
বিদেশে করিবে বিক্রী, বুঝেছি এখন;
আমি রাজ পুত্র নই, ধন রাজ্য চাই কৈ?
তবে কেন এ বালাই!” পুনঃ অচেতন।

৪৪

ঘুমে কবি ঢল-ঢল, লুকাইল রাজবালা,
মরমের যত জ্বালা, হলো তিরোহিত
স্বপ্ন পারানিয়া মাসী, নীরবে শিয়রে বসি,
বাজায়ে মোহন বাঁশি গাইলেন গীত।

৪৫

“—আয় চাঁদ হেসে হেসে, ভাত দিব ভালবেসে
যাদুর কপালে এসে বসে কর খেলা।
যাদু মোর ঘুম যায়, চোক্ তুলে নাহি চায়,
এই ভাবে পড়ে রবে, তিন প’র বেলা।

৪৬

আকাশ পাতাল নদি, আয় লো দেখিবি যদি,
হাতে লয়ে ক্ষীর দধি নাগরী সাজিয়ে;
আয় নালো জাতিযুথি, কুন্দ মাধবি মালতি,
কবির নিকটে দিব; কল্পনার বিয়ে!—”

৪৬

"কল্পনা" মধুর কথা, কবির হৃদয়ে গাঁথা,
নয়ন মেলিয়া কবি, চারি দিকে চায় ;
চাঁদের নাহি সে জ্যোতি, নাহি সেই জাতি যুথি,
চারিদিকে ঘনঘটা, দেখিবারে পায়।

৪৮

অপার জলধি জলে, সামান্য তরণী চলে,
তার মাঝে বসে কবি, (নাহি পরিচয়) ;
ভাবে কবি মনে মনে, হলো বুঝি এত দিনে ;
শ্রীমন্তের সিন্ধু যাত্রা পুনঃ অভিনয়।

৪৯

"ত্বরা করি বাও ডিঙ্গা, বাজাও বাজাও শিঙ্গা,
চলেছি প্রবাসে আমি, অনেক যতনে ;
শ্বেত দ্বীপে শ্বেতভুজা, করিয়া তাঁহার পূজা,
ভরিব এবার তরী অনন্ত রতনে।

৫০

উত্তরে ডাকিল মেঘ, কর্ণধার চেয়ে দেখ্,
এ কি রে ঝটিকা বায়ু, বহিল ভীষণ ;
কি করিব কোথা যাব, কি করিয়ে কূল পাব,
আর যে শুনিতে নারি তরঙ্গ-গর্জ্জন।

৫১

সাবধানে ধরো হাল, হইয়াছে বে সামাল;
এই যে ডুবিল তরী, এই গেল প্রাণ;
হায় হায় সর্ব্বনাশ, হইতেছে রুদ্ধ শ্বাস।"
এত বলি হ'লা কবি আবার অজ্ঞান।

৫২

চেতনা পাইয়া কবি, দেখিলা নূতন ছবি,
সে এক নূতন সৃষ্টি, সকলি নূতন,
পড়িয়া নদীর কূলে অনাবৃত ভূমিতলে,
কুতুহলে চারিদিকে ফিরায় নয়ন।

৫৩

প্রকাণ্ড নগর এক, গগনে দিয়েছে ঠেক,
কত সৌধ কত ঘটা, না যায় গণন;
মধ্যে বহে স্রোতস্বতী, (জাহাজের গতাগতি)।
অধোতে সুরঙ্গ সেতু ঊর্দ্ধে সুশোভন।

৫৪

"—নীরবে শিয়রে বসে, কে তুমি এমন বেশে,
দেহ দেবি পরিচয়, সত্বরে আমায়;
কেন এত ভাল বাস, কে তোমার এই দাস,
কহ মাতঃ কেন তুমি, এসেছ হেথায়?—"

৫৫

দেবী কণ—"শোন বাছা, এ তোর বয়স কাঁচা;
এসেছিস শ্বেতদ্বীপে তেঁই বড় ভয়,
হেথা দুষ্ট সরস্বতী, ফিরায় সাধুর মতি,
ঐন্দ্রজালিকের এই, রাজ্যরে নিশ্চয়!

৫৬

এ দেশে আইল যারা, সকলি ভুলিল তারা,
দুনয়নে বহে ধারা, স্মরিতে সে সব;
কত অঞ্চলের নিধি, হরিয়া নিয়েছে বিধি,
কত যে গৌরব মোর, হয়েছে রৌরব!

৫৭

তাই বলি বাছাধন করেছিস প্রাণপণ,
কৃতী হয়ে ফিরে বাছা আয়রে ভবনে;
যত ইচ্ছা বড় হও, চিরজীবী হয়ে রও,
জননী বলিয়া তোর, থাকে যেন মনে!

৫৮

কাজ কিরে পরিচয়ে এই হীন বেশ লয়ে,
এদেশে দেখাব মুখ কোন্ লাজে আর;
যাই তবে যাই আমি, সাবধানে থেকো তুমি,
আমি সে ভারত বটি জননী তোমার।—"

৫৯

এত বলি আচম্বিত, হইলেন তিরোহিত,
কবির শিয়র হতে ভারত জননী,
ভারতের নাম মাত্রে বহিল কবির গাত্রে,
শোকের শোণিত কবি জাগিলা অমনি।

৬০

ভাবে কবি "হলো একি আর বার একি দেখি,
এযে সেই ভগ্নগৃহ, কোথা সে সকল ?
কেন হেন বিড়ম্বনা, অনর্থক এ যাতনা ?
ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা হউক সফল।—"

মাঘ-মহোৎসব।

বোধন।

১

কে তুমি দাঁড়ায়ে ওই হৃদয়-দুয়ারে,
মধুর মধুর স্বরে
ডাকিছ এমন করে
শুনায়ে মধুর বাণী প্রাণের ভিতরে,
মন্ত্রমুগ্ধ-প্রায় যেন করিলে আমারে ?

২

অবশ অবশ প্রাণ জাগেনা কখনি ;
আঁধারে মুদিয়া আঁখি,
দিবানিশি পড়ে থাকি,
মৃত্যুর ছায়ায় ঢাকা নিরখি অবনী,
নিরাশার শোক কথা অনুদিন শুনি ;

৩

অযুত অরুণ সম তোমার প্রকাশ ;
অন্ধকার গেল মুছে,
মোহনিদ্রা গেল ঘুচে,
চিদাকাশে বহিতেছে মলয় বাতাস
মৃত প্রাণে খেলে কত আশার উচ্ছ্বাস ।

৪

কে তুমি ? চিনেছি তুমি জগৎ জননী ,
নহিলে এমন ক'রে,
আজি এ পাপীর ঘরে,
কে আসিত বিনে সেই করুণা-রূপিণী ;
কে শুনা'ত এত কথা মৃত-সঞ্জীবনী ?

৫

অতুল অপরাজিত প্রেমের আধার ;
এমন এমন স্নেহ,

আরত জানেনা কেহ,
বিনা সেই প্রেমময়ী জননী আমার ;
পাপী ব'লে এত স্নেহ আর আছে কার ?

৬

কি কহিছ ? কোথা যাবো বলমা আমারে ;
ওই প্রেমমুখ হেরে,
প্রাণ যে কেমন করে,
বাঁধেনা বাঁধেনা মন ধূলার সংসারে ;
বল মা কোথায় লয়ে যাইবে আমারে ?

৭

আহা কি মধুর দৃশ্য অঙ্গুলি সংক্কেতে
দেখা'লে আনন্দময়ি,
সুখ-ধাম বটে ওই,
ওই তো যথার্থ স্বর্গ বটে পৃথিবীতে ।
বিলম্ব সহেনা প্রাণে আর তথা যেতে ।

৮

একাকী যাবনা মাগো ঐ সুখস্থানে ;
তোমার সন্তান যত ,
রয়েছে আমার মত ;
নিয়ে যাব তা সবারে, মিলে প্রাণে প্রাণে,
তোমার মঙ্গল নাম গাবো একতানে ।

৯

কোথা আছ ভাই বোন্, এস গো আমার,
আনন্দ-নগরে যাবো,
আনন্দে মগন হবো,
ভুলিব পাপের জ্বালা হৃদয়ের ভার ;
ঐ শোন ডাকিছেন জননি আমার।

১০

ডাকিছেন প্রেমময়ী জননী আমার ;
দিন মাস সম্বৎসরে,
কত পাপ বারে বারে
করিয়াছি মোরা সবে সীমা নাহি তার,
তবুও মায়ের স্নেহ অপার অপার।

১১

আসিতেছে মহোৎসব সম্বৎসর পরে ;
বনের বিহঙ্গ প্রায়,
ভাই বোন্ সমুদায়,
কত দূরে দূরে আছি দেশ দেশান্তরে
এস আজ যাই সবে আনন্দ-নগরে !

১২

হেরিয়া ঊষার আলো ধরণী উপরে,
বিহঙ্গ আকাশে ধায়,

কলকণ্ঠে গীত গায় ;
আমরাও চল যাই আনন্দ নগরে,
আনন্দময়ীর নাম গাই সমস্বরে।

সম্মিলন।

অবনীর অলঙ্কার, কার সাধ্য বর্ণিবার,
ধন্য ধন্য আনন্দ-নগর।
নন্দন কানন সম, ইহলোকে অনুপম,
যার যশে ব্যাপ্ত চরাচর॥
প্রতিদিন প্রতিক্ষণে, লয়ে পুত্র কন্যাগণে,
আনন্দময়ীর যথা রঙ্গ।
নাহি আত্ম পরজ্ঞান, জাতিভেদ অভিমান,
প্রবাহিত প্রেমের তরঙ্গ॥
ভাবেতে বিবশ প্রায়, এ উহার মুখে চায়,
ধারা বহে নয়ন যুগলে
সশরীরে স্বর্গবাসী, আনন্দ নগরবাসী,
জন্ম কারো না যায় বিফলে।
যত সব নরনারী, বসিয়াছে সারি সারি,
করিতেছে পুণ্যের প্রসঙ্গ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি জ্ঞান, এমন সুখের স্থান,
কোন ক্রমে নাহি দেয় ভঙ্গ।

মিলে যত ভগ্নী ভ্রাতা, যেন ফুল্ল তরুলতা
পবিত্রতা খেলিছে আননে।
যোগানন্দে মগ্ন হয়ে, কর্ম্মানন্দ রস পিয়ে,
মত্ত সবে মাতৃ গুণ গানে ॥
সেই সুমধুর ধ্বনি, দেবতা গন্ধর্ব্ব শুনি
ধরাতলে দিতেছে মেলানি।
আকাশে তারকা হাসে, জলে পুষ্প পরকাশে,
উল্লাসেতে নাচিছে ধরণী ॥
সেই শুভ সমাচার, বায়ু বহে অনিবার,
কলকণ্ঠে বিহঙ্গম গায়।
কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া, শুভ সমাচার দিয়া,
হেলে পড়ে এ উহার গায় ॥
নাহি তথা অত্যাচার, নাহি মাত্র হাহাকার,
যে যাহার আছে মন সুখে।
বায়সে পায়স খায়, মার্জ্জার কুক্কুর তায়,
সম্ভাষণ করে হাস্যমুখে ॥
সে আনন্দ নিকেতনে, মায়ের আদেশ মেনে,
দয়া সদা মূর্ত্তিমতী হয়ে।
যেই রূপ ধনী জনে, সেই রূপ দীন হীনে,
তুষিছেন এক অঙ্কে লয়ে ॥

আলস্য কি অহঙ্কার, বিসম্বাদ ব্যভিচার,
কপটতা কেহ নাহি জানে।
নাহি দুঃখ নাহি পাপ, নাহি শোক নাহি তাপ,
হিংসা দেশ নাই সেই স্থানে।।
সবে যথা কর্ম্মশীল, এক দণ্ড এক তিল,
বিফলেতে না করে কর্ত্তন।
আবাল বনিতা যত, পর উপকারে রত,
জীবসেবা মোক্ষের সাধন।।
নানা শাস্ত্র নানা ভাষা, কি আচার্য্য কিবা চাষা,
সমভাবে করে আলোচনা।
বিজ্ঞান দর্শন যত, সকলের হস্তগত,
ব্রহ্মবিদ্যা সকলেরি জানা।।
সেই স্থানে স্বাধীনতা, বনের বিহঙ্গ যথা,
যথা ইচ্ছা করে বিচরণ।
ক্রীতদাস হও তুমি, পরশিলে সেই ভূমি,
হবে তব দাসত্ব মোচন।।
কি বা ধনী কি দরিদ্র, কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র,
ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদ নাই।
কিবা হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ কিম্বা খৃষ্টিয়ান,
নর নারী সমান সবাই।।

মায়ের সন্তান যেই, মায়ের পূজক সেই
মাতৃধনে সম অধিকারী।
হয়েছে মহেন্দ্রযোগ, ভূতলে স্বর্গের ভোগ,
কি আনন্দ যাই বলিহারি!
রসাল বকুল তলে, কুরঙ্গ কুরঙ্গী খেলে,
শিরোপরে কোকিল কাকলি।
শীতল পবন ভরে, পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে,
রঙ্গে ভৃঙ্গ করিতেছে কেলি॥
যে যায় আনন্দপুরে, তার মন আশ পুরে,
কভু ফিরে আসিতে না চায়!
সেই আনন্দের লাগি, পঞ্চভূত অনুরাগী,
তরঙ্গিণী তরঙ্গ উধায়॥
এ হেন আনন্দ ধাম, শ্রবণেতে যার নাম,
পুলকে পূর্ণিত তনু মন।
ক্ষণেক বঞ্চিলে তায়, পাপীষ্ঠের পাপ যায়,
দরশনে সফল জীবন॥
প্রেমানন্দ সকাতরে, এই অভিলাষ করে,
আনন্দ নগরে করি বাস।
করিব মায়ের ধ্যান, জীবগণে প্রেমদান,
পূর্ণ হবে আশার পিয়াস॥

বন্দনা।

জয় ব্রহ্ম সনাতন, জগজ্জন জীবন,
জগত বন্দন হে,
তুমি পূর্ণ পরাৎপর, পরম পুরুষ,
পতিত-পাবন হে।
বিশ্বভুবনপতি, তোমার আদেশ লয়ে;
কোটী সূর্য্য কোটী পথে ধায়;
দেব মানব দলে, তোমার চরণ সেবে,
কোটি কণ্ঠে তব গুণ গায়
(জয়) অনন্ত জ্ঞানাধার, কারণ-কারণ,
অপরূপ মহিমা তোমার;
আদি কবি তুমি, তোমার রচনা হেরি,
পুলকে নয়নে বহে ধার।
দারিদ্র্য ভঞ্জন, দুঃখ নিবারণ,
দীনবন্ধু দয়ার অবতার;
তোমার করুণা বারি, রোগ শোক পাপহারী,
ভবার্ণবে তুমি কর্ণধার॥
(তুমি) সেবক ভয়হারী, সিদ্ধি দাত পিতা,
জয় শিব মঙ্গল আলয়;
তব কৃপা সার করি, তোমার পতাক ধরি,
সহজে জগৎ করি জয়।

প্রেমের মূরতি, প্রাণরমণ তুমি,
প্রিয়তম পরশরতন ;
তোমার পরশে নাথ, সংশয় দুঃখ যত,
নাহি রহে করে পলায়ন ।।
(ওহে) সত্য সুন্দর তুমি, অরূপ রূপ তোমার,
অতুলনা ভুবনমোহন ।
ভকত হৃদয়াকাশে, শান্তি সুধাকর,
পরকাশ অযুত কিরণ ।
সেই তব সুবিমল, প্রেম মুখ জ্যোতিঃ,
চিত্ত চকোর সদা চাহে ;
অধম সন্তানগণে, দেখাও দেখাও পিত,
নিজ গুণে কর কৃপা হে ।।
ধন জন যৌবন, তোমারি প্রসাদ সব,
বল বুদ্ধি দেহ মন প্রাণ ।
আশীষ কর পিতঃ, তব পদে রাখি মতি,
তোমাতেই করি সমাধান ।।

বিনোদ ও মালতী।

"সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।"

১

গভীর বিষাদে উহুঃ সদা প্রাণ দহিছে।
পাষাণের প্রাণ তাই এত জ্বালা সহিছে।
মরমে কাটিয়া বুঝি শত খণ্ড হয়েছি,
আশার কুহকে শুধু আজও বেঁচে রয়েছি।
স্নেহের নিকুঞ্জ যারে এত করে পুষিলাম,
হৃদয়-শোণিত দিয়ে কত করে তুষিলাম;
এমন সুন্দর যারে হেরিয়াছি নয়নে,
তিলেক ছাড়িনি যারে জাগ্রতে কি স্বপনে,
জীবনের সার ধন পরাণের পুতলি,
স্মরিতে যে রূপ উঠে মন প্রাণ উথলি।
আদরে নিকটে বসে কত কথা কয়েছি,
মধুর আলাপে সুখে ডগ মগ হয়েছি;
আদর করিয়া তার কত নাম রেখেছি,
সোহাগে আকুল হয়ে কত নামে ডেকেছি।

দণ্ডে দণ্ডে কত তারে বক্ষোপরে লয়েছি,
করতালি দিয়া দিয়া কত যে নাচায়েছি ;
সে কণ্ঠের গীত ধ্বনি শুনিয়াছি যখনি,
সশরীরে স্বর্গ ভোগ করিয়াছি তখনি।
কোন্ ব্যাধ নিদারুণ সে বিহঙ্গে হরিল।
জীবন-কানন মম অন্ধকার করিল !

২

শিশু কাল হতে দোঁহে এক হতে চেয়েছি,
একি সরোবর জলে এক ঘাটে নেয়েছি,
একই বাগানে গিয়ে এক ফুল তুলেছি,
মালা গেঁথে গলে দিয়ে রূপ দেখে ভুলেছি।
এক পাঠশালে গিয়ে এক পাঠ পড়েছি,
এক সুখে হাসিয়াছি, এক শোকে মরেছি ;
এক চিন্তা এক আশা মনে আর হৃদয়ে,
এককালে এক ভাবে পুষিয়াছি উভয়ে ;
এক বৃন্তে দুটী ফুল এক সঙ্গে ফুটিবে,
আশা ছিল কত আহা, পরিমল ছুটিবে।
সমাজ শ্বাপদ ক্রুর পাষাণের নখেতে,
ফুল দুটী ছিঁড়ে নিল অফুটন্ত থাকিতে !
অকালে কুসুম দুটী পদতলে দলিয়া,
ছিন্ন ভিন্ন করে গেল ধূলি মাঝে ফেলিয়া।

ভাগ্যের বাতাসে পুনঃ ফুল দুটী মিলিল,
জীবনের গত দুঃখ আর বার ভুলিল।
ভাবিনু বিচ্ছেদ শোক আর বুঝি হবেনা,
বিনোদ মালতী আর কভু দূরে রবেনা।
হায়রে! স্বপ্নের মত যদিও বা পাইলাম;
না জানি কি পাপ ফলে আবার হারাইলাম!

৩

স্বহস্তে ফেলিতে পারি হৃদয় উপাড়িয়া,
বাঁচিতে পারিনে তবু মালতীরে ছাড়িয়া।
মালতীর সেই প্রেম কি করিয়া ভুলিব?
গভীর প্রাণের দাগ কি করিয়া তুলিব!
"বিনোদ মালতী" কথা কবিতায় লিখেছি,
"বিনোদিনী" বলে তারে অনুদিন ডেকেছি;
"মালতী বিনোদ" কথা গাথা হয়ে রয়েছে,
"মালতী বিনোদ" গীত প্রেমিকেরা গেয়েছে;
"বিনোদ মালতী" কথা শিখেছিল ময়না,
নিয়ত সে তাই বলে আর কিছু কয় না।
কে বুঝিবে মালতীরে কত ভাল বাসিরে,
মালতীর তরে আসি হবো বনবাসীরে।
দেখিব সে মালতীরে পাই কিনা পাইরে,
অথবা মালতী বুঝি ধরাতলে নাই রে।

তা না হলে অভাগারে কেন মনে করে না,
'পাগলিনী হয়ে এসে ছুটে কেন ধরে না ?
না জানি কি পাপ রাহু কোথা হতে আইল,
আকাশ ছাড়িয়া শশী কোথারে লুকাইল !

অথবা আমারি ভ্রম, স্বপনেতে ভুলেছি,
আকাশের ফুলরাশি দুই হাতে তুলেছি !
মালতী মায়ার খেলা, প্রেম কি তা জানে না,
আমারি অবোধ প্রাণ ঐ কথা মানে না !
অভাগী বাঙ্গালী-মেয়ে প্রেম কিসে জানিবে,
পঙ্কিল সুন্দর-বনে মন্দার কে আনিবে ?
যে দেশে অবলা জাতি পশুদের মতনো,
পুরুষের পদসেবে, নাহি পায় যতনো ;
যে দেশের পরিণয় প্রণয়েতে হয় না,
পতি পত্নী ভালবেসে কারো নাম লয় না ;
যে দেশে নারীর জন্ম খাটিতে আর রাঁধিতে;
প্রিয় শোকে পারে না কো মুখ ফুটে কাঁদিতে !
সে দেশে জনম যার প্রেম কি সে জানিবে,
বেতবনে পারিজাত কে কেমনে আনিবে ?
বুঝেছি নারীর প্রেম স্থির নাহি রয়রে,
প্রবঞ্চক মরুভূমি, মরীচিকা ময়রে !

তবে কেন দূর হতে ছায়া দেখে ভুলিলাম,
আকাশের গায়, এত অট্টালিকা তুলিলাম ?
তা হলে ভালই হলো, ভাল শিক্ষা পেয়েছি,
হৃদয় মানে না কেন ? ভাল দায় ঠেকেছি !

৫

তবে কেন নিরাশায় পাগলিনী হইয়া,
বনে বনে কেঁদেছিল বিনোদের লাগিয়া।
তবে কেন এতদিন প্রতিজ্ঞা ভুলিল না,
রাজরাণী হতেছিল, হয়েও তা হলো না।
বিনোদের ছবি খানি কেন তবে রেখেছে,
স্বহস্তে "মালতী" নাম কেন নীচে লেখেছে ?
বিনোদে পাবেনা বলে, নিশিতে লুকাইয়া,
ভীষণ পদ্মার জলে পড়েছিল ঝাঁপিয়া ?
তা নয়—কখনি নয়, মরীচিতে ভুলিনি,
অবোধ শিশুর মত সাপ লয়ে খেলিনি ;
প্রেমের তুলিতে বিধি অবলায় এঁকেছে,
"বিশ্বাস" কথাটি তার হৃদয়েতে লেখেছে।
বুঝেছি অদৃষ্ট দোষে আমার সে হলো না,
অবলার প্রাণ কভু নাহি জানে ছল না।
মালতীর ভালবাসা পর্ব্বতের মতনো ;
কোটী বজ্রপাতে তাহা ভাঙ্গিবে না কখনো ;

বেঁধেছি পর্ব্বত-মূলে এ জীবন-তরণী ;
ছিঁড়িবেনা এই বাঁধ ডুবিবনা কখনি।
বহুক বিপদ ঝড় নাহি কিছু ভয়রে,
মালতীর প্রেম কভু টলিবার নয়রে।

৬

কত ভাল বাসিতেম মালতী তা বুঝেনি,
অভাগার প্রেমে তাই ভাল করে মজেনি,
কেবলি কি মালতীরে প্রাণে পুরে রেখেছি,
কেবলি কি ঐ রূপ ধরাময় দেখেছি ;
চোকের উপরে তার কত ক্রটী হয়েছে,
কত লোক কত মত কত কথা কয়েছে ,
তিলেক সন্দেহ তারে কভু যদি করেছি,
কাফর হইয়া দুখে বুক ফেটে মরেছি।
তবু তারে মরমের সেই দুঃখ কইনি,
সন্দেহ এলেও প্রাণে সন্ধানটী লইনি ;
মালতীর প্রেমে দ্বিধা কভু হতে পারেনা,
এই বলে আপনারে করিয়াছি তাড়না ;
"উঠে যে পবিত্র জল গিরিবক্ষ হইতে,
নিয়তই পড়ে তাহ সাগরের বক্ষেতে ;
চাতকিনী মরিলেও কূপ-জল খাবে না,
মালতী বিনোদে ছেড়ে আর কোথা যাবেনা।

দিক্ যন্ত্র না বিকেলে করে নাকো ছলনা ?
মালতীর কোন দোষ কেউ কানে বলোনা।"
এই কথা বলে লোকে রাখিয়াছি নীরবে,
কত ভাল ব নিতেম মালতী কি বুঝিবে !

৭

ইতর পল্লীতে যথা গোশালার নিকটে,
সিউলী ফুলের গাছ থাকে অতি সঙ্কটে ;
বার মাসে এক মাসো ফুল তাতে আসে না,
ফুল সাজে সেফালিকা কোন দিনো হাসেনা ;
গোময় গোমূত্র আর আবর্জ্জনা রাখিয়,
সেফালীর চারিদিক রাখে সদা ঢাকিয়া।
কেবল শরৎকালে প্রাতঃ সমীরণেতে,
এক বিন্দু শান্তি দেয় সেফালীর প্রাণেতে ;
কখনো যদিবা হাসে দুটী ফুল ধরিয়া,
ধুলাতে শুকায় ফুল সারাদিন পড়িয়া।
তেমতী মালতী ছিল ইতরের ভবনে,
সুখের বাতাস কভু লাগে নাই পরাণে,
অধীনতা অত্যাচারে মরমেতে মরিয়া,
পিশাচের সঙ্গে ছিল প্রেতভূমে পড়িয়া।
যদিবা স্বভাব গুণে হাসিয়াছে কখনি,
কি অমৃত আছে তাতে পিশাচেরা দেখেনি ;

তার সেই হাসি আমি কুড়াইয়া লয়েছি,
মালা গেঁথে কত সাধে হৃদয়েতে পরেছি ,
ফুটে আছে হাসি ফুল যেমন তা ফুটিত,
ছুটিছে সুগন্ধ তার, তখন যা ছুটিত !

৮

মালতিরে, ও মালতি, পড়েনাকি মনেতে ?—
সেই যে বসেছি যেয়ে অশোকের বনেতে ;
সাজায়েছি তোরে কত অশোকের ফুলেতে,
দেখিয়াছি তোর রূপ সরোবর জলেতে ;
রূপের পিয়াসে পোড়া চোকে পাতা পড়েনি,
ভাবের আবেগে পোড়া মুখে কথা সরেনি ;
মনে কি পড়েনা কথা, দেখ্ মনে ভাবিয়া,
মাথার উপরে বসে ডাকিয়াছে পাপিয়া ;
"চোক গেল" বলে পাখী যতবার ডেকেছে,
দেখিয়াছি—ততবার তোর প্রাণে লেগেছে ;
রাগ করে বলেছিস—"আমাদের সুখেতে,
পাপীষ্ঠ হিংসুক পাখী মরে দেখ দুঃখেতে ;
প্রেমের সোহাগ ওর চোকে বুঝি সয়না,
'চোক গেল' বলে ডাকে, আর কিছু কয়না !"
এখন বুঝেছি পাখী কেন হেন ডাকিত,
অশোক পাতায় কেন লুকাইয়া থাকিত !

নিরাশ প্রেমের জ্বালা যার প্রাণে রয়রে,
কেঁদে কেঁদে দুনয়ন তারি অন্ধ হয়রে ;
"চোক গেল" বলে পাখী জানাইত বেদনা,
অভাগা যে ভাল করে কাঁদিতেও পারিনা ।

৯

বুঝেছি বুঝেছি আমি বুঝেছি এখন রে,
নিরাশ-প্রেমের জ্বালা গভীর কেমন রে ।
বুঝেছি দামিনী কেন আত্মহত্যা করিল,
বুঝেছি সুরেশ কেন পাপে ডুবে মরিল ;
এ জীবনে একবার প্রাণ যারে চায় রে,
বাঁচে কি মানুষ যদি সে ধনে না পায় রে ?
অভাগা সুরেশ আহা দামিনী হারাইয়া,
পথে পথে কেঁদেছিল উন্মত্ত হইয়া ,
নিবা'তে প্রাণের জ্বালা, সেই শোক ভুলিতে,
তরল অনল স্রোতে গিয়াছিল ডুবিতে ,
মাতাল পাপীষ্ঠ হয়ে কত পাপ করেছে ।
পশুদের অত্যাচারে দামিনীও মরেছে ।।
পাপীষ্ঠ সমাজ যারে "আত্মঘাতী" করিছে,
"অপরাধী" বলে পুনঃ তারি কেশে ধরিছে ।
থাকুক পাপীষ্ঠ দেশ "ধন মান লইয়া,
বনে বনে বেড়াইব প্রেম-যোগী হইয়া ;

স্বাধীন বনের পশু পাখী যথা পাইব,
স্বাধীন প্রেমের গীত সেই খানে গাইব,
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা বিধাতারে ডাকিব
মালতীর স্মৃতি লয়ে অনুদিন থাকিব।

সুখের শরৎ।

১

আইল শরৎ, পরিল জগৎ,
মরকত-হার গলে।
গগনে তারকা, বনে সেফালিকা,
কুমুদ ফুটিল জলে।
পূর্ণিমার চাঁদ, এমনি সুছাঁদ,
কসিত কনকথালা;
ক্ষরিতেছে সুধা, হরিতেছে ক্ষুধা,
ধরার ঘুচিল জ্বালা।
বিধুবিলাসিনী, নিশি সুহাসিনী,
লইয়া বরণডালা।
পেয়ে প্রাণপতি, বরে রসবতী,
যেমতি যুবতী বালা।

সুখের মিলনে, প্রেমআলাপনে,
আনন্দসাগরে ভাসে,
দেখিয়া প্রকৃতি, হরষিতা অতি,
লাবণ্য ঢালিয়া হাসে।
মৃদুল বাতাসে, ভুবন আকাশে,
আতর ছিঁটায় কত;
মাতিয়া সৌরভে, নাচিতেছে সবে,
স্থাবর জঙ্গম যত।
সে রস নিরখি, যতেক জোনাকী,
থাকিয়া থাকিয়া জ্বলে;
"আমার মতন, রূপসী এমন,
কে আছে?" গরবে বলে।

২

পোহাইল রাতি, বিহঙ্গম পাঁতি,
উল্লাসে আকাশে ধাইল;
ভ্রমরের দল, আমোদে বিহ্বল,
উষার কুন্তল ছাইল।
সরসে নলিনী, রসিকা রমণী,
দেখে—দিনমণি আইল;
নব অনুরাগে, কাঁদিয়া সোহাগে,
পূর্ব্বভাগে চাইল।

যত পুরবালা, হাতে লয়ে থালা,
ফুটিল কুসুমচয়নে;
উড়ে পড়ে কেশ, আলু থালু বেশ,
ঘুমের আবেশ নয়নে
ভাবে চল চল, হাসে খল খল,
অমল কোমল বালিকা।
তুলে নানা ফুল, পরে কাণে দুল,
গাঁথিয়া চিকন মালিকা।
শ্রমেতে বিবশ, পথিক অলস,
ধীরে ধীরে পথে চলিল;
কি জানি ভাবিয়া, নীরবে কাঁদিয়া,
নয়নসলিলে গলিল।
অতি দীন হীন, করঙ্গ কৌপিণ,
লয়ে উদাসীন আইল,
—উঠ নন্দলাল—বলিয়া অমনি,
প্রভাত-সঙ্গীত গাইল।

৩

ফুরাইল বেলা, প্রদীপমেখলা,
পরিয়া যামিনী আসে;
পড়িয়া প্রমাদে, কমলিনী কাঁদে,
কুমুদী দেখিয়া হাসে।

যত ভ্রমর চলিল বাসে।
লইয়া কলসী, ষোড়শী রূপসী,
সরসে সিনানে চলে ;
মৃদু হাসি হাসি, অমৃতের রাশি,
ঢালিল সরসীজলে ;
যেন মুকুরে মুকুতা ঝলে !
অমর নিবাসে, আনন্দ উল্লাসে,
যতেক অমরবালা ;
নানা আভরণে, সিঁদুরলেপনে,
সাজা'ল গগনথালা ;
তাতে বাঁধিল ফুলের মালা।
বাজাইয়া বেণু, খেদাইয়া ধেনু,
গোপাল চলিল ঘরে ;
মন্দিরে মন্দিরে, মৃদুল গম্ভীরে,
ভকত কীর্ত্তন করে ;
সবে প্রেমেতে ঢলিয়া পড়ে !
আকাশে চাহিয়া, করতালি দিয়া,
বালক নাচিছে রসে ;
নয়ন নিছনি, তারকা অমনি,
ভূতলে পড়িছে খসে ;
তারা অধীর মানের বশে ,

শরতের শোভ, মুনিমনোলোভা,
(যাতে) কবির মানস ভোলে,
চল রাজবালা, সুখে করি খেলা,
বসিয়ে নদীর কূলে;
মালা গাঁথিব মালতীফুলে।

৪

হ্লাদে! চল চল যাই, বেড়িয়া বেড়াই,
ঐ যমুনার তটে;
আজ, চাঁদের নাচনি, দেখিব স্বজনি,
বিমল জলের পটে।
এখন, না আছে বাদল, মেঘের কোঁদল,
নদীর মলিন মুখ;
দেখ, সময় পাইয়া, রূপের গরবে,
ফুলিয়া উঠেছে বুক।
সুখে, ভাঁটার জলে, দলে দলে,
তরণী দিতেছে সারি;
বসে, বাহক সবে, বাঁশির রবে,
গাইছে সুখের সারি।
দেখবো, নদীর কোলে, তেমনি দোলে,
সোণার বরণ রাতি;

যেমনি, উঠিতে বসিতে, তোমার গলে,
ঝলসে হীরার পাঁতি।
মরি! কত বিহঙ্গ, করিছে রঙ্গ,
নামিয়ে শীতল জলে;
তারা, করিতেছে গান, ধরিতেছে তান,
শুনিয়া পাষাণ গলে।
চল, যাই সহচরি, এ সুখ সময়ে,
বসিয়ে কদম্বমূলে।
আজ আপনা ভুলিয়া, মনসুখে গীত,
গাইব হৃদয় খুলে।

কমলে কামিনী।

(উদ্ভ্রান্ত প্রেম)

১

একি অপরূপরূপ কমলে কামিনী!
ঘোরতর অমানিশা,
নয়নে নাহিক দিশ,
ক্ষণে হাসে ক্ষণপ্রভা ভ্রান্তি-বিলাসিনী;
এ সময়ে কি দেখি! কমলে কামিনী?

২

সতত সঙ্গিনী ঐ কমল-বাসিনী ;
জীবন-সরসী-জলে,
হৃদি শতদলদলে,
বিরাজে বিমল মূর্ত্তি—স্থির সৌদামিনী—
নয়নের তারা ঐ কমলে কামিনী !

৩

ঐ রূপ; দেখি যবে নিশীথে স্বপন,
হাতে পাই চন্দ্র তারা,
—ভাবমদে মাতোয়ারা—
নয়নে আনন্দ-ধারা হয় বরষণ ;
কমলে কামিনীরূপ নিরখি তখন।

৪

যখন প্রদোষশেষে বিজন পুলিনে,
শুনি দূর বংশীগান,
বিলুপ্ত হয়েছে জ্ঞান,
আলুথালু মন প্রাণ রসের প্লাবনে ,
তখনি ও রূপ আমি দেখেছি নয়নে।

৫

দেখিয়াছি, মধুমাসে পোহালে যামিনী,
প্রফুল্ল কুসুমমাঝে,

সজ্জিত কুসুম-সাজে,
দেখিয়াছি, বনদেবী-বন-সুশোভিনী,
অনন্তরূপিনী ঐ কমলে কামিনী।

৬

দেখিয়াছি ঐ মুখ পদ্মরাগ মণি,
বিমল বিনোদ ভরা,
উল্লাসে নেচেছে ধরা;
করতালি দিয়া দিয়া নেচেছি আপনি;
গাইয়াছি "ঐ মোর কমলে কামিনী!"

৭

মায়ার মূরতি ঐ কমলে কামিনী,
কভু অন্নপূর্ণা সতী,
কভু রমা রূপবতী,
কভু উগ্রচণ্ডা ভীমা কভু উন্মাদিনী,
অনন্তরূপিণী ঐ কমলে কামিনী।

৮

সাহিত্য-কাননে ঐ বাণী বীণাপাণি,
মরুভূমে স্বর্ণলতা,
শান্তির কুসুমযুতা,
উৎসব-নন্দন-বাসে শচী-সোহাগিনী,
প্রেম যমুনার কূলে রাধা কলঙ্কিনী।

৯

দুঃখের সাগরে যবে আকুল পরাণি,
নিরাশার ঝড় বহে,
কার সাধ্য আর সহে,
চিন্তার তরঙ্গ বেগ ? কি হবে না জানি !
তখনি নিরখি ঐ কমলে কামিনী !

১০

বেঁধেছে মানস-করী মৃণালে কামিনী !
নাহি কেউ সাক্ষী তার,
আমি দেখি অনিবার,
জাগ্রতে স্বপনে সম দিবস যামিনী,
প্রবাস-সাগরে ঐ কমলে কামিনী !

১১

হৃদয়-পুতলি ঐ কমলে কামিনী !
জীবনের যাত্রাশেষে,
কৃতান্ত ধরিলে কেশে,
হৃদয়ে করিব ধ্যান প্রেমমুখখানি,
দেখিব মসানে ঐ কমলে কামিনী !

ভারতকলঙ্ক।

——নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈল দানম্।——

১

নিশীথে নিদ্রিত ধরা নিসর্গ নীরব ;
জীবমাত্র অচেতন, নাহি হাস্য বিলাপন,
অস্তমিত প্রকৃতির আনন্দ উৎসব।

২

অন্ধকার করিতেছে হুহুঙ্কার ধ্বনি ;
পশিল কবির কানে, অন্য কেউ নাহি শোনে,
শয়ন ত্যজিয়া কবি উঠিলা অমনি।

৩

নাহি নিদ্রা খুলে গেল চিত্তের দুয়ার ;
চিন্তার বাতাস বহে, (আর কি সুস্থির রহে ?)
ভাবের তরঙ্গ রঙ্গ উঠিল তাহার।

৪

বিষম কণ্টক শয্যা ! ছুটিলা বাহিরে,
আবেগে আকুল কবি, ভাবনা বিশীর্ণচ্ছবি,
বসিলেন গিয়া শুষ্ক ব্রহ্মপুত্র-তীরে।

১৫

পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে যুবা দুই জন,
ভঙ্গ দিয়া পুণ্যকামে, হেলিল দক্ষিণে বামে,
সহসা রাক্ষস এক আইল ভীষণ !

১৬

বিষম বিকট মূর্ত্তি দেখে উড়ে প্রাণ !
অন্তরে পাইয়া ভয়, কহিলা যুবক দ্বয়,
"এ ঘোর সঙ্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ !"

১৭

হাসিয়া রাক্ষস কহে, "দিলেম অভয় ;
মম অনুগত হবে, চিরদিন সুখে রবে,
লভিবে বিপুল কীর্ত্তি বসুন্ধরা ময়।"

১৮

প্রণত হইয়া তবে কহে যুবা দ্বয়—
"ওপদে রাখিব ভক্তি, ঐ বটে গতি মুক্তি,
করুণ আদেশ প্রভু যেবা মনে লয়।"

১৯

এত কহি যুবা এক মত্ত ধনমদে,
অঞ্জলী পুরিয়া ধন, ব্যগ্র হয়ে আর জন,
অশ্রুরাশি সমর্পিলা রাক্ষসের পদে।

২০

চতুর রাক্ষস সেই ধরি এক জনে
পরাইলা দিব্য বস্ত্র, হ্যাট কোট অস্ত্র শস্ত্র,
দাসখত লিখাইয়া লইলা যতনে।

২১

দাসত্বের জয়পত্র বাঁধিয়া ললাটে,
মত্ত হয়ে অভিমানে, চাহিয়া আকাশ পানে
বক্রগ্রীবা করিযুবা চলিলা দাপটে।

২২

আর জনে সম্বোধিয়া কহিলা রাক্ষস—
"এস এস ত্বরা করি, আর নাহি সহে দেরি,
এখনি পুরাব আমি তোমার মানস।"

২৩

এত বলি হাতে দিয়া পিত্তলের অসি,
পরাইলা শিরস্ত্রাণ, বাড়াইলা বড় মান,
উজ্জ্বল নক্ষত্র-চিহ্ন বাঁধিলা শিরসি।

২৪

রাক্ষস কহিলা "তুমি বড় সুখে রবে;
সভা স্থলে দণ্ডধার, ভোজনেতে সূপকার,
মৃগয়াতে বাহন, এ সব মম হবে

২৫

এ সব দেখিয়া কবি ধিক্ ধিক্ স্বরে,
যুবক যে ছিল সঙ্গে, হেলে পড়ে তার অঙ্গে,
ঘৃণা লজ্জা ক্রোধে তার শরীর শিহরে।

২৬

যুবারে কহিলা কবি দেখ "কি দুর্দ্দশা;
ঠিক পথে চলো ভাই, না হইলে রক্ষা নাই"
অমনি রাক্ষস তথা আইল সহসা।

২৭

বিষম হুঙ্কারে তার কাঁপিল মেদিনী;
যুবারে ধরিয়া কেশে, উড়াইলা দূর দেশে,
হতজ্ঞান হয়ে কবি পড়িলা অবনী।

২৮

চেতনা পাইয়া কবি চারি দিকে চায়;
না দেখে রাক্ষসে আর, সাহস হইল তার;
সঙ্গের যুবকে শেষে দেখিবারে পায়।

২৯

শুধাইলা কবি "কহ কি হলো ঘটন?
গিয়েছিনু এইবার, দেখা নাহি হতো আর
ভাগ্যে যে বাঁচিনু ছিল বিধির লিখন!"

৩০

যুবা কহে "রাক্ষসের বড় অত্যাচার ;
ধন রত্ন যত ছিল, আগে তাহা হরে নিল,
অন্ন বিনা আমাদের প্রাণে বাঁচা ভার।"

৩১

"আমারে কহিলা দুষ্ট কর্কশ বচনে,
'আমার এ অধিকার, তবু এত অহঙ্কার,
রাজদ্রোহি, আজি তোরে বধিব পরাণে।"

৩২

"এত কহি ফেলে দিলা গর্ত্তের মাঝারে ;
বড় কষ্টে বেঁচে আছি, নাহি মাত্র কেশ গাছি,
ভাঙ্গিয়াছে হস্ত পদ বিষম আছাড়ে।"

৩৩

"যা হোক্ কীর্ত্তির পুরী হয়েছে নিকট,
দ্রুত পদে চল যাই, আর কিন্তু রক্ষা নাই,
দেখে যদি পুনঃ সেই রাক্ষস বিকট!"

৩৪

উঠিয়া যুবার সঙ্গে কবি দ্রুত ধায় ;
সিদ্ধ হতে মনোরথ, ভ্রমি বহু দূর পথ,
উজ্জ্বল আলোক রাশি দেখিবারে পায়।

(পাঠান্তর)

চাহিয়া সম্মুখ ভাগে, কবির চমক লাগে,
অদূরে দেখিলা পুরী শোভার আলয় ;
বিধাতা নির্ম্মিত ঘর, যোজনৈক পরিসর,
এমন সুচারু কারু দিব্য দীপ্তিময় !
প্রকাণ্ড মন্দির সেই, উচ্চতার সীমা নেই,
প্রশস্ত পতাকা তার ঠেকেছে গগনে ;
কি করিবে নাহি জানে চাহিয়া আকাশ পানে,
অমনি লাগিল ধাঁদা কবির নয়নে ।
পাষাণে গঠিত দ্বার, খোলে তাহা সাধ্য কার,
বহু কাল রুদ্ধ যেন হেন মনে লয় ;
সম্মুখে অরণ্য ঘোর, দেহে মাত্র নাই জোর,
দেখিয়া কবির মনে উপজিল ভয় ।
আছে সেই দরজায়, ভুর্জত্বচ লেখা তায়,
সে বড় দুঃখের কথা লোহিত অক্ষরে ;'
পড়িতে লাগিলা কবি, শোকাকুল মুখচ্ছবি,
যত পড়ে তত তার শরীর শিহরে ।
"—কীর্ত্তির মন্দির এই, পশে কারো সাধ্য নেই,
প্রাণ পণে যে না করে সুকৃতি সঞ্চয় ;
পৃথিবীর পূজ্য যাঁরা, এখানে আসেন তাঁরা,
দেবের দুর্ল্লভ ইহা জানিও নিশ্চয় ।

বিশ্বামিত্র কি বশিষ্ট,　　তত্ত্বজ্ঞানী তপোনিষ্ঠ,
দধীচি গৌতম আদি আছেন এখানে ;
বাল্মীকী বেদব্যাস,　　ভবভূতি কালিদাস,
মর্ত্ত্যেতে অমর যাঁরা কাব্যসুধা পানে।
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী জনা,　　সীতা দময়ন্তী খনা,
সতী সাধ্বী গুণবতী ভুবন বাখানে ;
ইক্ষ্বাকু মান্ধাতা বলী,　　ভার্গব সৌমিত্রী বলী,
ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন বসেন সম্মানে।
অবশেষে পৃথ্বিরাজ,　　ভারতের রাখি লাজ,
আইলা কীর্ত্তির ঘরে আর কেহ নাই ;
গিয়েছে সে সব দিন,　　আর্য্যাবর্ত্ত হলো ক্ষীণ,
কুপুত্র কুলের কালী মায়ের বালাই।
ভারত-সন্তান আর,　　এ ঘোর কলঙ্ক-ভার,
বহিবে মস্তকে কত জানেন বিধাতা।
আর্য্যাবর্ত্তে নাই ধর্ম্ম,　　তপ যপ ক্রিয়া কর্ম্ম,
শৌর্য্য বীর্য্য দান ধ্যান প্রীতি পবিত্রতা।
সকলি প্রমাদে মত্ত,　　রাজনীতি রাজতন্ত্র,
দাসত্বের অভিনয়, আর কিছু নয় ;
যত কাব্য উপন্যাস,　　বিজাতির উপহাস,
বিদেশীয় পদচিহ্নে পূর্ণ সমুদয়।

হে ভীরু ভারত-সুত, অশেষ কলঙ্কযুত,
কীর্ত্তির মন্দিরে যেতে তথাপি চঞ্চল।
কলের শকটে চড়, কলের বসন পর,
কলের পুতুল তুমি আপনি বিকল !
নাহি গুণ নাহি জ্ঞান, তেজ বীর্য্য অভিমান,
নাহি ধর্ম্ম নাহি কর্ম্ম লুপ্ত সমুদয় ;
তোমাদের কর্ম্ম দোষে, জগত কলঙ্ক ঘোষে,
ধর্ম্মক্ষেত্র পাপ তাপ দুঃখের আলয় !
দাসত্ব করিতে জন্ম, দাসত্ব তোদের ধর্ম্ম,
বিজাতির পদসেবা কর্ত্তব্য তোদের ;
ক্রুর লিপি বিধাতার, অন্য দোষ দিব কার,
অভাগিনী ভারতের অদৃষ্টের ফের।"

(পাঠান্তর)

পাঠ অন্তে দুঃখের লিখন,
ক্ষোভে যুবা মলিন বদন,
অধোমুখে মনোদুঃখে ধীরে ফিরে করিলা গমন।
যুবার দেখিয়া এই দশা,
ভাবে কবি—"নাহিক ভরসা,
এত দিনে ফুরাইল মনে মনে যত ছিল আশা।"
হেন কালে দিক উজলিয়া,
সুরধনী সহসা আসিয়া,

ঋষিবে কহেন বাণী বিধুমুখে মধু বরষিয়া ;
"—স্বভাবের শিশু তুমি কবি,
শোকাকুল তেঁই মুখচ্ছবি,
চির-অস্তাচলগত ভারতের গৌরবের রবি।
মর্ম্মব্যথা কব কি তোমায়,
নাহি জানি কি কাল নিদ্রায়,
সোণার ভারত ভূমি অচেতন আছে মৃত প্রায়।
ঐ দেখ কীর্ত্তির মন্দির,
চেয়ে দেখ গঠন রুচির,
ভারতের ভোগ্য ইহা পূজনীয় বটে পৃথিবীর ;
কিন্তু হায় দেখ কি দুর্দ্দশা !
ভারতের হয়ে ভগ্নদশা,
বহুকাল কীর্ত্তিগৃহে ভারতীর নাহি যাওয়া আসা।
শত শত বর্ষাধিক গত,
আর্য্যাবর্ত্ত রয়েছে নিদ্রিত,
নাহি জানি কোন্ মন্ত্রে কত কালে হইবে জাগ্রত !
আশা আছে আর্য্যের শোণিত,
যেই ক্ষেত্রে হয়েছে রোপিত,
অনুর্ব্বর সেই ভূমি চিরকাল নহে কদাচিৎ।
চিন কিনা চিন কবি তুমি,
ভারতের রাজলক্ষ্মী আমি,

জননী ভারতবর্ষ "স্বর্গাদপি গরীয়সী" তুমি !
ভারতের আছিল যখন
স্বাধীনতা (অমূল্য রতন !)
বড় সুখে পুণ্যভূমে বহুকাল ছিলাম সুজন।
সুপবিত্র সরযুর তীরে,
(স্মরি যবে ভাসি নেত্র-নীরে !)
আছিল অযোধ্যা পুরী শত রত্ন ঝলসিত শিরে !
অবনীতে অবন্তী সুঠাম,
ধন রত্ন বিক্রমের ধাম,
দিগন্তবিশ্রুত যার অতুলিত সুবিপুল নাম !
পুণ্যবতী ভাগিরথী তটে,
চিত্রলেখা যথা চিত্রপটে,
আছিল পাটলী-পুত্র ধরা যার সুযশ প্রকটে !
কালিন্দীর কণ্ঠের ভূষণ,
ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহ-নিকেতন,
এ সব আমার ছিল যতনের সুখের ভবন।
আর্য্যাবর্ত্ত হলো বলহীন,
নাই সেই অযোধ্যা উজ্জিন।
মগধ মালব আদি পরভোগ্য সব পরাধীন !
বিজাতির ক্রুর অত্যাচারে ;
ভারত গিয়েছে ছারে খারে।

কে আছে সুজন আর মর্ম্মব্যথা কব আর কারে ?
যত কিছু বিধিবিড়ম্বন ;
কর্ম্মক্ষেত্র কঠিন এমন,
যত দিন থাকে, মোরা সমস্বরে করিব রোদন।
ভারতের ঘুচিবে দুর্গতি।
বিধাতার বিধান সুমতি,
অশ্রুজলে এ সংসারে আশালতা হয় ফলবতী।
এস এস এস কবিবর !"
এত বলি প্রসারিয়া কর,
কবিরে দিলেন দেবী দীপ্তিময় বাঁশরি সুন্দর।
হাতে দিয়া করুণার বাঁশি,
কহিলেন রমা সে রূপসী ;
"—শিখাইব যেই গীত গাও তুমি অশ্রুজলে ভাসি।
নগেন্দ্রের শিখরে, শিখরে,
আরবলী বিন্ধ্যগিরিশিরে,
গাইবে এ গীত তুমি নীলগিরি গভীর কন্দরে।
ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু ভাগিরথী,
নর্ম্মদা কাবেরী সরস্বতী,
গোদাবরী কূলে কূলে কহ এই দুঃখের ভারতী !"
এত বলি কবিরে ধরিয়া,
কানে কানে দিলা শিখাইয়া ;

কাঁদিতে লাগিলা কবি নেত্রজলে বক্ষ ভাসাইয়া !
সে গীত গাইতে কবিবর,
শোক দুঃখে কম্পিত অধর।
কবির দেখিয়া দশা লুকাইলা দেবী অতঃপর।

নিশীথ-চিন্তা।

১

ঘোরতর অমানিশা, গভীরা রজনী,
নীরবে শিয়রে বসে চিন্তা সহচরী ;
দিকদশ একাকার, স্তম্ভিতা মেদিনী।
বসিলাম এ সময় শয্যা পরিহরি।

২

না বাজে কর্ম্মের ঢোল ভবহাটে আর,
নাহি উঠে হাস্য আর ক্রন্দনের ঢেউ ;
সুষুপ্তি জীবের করে শ্রান্তির সংহার,
আমি ভিন্ন বুঝি আর নাহি জাগে কেউ ?

৩

কেন জাগি ? স্বভাবের হেন বিপর্য্যয়,
কেন করি ? আমিওতো মানব-সন্তান ;
সহস্র সহস্র নর যেই পথে রয়,
ভ্রান্তিবলে কেন তারে করি অভিমান ?

৪

কে বলে মানুষ এই দেহের অধীন ?
কোথা থাকে দেহ আর কোথায় চেতন,
ভাবের সাগরে মন হইলে বিলীন ?
পাসরি সংসার আরো পাসরি আপন !

৫

চলেছে দক্ষিণ মুখে অচল-নন্দিনী,
কেবল শুনিতে পাই কল কল রব ;
সাগরসঙ্গম আশে হয়ে পাগলিনী,
প্রস্তর বিটপি লতা ভাসাইয়া সব।

৬

অনুরাগ অনিবার্য্য অস্থির চঞ্চল,
লজ্জা ভয়ে সঙ্কুচিত কভু নাহি হয় ;
বাধা বিঘ্ন ঘটে যত ততই প্রবল,
বাসনার তৃপ্তি ভিন্ন শান্তমাত্র নয়।

৭

এইত দক্ষিণ-বায়ু বহিছে প্রবল,
আলু থালু নাচিতেছে নীরদার হিয়া ;
বেলাভূমে প্রহারিছে তরঙ্গ সকল,
হীনবল হয়ে শেষে যেতেছে ফিরিয়া।

৮

এই রূপ প্রতিকূল অবস্থার ঝড়ে,
দুঃখীর অন্তরে উঠে রোদনের ঢেউ ;
অবিরত মর্ম্মস্থল প্রপীড়িত করে,
এইরূপ অন্ধকারে নাহি দেখে কেউ !

৯

এইত সম্মুখে কাল অনন্ত আকাশ,
সমীরণ ভরে যেন মন্দ মন্দ দোলে ;
আমার নয়নে করে আশার প্রকাশ,
"অনন্ত !" ভাবিয়া ভাসি আনন্দ হিল্লোলে।

১০

একটী নক্ষত্র নাহি বিতরে কিরণ,
কেবল মেঘের কোলে সৌদামিনী হাসে।
কিন্তু কত সূর্য্য কত গ্রহ অগণন,
আমার মানস-নেত্রে এ সময়ে ভাসে !

১১

কত সৌরজগৎ আবর্ত্তপথ-গামী,
ঘূরিতেছে কালচক্রে রহিয়া রহিয়া ;
কতশত উপপ্লব দেখিতেছি আমি,
কত যুগযুগান্তর যেতেছে বহিয়া।

১২

ঐত শোভিছে দূরে ভবিষ্যতদ্বার,
সামান্য নরের যাহে দৃষ্টিবোধ হয়;
জীবের অদৃষ্টচক্র অন্তরে যাহার,
ঘুরিছে বিদ্যুৎবেগে ক্ষণ স্থির নয়।

১৩

কতজীব বহু ক্লেশে পরিধি বাহিয়া,
একবার উঠিতেছে, পড়ে আরবার,
কেহ দাঁড়াইয়া আছে বাহু প্রসারিয়া,
নেমির আঘাতে ভাঙে মস্তক কাহার।

১৪

এই চক্রছিদ্র-পথে অন্তিম নিবাসে,
যেতে হবে, যথা আছে অনন্ত বিভব;
দিব্য দৃষ্টিপথে যাহা কেবল প্রকাশে,
আহা! এই দিব্য চক্ষু দেবের দুর্লভ।

১৫

যে বলেছে সপ্ত স্বর্গ—কল্পনা অসার—
হয় নাই বুঝি সেই এই পথগামী;
তিন লোকে তৃপ্ত সেই, স্থূল বুদ্ধি যার,
অনন্ত অনন্ত লোক দেখিতেছি আমি!

১৬

অসংখ্য অসংখ্য জীব ঐ পথে ধায়,
অল্পমাত্র কিন্তু তার হয় অগ্রসর ;
ভ্রম বশে কেহ শুধু ভ্রমিয়া বেড়ায়,
কেহবা বসিয়া রচে কল্পনার ঘর।

১৭

কিন্তু যাঁরা বহুশ্রমে বহুদূর গত,
অবিরত তাঁহাদের সহাস্য বদন ;
চলেছেন বলীয়ান বিজয়ীর মত,
"মাভৈ। মাভৈ!" রবে কাঁপায়ে ভুবন।

ভারত-বিদুষী।

১

অকাল-কুসুম সম কে তুমি রমণি,
হীনপ্রভ হিন্দুকুল করিলে উজ্জ্বল ;
কেগো তুমি পুণ্যবতি, সীতা শচী কিবা সতী
ছাড়িয়া অমরাবতী আইলে অবনী ?
গভীর তমস মধ্যে যেন সৌদামিনী।

২

জনমিলে অন্যদেশে এহেন রমণী,
কাব্য ইতিহাসে গুণ কবিত কীর্ত্তন ;
ভাস্কর আসিত কত, চিত্রকর শত শত,
গড়িত, চিত্রিত মূর্ত্তি করিয়া যতন ;
নগরে নগরে শেষে করিত স্থাপন।

৩

কোথা রাখি ভারতের দরিদ্র ভাণ্ডারে
এ রতন ? মর্ম্মব্যথা কারে আর বলি ?
ইন্দ্রপ্রস্থ অযোধ্যায়, অবন্তী কি মথুরায়,
যথা যাই, ভস্মময় নিরখি সকলি !
কোথা রাখি এসুন্দর কনকপুতলি ?

৪

ইচ্ছা হয় সঙ্গে লয়ে এ অমূল্য নিধি,
অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গেতে করিয়া ভ্রমণ,
নির্ব্বোধ ভারতজনে, দেখাইয়া এরতনে,
কহি কথা গোটা কত মনের মতন ;
অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গেতে করিয়া ভ্রমণ।

৫

"—পাপীষ্ঠ ভারতবাসি সে নয়ে সকলে—
অন্ধকার খনিগর্ভে মণির মতন ;

ভারতের ঘরে ঘরে, দেখরে বিরাজ করে,
এই রূপ শত শত রমণীরতন,
কুক্ষণে তোদের তাতে নাহিরে যতন!

৬

কিন্তু যতদিন রবে এই মহাপাপ,
—রমণীর অপমান—ভারতভবনে;
ভারতের দুঃখ যত, রবে জগতের গত,
কোন দিন না ঘুচিবে বিধাতার শাপ?
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দগ্ধ হবে হুতাশনে।

৭

অনাদরে অত্যাচারে জনম অবধি,
দলিত কুসুম সম ভারত-রমণী;
নিষ্ঠুর পুরুষ জাতি, স্বার্থপর পাপমতি,
নাহি শুনে অবলার দুঃখের কাহিনী;
চির বিষাদের মূর্ত্তি ভারত-রমণী!

৮

অশিক্ষায় কুশিক্ষায় জ্ঞানধর্ম্মহীন,
সমাজের গলগ্রহ ভারত-ললনা;
গৃহে যার অন্ধকার, গৃহে যার হাহাকার,
তার গৃহে শান্তি কিসে হইবে বলনা?
ভারত-সৌভাগ্য কথা অসার কল্পনা!।

৯

যে দেশে নারীর সত্ত্ব দেবদত্ত দান,
উপেক্ষিত পদাহত কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রায় ;
পিঞ্জরে বিহঙ্গ প্রায়, নারী পরমুখে চায়,
জনম-দাসত্ব যথা জননী শিখায় ;
সেই দেশে বীর-ধর্ম্ম পাইবে কোথায় ?

১০

পুরুষ রমণী দুই প্রকৃতি সুন্দর,
সম্মিলনে করে দেব-ভাবের উদয় ;
একজন পদতলে, অন্যজনে যদি দলে,
প্রীতি পবিত্রতা সুখ সব পায় লয় ;
ভারতে হতেছে ঘোর প্রেত-অভিনয় ! !

১১

কোথায় সাবিত্রী সীতা লীলাবতী খনা,
কোথা সে কমলাবতী পদ্মিনী কোথায় ?
কে হরিল এসকলে, যাদের পুণ্যের বলে
ভারত পূজিত নিত্য হইত ধরায় ,
স্মরিতে সুখের দিন বুক ফেটে যায় ।

১২

ভারত-সন্তান যত মনুষ্যত্বহীন,
মোহ-নিদ্রাবশে হয়ে আছে অচেতন ;

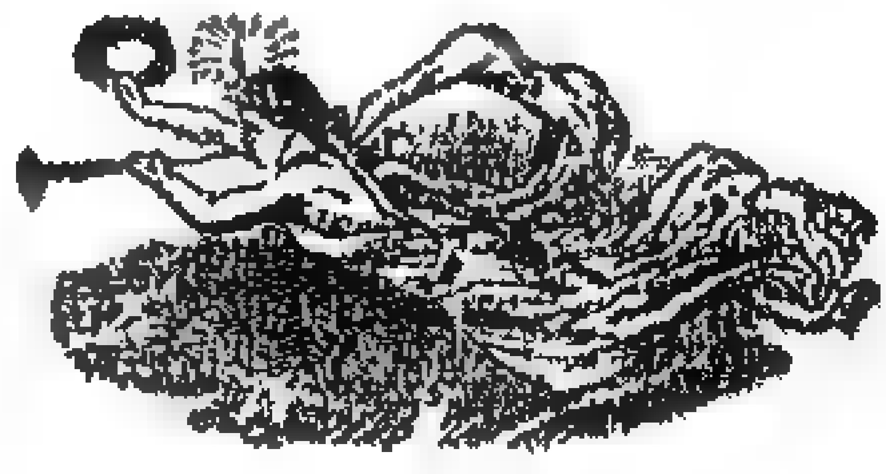
লক্ষ্মী সরস্বতী দোঁহে, আসিবেনা এই গৃহে,
অবলা জাগা'তে যদি না কর যতন,
ভারত রহিবে চির কলঙ্কে মগন।

১৩

এস তবে, এস এস এস গুণবতি,
মধুর কবিতা শত, কলকণ্ঠে অবিরত,
ভারতবাসীরে তুমি শুনাও যেমতি;
সঙ্গে সঙ্গে কহ এই দুঃখের ভারতী।

১৪

যাও তবে রমণীকুলের শিরোমণি।
যাও হৈমগিরিমূলে, ভাগিরথী কূলে কূলে,
কহ ভারতের এই কলঙ্ক-কাহিনী;
কহে যথা বধূসখী বনবিহঙ্গিনী।



আমাদের সমাজ।

১

কাননের বৃক্ষ আর প্রান্তরের লতা,
একত্র করিল মালী যারে পেল যথা ;
ভালবেসে জল দিল আলি চারি পাশে,
সুন্দর বাগান খানি ফুল ফুটে হাসে,
ফলভরে বৃক্ষ লতা গড়াগড়ি যায়,
একটী মরিলে যাই আরটী শুকায়
কাহারে ছাড়িয়া কারো নাহি বাঁচে প্রাণ,
আমাদের সমাজটী মালীর বাগান।

২

সামান্য জোনাকী মোরা অল্প আলো রাখি,
একাকী থাকিলে যেন অন্ধকারে থাকি ;
ক্ষণে নিবি ক্ষণে জ্বলি ঘুরিয়া বেড়াই,
অনলে পড়িয়া কভু পরাণ হারাই ;
ভাই বোন্ মিলে যদি হই এক দল,
আকাশের তারা যেন করি ঝলমল ;
আঁধারে আলোক পেয়ে সুখে করি খেলা,
আমাদের সমাজটী জোনাকির মেলা।

■

রজনী প্রভাত হলে ফুটে কত ফুল,
মধুলোভে উড়ে পাড় ভ্রমরের কুল ;
লইয়া ফুলের মধু যায় তারা ঘরে,
নিজে খায় যত, তত খেতে দেয় পরে ;
স্ত্রী পুরুষ দোঁহে করে সম পরিশ্রম,
সুখ দুঃখে কেহ বেশী কেহ নহে কম ;
চাকে বসে ডাকে তারা সুমধুর রবে,
কাটায় যামিনী কত আনন্দ উৎসবে ,
আবার প্রভাত হলে উড়ে ঝাঁকে ঝাঁক
আমাদের সমাজটী মৌমাছির চাক।

■

কতগুলি নদ নদী পর্ব্বত ছাড়িয়া,
সাগর উদ্দেশে সবে চলেছে ধাইয়া।
কত দূরে যেয়ে এক নিম্ন ভূমি পায়,
সকলে আসিয়া সেথা মিশেগুশে যায়।
এক সঙ্গে নানা রঙ্গে আরো বেগে ধায়,
আনন্দ লহরী উঠি দুকুল ভাসায়।
অদূরে সাগর-শোভা কিবা অনুপম,
আমাদের সমাজটী সুখের সঙ্গম।

৫

মিলেছে অপূর্ব্ব হাট চক্ষু মেলে দেখ,
রমণী পুরুষ আসি মিলেছে অনেক।
এ এক রাজার রাজ্য শুনে লাগে ভয়,
দেখিবি মানুষ বিক্রী এইখানে হয়;
বিনা মূলে কিন বলে বোন্ আর ভাই,
এমন আশ্চর্য্য কিন্তু আর দেখি নাই।
আপনারে বিকাইতে না পারে যেজন,
গালে হাত দিয়ে বসে করে সে রোদন!
পৃথিবীতে কোথা আছে হেন চমৎকার
আমাদের সমাজটী প্রেমের বাজার।

৬

আছিল প্রান্তর মাঝে শূন্য এক খাত,
স্বর্গ হতে অকস্মাৎ হলো বৃষ্টিপাত।
ভরিল সে খাত হলো রম্য সরোবর,
ফুটিল তাহাতে ভক্তি-পদ্ম মনোহর;
মোরা যত ক্ষুদ্র হংস বেড়িয়া বেড়াই,
পিপাসা হইলে কভু জলবিন্দু খাই;
কমলের তলে আছে মৃণালের রস,
যে ডুবে সে খায় হয় রসনা বিবশ;

প্রেমের তরঙ্গে রঙ্গে ভাসে নিরন্তর,
আমাদের সমাজটী শান্তি-সরোবর।

বিবাহ-সঙ্কট।

১

বিবাহ করিবে বন্ধু,—সুখের সংবাদ,
সুখ দুঃখ—পরিণাম জানেন বিধাতা,
আমার হয়েছে কিন্তু বিষম বিষাদ,
শুনেছি যখন তব উদ্বাহ-বারতা!

২

উদ্বাহ-বারতা তব শুনেছি যখন,
ঝরিয়াছে অশ্রুবিন্দু এ পোড়া নয়নে,
সেই জলবিন্দু মধ্যে দেখেছি তখন,
তোমার মলিন মুখ মানস-নয়নে!

৩

কেন এ বিষাদ, আর কেন পোড়ে প্রাণ?
তোমার লাগিয়া আমি বড় দুঃখভাগী,
ভেবে দেখ বন্ধু তুমি নহ অল্পজ্ঞান,
অকালে সাজিলে তুমি গৃহী কি বৈরাগী!

৪

আশায় দিয়েছ ছাই বন্ধুরে আমার,
ঐ হাসি ঐ স্ফূর্ত্তি গিয়েছে সকল ;
ঐ যে উৎসাহ তব দেখিব না আর,
এই ভাবনায় আমি হতেছি বিকল।

৫

ঐ বিষ-মন্ত্র কেরে শুনাইল কানে !
কোন্ যাদুকর তোমা করিয়াছে বশ ?
কে বাঁধিল কহ তোমা এ হেন সন্ধানে ?
আছিল তোমার চিত্ত অমূল্য পরশ,

৬

আছিল তোমার চিত্ত অমূল্য পরশ,
কে বাঁধিল আজি তারে এ লৌহ শৃঙ্খলে ?
কোন্ মূঢ় স্বার্থপর পাপ পরবশ,
মিশাইল কালকূট মন্দাকিনী-জলে !

৭

স্বদেশানুরাগ তব অমর-বাঞ্ছিত,
তেজস্বী মনস্বী তুমি গৌরবের ধাম ;
সামান্ত লালসা-পদে হইলে লাঞ্ছিত,
এত অভিমান, শেষে এই পরিণাম !!

৮

আছিলে দ্বিপদ বন্ধু পেলে চারিপদ,
দুর্ব্বল বাঙ্গালি তুমি চলিতে অক্ষম ;
আপনি ডাকিয়া স্কন্ধে লইলে বিপদ,
যতনের দেহরক্ষা হলো পণ্ডশ্রম !

৯

এত বিদ্যা এত বুদ্ধি এত ধর্ম্মজ্ঞান,
কামিনী কটাক্ষে কি হে সব হলো ভুল ?
যদি বল বন্ধু ইহা বিধির বিধান,
অনুযোজ্য আমি, নহে তুমিই বাতুল !

১০

মাতঙ্গের মত তুমি ছিলে বলবান,
আমাদের, সমাজের, দেশের ভরসা।
কোন্ কাল বিষধরী করিয়া সন্ধান,
হেন মত্ত মাতঙ্গেরে বাঁধিল সহসা !

১১

বাঁধিয়াছে বিষধরী দৃঢ় নাগপাশে,
নড়িতে চড়িতে শক্তি নাহি মাত্র আর ;
মায়াবিনী রাক্ষসীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে,
দেহ মন প্রাণ দগ্ধ হতেছে তোমার !

১২

মানস বিহঙ্গ তব রূপের পিঞ্জরে
রুদ্ধ কিহে ? কহ মোর বন্ধু বিবেচক ;
সুন্দর সুখদ সব বিপুল সংসারে,
সকলি স্বরূপ, শুধু রূপ সে বঞ্চক ॥

১৩

কোন্ রসবতী তোমা রসে করি বশ,
কিনিল ? কহ তা মোরে বন্ধু হে রসিক ;
পড়িয়াছ কত কাব্যে কত কত রস,
তাহতে সরস রস পেলে কি অধিক ?

১৪

প্রীতি প্রফুল্লতা আর লাবণ্যের ভূমি,
তরুণ যুবক তুমি নহত স্থবির ;
দুঃখের সংসার কেন পাতিলেহে তুমি,
পুত্রমুখ-দরশনে হলে কি অধীর ?

১৫

এ কাঁচা বয়স তব, শোভে কি হে তায়
পুত্রলাভ ? পিতা বলে তনয় যখন
সম্বোধিবে, কি উত্তর দিবে তুমি তায় ?
হা কি লজ্জা, এ যে বড় বিধিবিড়ম্বন।

১৬

সমাজের হিত কিহে বিবাহে কেবল,
সকলেই করিবে কি পুত্র আকিঞ্চন।
সকল বৃক্ষেতে বন্ধু ধরে যদি ফল,
কোথা মিলে গৃহশয্যা কোথায় ইন্ধন ?

১৭

পরাণপতঙ্গ তব ইন্দ্রিয়-অনলে
দগ্ধ কিহে ? হা অদৃষ্ট না কহিলে নয়।
ডুবিয়াছ তাই হেন পঙ্কিল সলিলে,
এই কি পৌরুষ ? এ যে প্রেত-অভিনয়!!

১৮

পুরাইতে এ দারুণ ইন্দ্রিয়-পিপাসা,
কত মূঢ় ঝাঁপ দেয় দুঃখের পাথারে।
কত শত বালিকার করে রে দুর্দ্দশা,
বৃন্ত হতে উপাড়িয়া নেয় কলিকারে।

১৯

নাহি রুচি নাহি শুচি নাহি বিবেচনা,
শুকায় কলিকা সেই প্রথম আঘাতে ;
স্বভাব সৌন্দর্য্য তার কিছুই থাকে না,
প্রীতি-পরিমল আর নাহি মিলে তাতে।

২০

আবার দেখরে কিবা বিধির নিগ্রহ,
সেই বালিকার স্কন্ধে সন্তানের ভার ;
অকালে রাহুর বাদ সুধাংশুর সহ !
হীনমতি পাপীষ্ঠের হেন অত্যাচার ! !

২১

নহ নহ বন্ধু তুমি আমার তেমন,
তা হলে যে বন্ধু বলি, এও অপরাধ ;
তবে কেন এ উদ্যোগ এই আয়োজন,
ঢালিলে বন্ধুর প্রাণে এমন বিষাদ ?

২২

ধর্ম্মসাধনের সেতু বন্ধুরে আমার,
বাঁধিলে কি এইরূপে ? কোন্ শাস্ত্রে কয়,
চির-কৌমার্য্যের কিছু নাই অধিকার
ধর্ম্ম কর্ম্মে ? ধর্ম্ম কিহে শুধু পরিণয় ?

২৩

তা নয় বুঝেছি বন্ধু কারণ ইহার,
না বুঝিয়া পা পাতিয়া লোক যথা কাঁদে ;
দশের সে দশা বন্ধু ঘটেছে তোমার,
ঠেকেছ, ঠেকেছ তুমি কল্পনার ফাঁদে !

২৪

প্রথম বয়সে যবে বাসনা প্রবল,
সংসারের যত সুখে নহে পূর্ণ কাম ;
তখনি যে মানুষের মানস চঞ্চল,
কোথা সুখ সুখ বলে ঘোরে অবিরাম।

২৫

অমনি লালসা আসি ধরি ছদ্ম বেশ,
একটী রমণী মূর্ত্তি যতনে গড়িয়া ;
আচার বিচার বুদ্ধি সব করে শেষ,
দিবসে বিবশ করে স্বপ্ন দেখাইয়া।

২৬

পড়িয়া মায়ার ফাঁদে মদমত্ত প্রায়,
সুখ মোক্ষ প্রসবিনী কল্পলতিকারে,
ভ্রান্ত যুবা দিবানিশি হৃদয়ে ধেয়ায়,
মন প্রাণ উৎসর্গ করে দেয় তারে।

২৭

এইরূপে বন্ধু তুমি হয়ে দিশাহারা,
আত্মবিনাশের পথে পড়েছ আপনি,
বুদ্ধি শুদ্ধি দেহ মন সব হবে সারা,
বিষম শঙ্কট এ যে আমি ভাল জানি।

২৮

শুনে না শুনিবে আর বুঝে না বুঝিবে,
এখন তোমারে বন্ধু কই যত কথা;
জানি আমি উপেক্ষায় উড়াইয়া দিবে!
নিন্দা তিরস্কারে মনে না হইবে ব্যথা।

২৯

"আমি ভাল বুঝি" এযে রোগ গুরুতর
মানুষের, এ ঔদ্ধত্য রবে না তোমার;
অনুতাপে দগ্ধ যবে হবে অতঃপর,
তখনি স্মরিবে বন্ধু এ কথা আমার।

৩০

ছেড়েছ পৌত্তলিকতা বন্ধুরে আমার,
একটী পুত্তল পুনঃ বসাইলে ঘরে,
অসাধ্য সাধনে যাবে জীবন তোমার,
এ জীবন্ত পুত্তলের পরিচর্য্যা করে।

৩১

সামান্য বনের ফুল কদলি তণ্ডুল,
অচেতন পুত্তলের বটে উপহার;
আশালতা ছিঁড়ে দিবে উৎসাহের ফুল,
হৃদয়-নৈবেদ্য সহ চরণে ইহার!

৩২

মানস-মন্দির মাঝে বসায়ে তোমায়,
নিয়ত পূজিবে ঐ করাল মুরতি ;
ভালই সংসার-যজ্ঞ করিবে এবার,
চিন্তার আগুন জ্বেলে দিবে প্রাণাহুতি !

৩৩

বিবাহে বিরক্ত আমি ভেবনা সুমতি,
সমাজ-বন্ধন হেতু বিবাহ কেবল ;
বিবাহ পবিত্র কথা সুমধুর অতি,
তুমি আমি সকলেই বিবাহের ফল ।

৩৪

তবে কেন এ বেদনা দিই তব মনে,
তবে কেন অভাগার এত অন্তর্দ্দাহ ?
হারে বন্ধু তাহা তুমি বুঝিবে কেমনে,
বুঝিলে কি না বুঝিয়া করিতে বিবাহ !

৩৫

অকালে বিবাহ তুমি করিবে সুজন,
তাই এত মর্ম্মব্যথা এত অনুযোগ ।
সময়ে সকলি শোভে যাহার যেমন,
অকালে উৎসববঙ্গ এ বড় দুর্ভোগ !

৩৬

অকালে হয়েছ তুমি উৎসবে মগন,
নহে সে অকাল সুধু তোমার আমার ;
বৃথা বিতণ্ডায় আর কোন্ প্রয়োজন,
শোন না কি চারিদিকে কত হাহাকর ?

৩৭

দুঃখী ভারতের দশা দেখরে চাহিয়া,
দুঃখ দরিদ্রতা তারে করিতেছে ক্ষয় ;
হেরিলে মায়েরে তুমি সুপুত্র হইয়া,
বিবাহের বন্ধু তব এই কি সময় ?

৩৮

বড় সাধ ছিল বন্ধু তোমারে লইয়া;
বেড়াইব ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে ;
উদাসীন যোগী বেশে দেখিব ঘুরিয়া,
অভাগী ভারতভাগ্য ফিরে কিনা ফিরে !

৩৯

পাতিয়া বসেছ তুমি দুঃখের সংসার,
অশ্রু বরষণে নাহি পাবে অবসর ;
অপরের দুঃখ তুমি বুঝিবে কি আর ?
আছিল ভরসা যত গেল অতঃপর ।

৪০

যাই তবে, (যাব কিহে জন্মের মতন !)
একটী মিনতি বন্ধু করি হে তোমারে;
পাঠ অন্তে ছিঁড়ে ফেলো দুঃখের লিখন ;
দেখাও না তোমার সে প্রাণ-প্রতিমারে !

সুরা-রাক্ষসীর উক্তি।

১

অবনী-উদরে, সপ্ত স্তর ভেদি,
যে স্থানে শয়নাগার ;
শত শত কুণ্ডে, প্রবল অনল,
জ্বলিতেছে অনিবার ;
ঘোরতর নীল, নীরয়-অনল,
স্রোতসম বহে যথা ;
বিধাতার শাপে, হইল কুক্ষণে
আমার জনম তথা !
অনলে গরলে, লয়েছি জনম,
অগ্নিশিখা তেজ ধরি ;

সুরেশ্বরী নাম, যেইদেশে যাই
পুড়ি ভস্মশেষ করি।

২

পুরাকালে আমি, কারণ রূপেতে,
ভারত ভূমেতে আসি;
ভারতের ধর্ম্ম, করিনু সংহার,
স্থাপিলাম পাপরাশি।
লুপ্ত হলো জ্ঞান, লুপ্ত হলো ধর্ম্ম,
যোগভক্তি আদি যত;
ঘোর পশ্চাচারে, মাতিল ভারত,
কাম ক্রোধ হিংসা রত।
জ্ঞান ধর্ম্মহীন, ভারত-শ্মশান,
সঁপিয়া যবন করে;
সপ্তসিন্ধু পারে রহিলাম গিয়া,
কতশত বর্ষ তরে।

৩

ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার, সম শ্বেতদ্বীপ,
ভূতলে অতুল নাম;
বীর প্রসবিনী, ফরাশিশ ভূমি,
অনন্ত গৌরব ধাম।

সে সকল দেশে, পাইয়াছি পূজা,
ঘরে ঘরে রাজভোগে;
পূরিয়াছি আমি, সে সকল ভূমি,
পাপতাপে শোক রোগে।
কত রাজপুত্র, পথের ভিখারী,
কত বীর গতপ্রাণ;
কত কুলবালা, হলো কলঙ্কিনী,
কত বংশ গতমান।
এলোবেলী নামে, হয়েছি বিদিত,
সমস্ত য়ুরোপা ময়;
ষষ্ঠ বোনাপার্টি, পরাজিত যথা,
সে দেশ করেছি জয়।

সভ্যতার আলো এসেছে এদেশে,
পশ্চিমে শিক্ষার সঙ্গে;
তাহাই দেখিতে, এসেছি এ দেশে,
বেড়াই মগধে বঙ্গে।
লৌহ তরণীতে, সাগরের জল,
সহজে হয়েছি পার;
বঙ্গলে নিবাস, বঙ্গল আমার,
এইবার অবতার।

ভারতের আশা, তরল অনলে,
পুড়িয়া করিব ছাই ;
বিদ্যা বুদ্ধি বল, ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান,
চরিত্র চিবিয়া খাই।
অকালে মরিবে, ভারত-সন্তান,
বিধবা কাঁদিবে ঘরে ;
অসহায় শিশু, ধুলায় লুঠাবে,
প্রাণ যাবে অনাহারে।
ভারতের ধন, সব করি ক্ষয়,
তবে সে যাইব আমি ;
কাঁচ পাত্র সম, করিব অসার,
সোনার ভারতভূমি।
এবার ভারতে, করিব শ্মশান,
জ্বেলেছি অনল রাশি ;
ভস্মের উপরে, বসিব আপনি,
হইয়া শ্মশান-বাসী।
ভারতের যত, শিক্ষিত সন্তানে
দীক্ষিত করিয়া লব ;
মস্তক ভাঙ্গিয়া, মস্তিষ্ক খাইয়া,
হৃদয় চিরিয়া খাব।

ভারত-শ্মশানে, বহিবে রুধির
ভাসিব তাহাতে সুখে ;
কাম ক্রোধ আদি, অনুচর গণ,
খাবে তাহা শত মুখে।

এইরূপে করি, ভারতে সংহার,
নিজস্থানে যাব চলে।
আমার প্রভাবে, নিশ্চয় ভারত,
যাবে, যাবে রসাতলে।।"

যশোহরের পতন।

১

মহাকোলাহলে সেনা অগণন,
বঙ্গরাজপুর করে আক্রমণ,
হাহাকার ধ্বনি উঠিল।
দিগ্‌দিগন্তর হলো ধূলিময়,
দিবসেতে ঘোর তামসী উদয়,
প্রলয়ের ঝড় ছুটিল।

২

সেনার তরঙ্গে কাঁপে ধরাতল,
রবি শশী তারা নাচে মত্তোচ্ছল,
দিগঙ্গনা দিক ছাড়িল ;
যত ভীরু দূরে পলাইল ত্রাসে,
যত বীরবর বীর-রসে ভেসে,
উল্লাসে আহবে মাতিল।

৩

বীর-দর্প-ভরে কাঁপে যশোহর,
"মার্ মার্ !" রবে পূর্ণিত অম্বর,
বঙ্গসেনা রঙ্গে সাজিল ;
উড়িল পতাকা নগরের দ্বারে,
সুগভীর রবে দুর্গের উপরে
সমর-বাজনা বাজিল।

৪

—"জয় জয় জয় ! হর হর হর !
বৈকুণ্ঠের পথ সম্মুখ-সমর ;
উঠ একবার ধরি তরবার,
যবন-যাতনা করহ সংহার,

কেন আর্য্যসুত বীর্য্যের আধার
সংগ্রামকেশরি কেন ম্রিয়মান ?
কর শক্রনাশ, কি ভয় কি ভয় ?
জয় জয় জয় বঙ্গেশের জয় ।—”

৪

বঙ্গসেনা মাঝে পশিয়া বঙ্গেশ,
প্রভাতে যেমতি আরক্ত দিনেশ,
নয়নে কৃশাণু জ্বলে ।
বিদ্যুতের মত ছুটে চারি ধার,
জলদ-নির্ঘোষে ছাড়িয়া হুঙ্কার,
কহিলা সেনানী দলে—

৫

“সহেনা বিলম্ব ওহে বীরদল,
হায় ! বঙ্গভূমি কৈবল্যের স্থল
অরাতির পদতলে ।
নহি কি আমরা শূরের সন্তান,
কেমনে সহিয়া এই অপমান,
বাঁচিব অবনীতলে ?
পরপদতল সাক্ষাৎ রৌরব,

সমর-শয়ন বীরের গৌরব,
বীরসিংহ সম চল চল সব।

৬

"নন্দনবিহারে অমরউল্লাস,
পঙ্কিল সলিলে ভেকের পিয়াস,
আমরা কি হবো যবনের দাস?
কত বীরচূড়া আর্য্যকুলধর,
স্বদেশের তরে নাশে কলেবর,
আমরা কি হব সংগ্রামে কাতর?
ধর ধর সবে কৃতান্তের বেশ,
সমূলে অরাতি করহ নিঃশেষ।"

৭

চতুরঙ্গ দলে বঙ্গসেনাদল,
ধায় রণস্থলে করি কোলাহল,
হৃদয়ে অনল জ্বলে;
সমর-প্রান্তরে মানসিংহ রায়,
প্রতাপ আদিত্য দেখিল তাহায়,
বেষ্টিত সেনানীদলে;
নেউলে হেরিয়া ফণীন্দ্র যেমন,
কহিলা বঙ্গেশ করিয়া তর্জন,
কাঁপায়ে বিপক্ষ দলে;—

৮

"ওরে মানসিংহ, ধিক্ নরাধম !
সাজে কিরে তোরে এহেন উদ্যম,
এই কি পৌরুষ এই কি বিক্রম ?
হিন্দু সূর্য্যবংশে রাহু দুরাচার !
কোথা বঙ্গবাসি, ধর তরবার,
খণ্ড খণ্ড মুণ্ড করহ উহার !

৯

"বধহ উহারে ও নহে ক্ষত্রিয়,
স্বাধীনতা তার স্বর্গ হতে প্রিয়,
ক্ষত্রিয়নন্দন যে জন হয়,
আর্য্যসুত যেই, ম্লেচ্ছের সে দাস !
একি অলক্ষণ, একি সর্ব্বনাশ !
বাসভের পদে কেশরী রয় !
উঠ বঙ্গবাসি ধর তরবার,
খণ্ড খণ্ড মুণ্ড করহ উহার !"

—"জয় জয় জয় ! হর হর হর !

বৈকুণ্ঠের পথ সম্মুখ সমর,
উঠ একবার ধরি তরবার,
যবনযাতনা করহ সংহার,

কেন আর্য্যসুত বীর্য্যের আধান
সংগ্রাম-কেশরি, কেন ম্রিয়মান ?
কর শত্রুনাশ, কিভয় কিভয় ?
জয় জয় জয় বঙ্গেশের জয়।"

১০

মহাক্রোধে উঠি মানসিংহ রায়,
অঙ্কুশ-আহত মাতঙ্গের প্রায়,
ডাকি কহে সৈন্যসবে;—
"শিলাবৃষ্টি সম গোলাবৃষ্টি কর,
ধূলিসাৎ কর যশোর নগর,
অনশ্বর কীর্ত্তি রবে ;
বঙ্গ সিংহাসন ভাঙ্গহ সত্বরে,
বিজয় নিশান উঠাও অম্বরে !"

১১

মহাবলীয়ান্ যতেক মোগল,
যত রজপুত মহিমার স্থল,
বিজলির মত ধাইল ;
যবন-শিবিরে উঠিল নিশান,
গগনের ভালে গৃধিনী সমান ;
সুকবি মঙ্গল গাইল ;

—"সাজ সাজ সবে, সাজ রে সমরে,
বঙ্গরাজধানী ভাঙ্গহ সত্বরে ;
শত বিদ্যাধরী লয়ে পুষ্পহার,
ঘেরিয়ে রয়েছে ত্রিদিবের দ্বার,
সেই ভাগ্যশীল যে মরে সমরে,
বিজয়ী বলিয়া পূজিবে অমরে।
ধূলিসাৎ কর যশোর নগর,
জয় দিল্লিপতি, ভারত-ঈশ্বর।"

১২

জলধি উচ্ছ্বাসে দুই সেনাদল,
অস্ত্র শস্ত্র সহ ছায় রণস্থল।
বাজে দুই দলে তুমুল সংগ্রাম,
মুহূর্ত্তের তরে নাহিক বিশ্রাম।
প্রলয়ের ঝড় বহিল সঘনে,
অনলের শিখা উঠিল গগনে।

১৩

ছুটে যত গোলা নক্ষত্র প্রমাণ,
ঝলসে সঙ্গীন্ বিজলী সমান,
গুরুম্ গুরুম্ গরজে কামান।

"কর শত্রু নাশ, কি ভয় কি ভয়?
জয় জয় জয় বঙ্গেশের জয়!"
কোদণ্ডটঙ্কার, অসির ঝঙ্কার,
মার্ মার্ মার্!—বিকট হুঙ্কার;
উহু! উহু! উহু!—গভীর চীৎকার!
"ধুলিসাৎ কর যশোর নগর;
জয় দিল্লিপতি ভারত-ঈশ্বর।"

১৪

গিরিচূড়া সম কত শত বীর,
প্রলয়সমরে পাতিত-শরীর,
রুধিরে ধরণী ভাসে।
দেবাসুরনরে লাগে মহাত্রাস,
অকাল-জলদে পুরিল আকাশ,
সঘনে চপলা হাসে!

১৫

দিবসেতে অস্ত গেল দিনমণি,
পড়িলা প্রতাপ বীরচূড়ামণি;
হাহাকার ধ্বনি উঠিল!
যত বঙ্গসেনা হয়ে হীনবল,

প্রবল পবনে যথা তৃণদল,
দিগ্ দিগন্তরে ছুটিল ;
উল্লাসে অন্তরে যতেক যবন,
"জয় জয় !" নাদে পূরিল গগন।

১৬

ভাঙ্গিল যশোর গঠনরুচির,
ভারত-ভবনে যশের মন্দির ;
ডুবিল বঙ্গের সৌভাগ্যমিহির !
দশদিকে হল ঘোর অন্ধকার,
দরিদ্রতা আর দাসত্ব দুর্ব্বার,
স্বর্ণ বঙ্গভূমি করে ছারকার !

১৭

ডুবিল যে রবি অতল সাগরে,
আর কিরে তাহা উঠিবে অম্বরে
ওহে জগদীশ, মঙ্গলনিধান,
এ ভবে সকলি তোমার বিধান ;
কত দিনে বঙ্গ পাবে পরিত্রাণ ?

১৮

সবল সাহসী তেজবীর্য্যবান
হবে কিহে কভু বঙ্গের সন্তান ?

শুভ ঊষাযোগে সুবাতাস-ভরে,
স্বাধীনতারূপ সুখের সাগরে,
যশের তরণী ভাসায়ে রঙ্গে ;
জাতীয় পতাকা উড়ায়ে অম্বরে,
তব নাম সারি গাবে প্রাণ ভরে ;
সে সুখের দিন হবে কি বঙ্গে !

কাল-মাহাত্ম্য।

১

অনাদি অনন্ত তুমি ওহে কাল !
নাহি জান কিবা শৈশব জরা ;
নাহি তব ভেদ সকাল বিকাল,
সম বলে সদা শাসিছ ধরা।
যখন বিধাতা কামনা-সাগরে
বসিয়া রচিলা এ বিশ্ব সংসারে,
তখনি আপন বাহু পসারিয়া,
করতলে তুমি ধরেছ তারে

২

যদি কোন দিন সুন্দর সংসার,
অনন্ত আঁধারে হয় হে লীন।
না থাকে সমীর সলিল, অনল,
ঋতু, মাস, বার, রজনী, দিন।
হিমাদ্রি সমান অটল হইয়া,
তখনো যে তুমি থাকিবে বসিয়া ;
সেই মহা ঘোর প্রলয়-প্লাবনে,
মনের আনন্দে বেড়াবে ভাসিয়া।

৩

কোথা সে মান্ধাতা কোথা সেই রোম,
কোথা চন্দ্রগুপ্ত, গৌড় ধাম ?
তোমার দলনে বিলুপ্ত সকলি,
ইতিহাসে শুধু রয়েছে নাম।
এখনো সে রবি বিতরে সে কর,
এখনো গগনে সেই সুধাকর,
তখনো যেমন এখনো তেমন,
এই ভাবে যাবে যুগ যুগান্তর।

৪

দৈব বলে বট তুমি মহাবলী,
সৃষ্টি স্থিতি লয় তব কবলে ;

অনন্তযৌবন তুমি অবিনাশী,
সৃজিছ নাশিছ নশ্বর দলে ;
সকলি চূর্ণিত তোমার প্রভাবে,
চির দিন নিজে আছ সমভাবে,
ঘটনার স্রোতে পড়ে যবে জীব,
তখনি তোমার রূপান্তর ভাবে।

শৈশব সময়ে ছিলেম যখন,
সবল তরল চঞ্চল অতি ,
বিষয়, ভরসা, আসক্তি, বিরাগ,
প্রবৃত্তির পথে ধায়-নি মতি ;
ওহে কাল ! তব সহাস্য বদন,
অবিরত আমি দেখেছি তখন ;
নাহি ছিল ভয় ভাবনার লেশ,
আপনার ভাবে রয়েছি মগন।

আবার যখন দুরন্ত যৌবন,
আইল ধরিয়া উন্মত্ত বেশ ;
তার সনে আমি ঘুরিলাম কত,
দুরাশাছলনে, বঞ্চিত শেষ !

বাল্য সখা সম হাসিতেনা আর,
দেখিতেস শুধু ভ্রূকুটি তোমার,
যথা যাই তথা তুমি প্রতিকূল,
দুঃখের সাগর সমান সংসার।

৭

গিয়েছে সে দিন, এখন আমার,
মানস রসেনা সে সব রসে ;
নাই সেই বল, নাই সে ভরসা,
দেখিনে স্বপন মায়ার বশে ,
স্মরণের পটে কিন্তু হে যখন,
কলঙ্কের রেখা দেখি অগণন ;
উথলে হৃদয়ে শোক-পারাবার,
অবিরল ধারা বরষে নয়ন।

৮

কত যে উদ্যান হয়েছে শ্মশান,
কত যে যতন হয়েছে বিফল ,
কত যে কোরকে পশিয়াছে কীট,
কত যে অমৃতে মিশেছে গরল।
ভাবি সেই দিন পাইলে আবার,
প্রাণ-বিনিময়ে করি প্রতীকার।

হারালে সুযোগ আর নাহি ফিরে,
এই যে অলঙ্ঘ্য নিয়ম তোমার।

৯

ওহে কাল আগে জানিতেম যদি,
হেন শিক্ষা তুমি দাওহে নরে;
তাহলে কি হয় এই পরিণাম,
সুজন, তোমায় উপেক্ষা করে!
মিছে মোহ-মদে হইয়া বিহ্বল,
চেয়েছি তোমায় করি করতল;
তোমার শাসন করে অতিক্রম,
এ ভবে এমন কার আছে বল?

১০

আশা আছে কিন্তু ওহে জীবনাশ,
অবিনাশী তুমি, আমিও তাই;
যদিও মানব ভাগ্যের অধীন,
এভবে তাহার বিলোপ নাই;
অপূর্ণ যে জীব অবশ্যই সেই,
ভুঞ্জিবে আপন কর্ম্মের ফল;
কিন্তু চিরদিন এ দুঃখ রবেনা,
অনন্ত আমার আশারস্থল।

য়ুরোপ প্রবাসী বন্ধুর প্রতি।

১

এতদিন পরে বুঝি ভাইরে,
বীণার সাধনা করে, বিদ্যানিধি নাম ধরে,
স্বদেশে আসিবে তুমি করেছ গমন,
সুসংবাদ শুনে প্রাণ আনন্দে মগন।

২

নহে দুই চারি দিন, দু এক বৎসর।
দশ বর্ষ দেখি নাই; সপ্ত সিন্ধু পারে ভাই,
আছিলে অজ্ঞাত দেশে বিহীন দোসর,
স্মরিতে সে কথা অশ্রু ঝরে ঝর ঝর।

৩

কত দিন পরে ভাই পাইব তোমায়,
তোমার ওমুখ হেরি তোরে আলিঙ্গন করি,
জুড়াইব আমাদের তাপিত হৃদয়,
ভাসিবে নয়ন বক্ষ আনন্দ-ধারায়।

৪

তোমারে লইয়া ভাই বসিয়া বিরলে,
তব দুটি করে ধরে, শুধাইব বারে বারে
কত কথা, ঘরে ফিরে তোমায় পাইলে,
স্মরিতে সে সব কথা হৃদয় উথলে।

৫

কি শুধাব? শুধাইব কি দেখিলে ভাই,
বৃটনের বীরভূমে, পূর্ণ যথা তেজোধূমে,
অন্তরীক্ষ, যক্ষ রক্ষ তুল্য যার নাই,
আসমুদ্র ক্ষিতি যারে পূজিছে সবাই।

৬

শুধাইব, কি দেখিলে ফরাশিশ দেশে,
শিল্প বিজ্ঞানের বলে, স্বর্গসম ধরাতলে
হয়েছে যে, উপনীত সভ্যতা'র শেষে,
শত কীর্ত্তি যার ধরা হেবে অনিমেষে।

৭

শুধাইব, কি দেখিলে রুষিয়া রাজ্যেতে,
ক্ষুধিত ভল্লুক মত, সদা পরদ্রোহে রত,
ক্ষতদেহ হতভাগ্য আজ-নখাঘাতে,
কি দেখিলে সে অসভ্য হিমানী দেশেতে।

৮

বল ভাই কি দেখিলে জর্ম্মণের দেশে;
ভারতীর অধিষ্ঠানে, মত্ত কথা বেদগানে,
বরপ্রাপ্ত বধুগণ পরম হরষে,
অবনী পূর্ণীত যার পাণ্ডিত্যের যশে।

৯

সুরম্য ইটালী দেশে কি দেখিলে ভাই,
প্রাচীন রোমের কীর্ত্তি, নব্য ইটালীর স্ফূর্ত্তি,
হরিষ বিষাদ যথা মিশে এক ঠাঁই!
পুষ্পকনগরে গিয়ে কি দেখিলে ভাই? (১)

১০

সুইজার্লণ্ডে গিয়ে কি দেখিলে হায়;
সুরম্য গিরি-কন্দরে, স্বভাবের সরোবরে
শান্তি স্বাধীনতা যথা খেলিয়া বেড়ায়,
শত মুখে ইতিহাস যার গুণগায়।

১১

শুধাইব, কিছু কিহে দেখেছ নয়নে,
সে দেশের জলে স্থলে, তরুলতা ফুল ফলে,
কিম্বা সে দেশের সেই পাশ্চাত্য গগনে,
যার গুণে য়ুরোপ বসে রাজাসনে।

১২

এই প্রশ্ন মনোমধ্যে জাগেরে নিয়ত;—
পশ্চাতে আছিল যারা, মস্তকে উঠেছে তারা,
পুণ্যভূমি ইউরোপ কি সাধনে রত,
জ্ঞান ধর্ম্ম কর্ম্ম গুণে নয় কি উন্নত?

---

(১) ফ্লোরেন্সনগর, City of flowers

১৩

আর এক কথা ভাই শুধাব তোমারে ;
অধম পতিত মোরা, ধন মান যশ হারা,
বেঁচে আছি স্মৃতি মাত্র অবলম্ব করে ;
কি শুধাব, শুধাইতে দুনয়ন ঝরে !

১৪

শুধাইব য়ুরোপার আনন্দ ভবনে,
আনন্দ উৎসাহে রত পুণ্যকীর্ত্তি সুর যত,
ভারতের কথা কভু করেন কি মনে,
স্মরেণ কি আমাদের পূর্ব্ব-পিতৃগণে।

১৫

বাল্মীকি ভীষ্ম আদি ভারত-রতনে,
ভারতের বেদমন্ত্রে, ভারতের বীণা যন্ত্রে ;
ভারতের তুরী ভেরী শব্দভেদী বাণে,
বল ভাই তাঁরা কভু করেন কি মনে ?

১৬

শুধাইব, বসে দূর সাগরের কূলে,
দেখি সভ্যতার স্ফূর্ত্তি, জ্ঞান বিজ্ঞানের কীর্ত্তি ;
স্মৃতির কুহকে ভাই বর্ত্তমান ভুলে
কভু কিরে ভাস নাই নয়নের জলে ?

১৭

ভেসে থাক যদি তবে এস এস ভাই,
যে দুঃখে কাঁদিছে প্রাণ, ব্যথিত অবসানে
হবে তার, এ শ্মশানে এসো তবে ভাই
উভয়ের নেত্রজল একত্র মিশাই।

১৮

বিধাতার কাছে ভাই করি এ মিনতি,
বাণীর সাধনা করি যশের মুকুট পরি ;
এস ঘরে, বিধি তোরে দিউন সুমতি,
জন্মভূমি বলে তোর থাকে যেন মতি।

সর্ব্ববাদীসম্মত স্তোত্র।

১

এক দেব অবিনাশি। হয়ে জ্যোতির্ম্ময়
সর্ব্বস্থল পূর্ণ করে স্থিতি হে তোমার।
সকল গতির গতি তোমা হতে হয়,
অনন্ত কালের স্রোতে নিত্য একাকার।

একই ঈশ্বর তুমি প্রভাব অপার,
পরাৎপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; কে পারে অন্তরে
ধারণা করিতে তোমা ? সাধ্য আছে কার
তোমার সকল তত্ত্ব পারে জানিবারে !
প্রতিক্ষণ করিতেছ সবার পালন,
আলিঙ্গন করে আছ সকল সংসার ;
সকলের পরে বটে তোমারি শাসন,
ঈশ্বর তোমার নাম—নাহি জানি আর।

২

সুগভীর সাগরের হয় পরিমাণ ;
বালুরাশি দিবাকর-করপরিকরে
গণুক বিজ্ঞান করি প্রগাঢ় সন্ধান ,
তব পরিমাণ কিছু নাই হে সংসারে !
আলোকিত বটে প্রভো আলোকে তোমার
মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞান, সক্ষম সে নয়
প্রকাশিতে তব জ্ঞানকৌশল অপার ;
অনন্ত অনন্ত তাহা অন্ধকার ময় !
অলৌকিক ভাব তব বুঝিব কেমনে,
কিসাধ্য চিন্তার যায় তব সন্নিধানে ?
অনন্ত কালেতে যথা মুহূর্ত্তের লয়,
ধাইতে ধাইতে চিন্তা সব পায় ক্ষয় !

৩

না ছিল এ সব কিছু, করেছে আহ্বান
প্রথমে আকাশ, শেষে অস্তিত্ব সবার ;
অনন্ত কালের ছিলে আপনি আশ্রয়,
যত কিছু উৎপত্তি, তুমি মূল তার।
জনম জীবন সুখ যত কিছু আর,
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য জ্যোতি সকলি তোমার।
কথায় করিলে সৃষ্টি, করিছ এখন ;
তোমার প্রভাবে পূর্ণ সকল ভুবন,
(স্বর্গীয় কিরণে মাখা) মহান ঈশ্বর,
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে নিরন্তর,
গৌরব আলয় তুমি জীবনপালক।
তুমিই জীবনদাতা বিশ্বের শাসক।

৪

হে বিভো, এ অনন্ত বিশ্বের চারি ধার
তোমারি, সকল স্থলে তব অধিকার ;
তুমিই এ বিশ্বধাম করিছ ধারণ,
নিশ্বাস প্রশ্বাসে সবে দিতেছ জীবন।
আরম্ভ অন্তেতে তুমি করেছ বন্ধন,
কি সুন্দর মিশায়েছ জীবন মরণ !

জ্বলন্ত অনল হতে স্ফুলিঙ্গের মত,
তোমা হতে জন্মিয়াছে গ্রহ সূর্য্য যত ;
শুভ্র তুষারের অঙ্গে জ্যোতিখণ্ড যথা,
ঝলসে উজ্জ্বলতর ভানুর কিরণে ;
স্বর্গে তব সৈন্যদল সুসজ্জিত তথা,
পুলকে ঝলকে তব গুণানুকীর্ত্তনে।

৫

অনন্ত নীলিমাময় অন্তরীক্ষতলে,
জ্ব'লিয়াছ দীপ কত গণিতে না পারি।
অবিশ্রান্ত ভ্রমিতেছে তব শক্তি বলে,
পালিছে আদেশ তব, তব আজ্ঞাকারী।
সুখে গদ গদ হয়ে কথা যেন কয়,
নির্ম্মল আলোক পুঞ্জ বটে কি ও সব ?
গলিত কাঞ্চন ধারা কিম্বা প্রভাময় ?

*   *   *   *

অথবা প্রতপ্ত সূর্য্য কিহে [illegible] সকল,
কিরণে করিছে শত জগত উজ্জ্বল ?
যাহোক নিশির কাছে সুধাংশু যেমন,
তা সবার কাছে তুমি আপনি তেমন।

৬

শত শত জলবিন্দু সাগরে যেমন,
এ সব ঐশ্বর্য্য লুপ্ত তোমাতে তেমন,
সহস্র জগত যদি একত্রিত হয়,
তব তুলনায় কিংবা গণনীয় নয়,
কোন ছার আমি, যুগে তাহে সুশাসিত
অনন্ত দেবতা জ্ঞানগৌরবে পূজিত ;
তব মাহাত্ম্যের সঙ্গে করি পরিমাণ,
পরমাণু প্রায় সবে করি অনুমান,
নহে কিছু অনন্তের কাছে শূন্য বই,
কোন্ ছার আমি! আমি কিছু মাত্র নই॥

৭

ঐশিক প্রভাব তব ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
তুচ্ছ আমি, পরশিছে আমারো অন্তর!
ভানুকরে শিশির যেমতি জ্যোতির্ম্ময়,
মম প্রাণে প্রাণরূপে রয়েছ ভাস্বর।
তুচ্ছ, কিন্তু বেঁচে আছি, আশাপক্ষ ভরে
ব্যগ্র হয়ে উড়ে যাই তব সন্নিধানে,
তোমাতে জীবিত, থাকি তোমার অন্তরে,
তুচ্ছ তবু চাই তব, সিংহাসন পানে!

আমি আছি। তাই বলি হে প্রভো ঈশ্বর,
তুমি আছ, কি সংশয় আছে অতঃপর।

৮

তুমি আছ সকলের হইয়া চালক,
চালাও তোমার দিকে বুদ্ধিহে আমার,
আত্মাকে শাসন কর হয়ে সুশাসক;
ভ্রান্ত এ হৃদয়, পথ দেখাও তাহার।
অনেকের মধ্যে আমি এক ভিন্ন নই,
স্বহস্তে আমায় কিন্তু করেছ গঠন;
পৃথিবী সর্গের আমি মধ্য স্থলে রই,
সকল নরের শ্রেষ্ঠ, যথা দেবগণ
জন্মেন, যে দেশে গিয়ে আত্মা করে স্থিতি,
সে দেশের সীমাস্থলে আমার বসতি।

৯

প্রাণীজগতের শেষ আমাতেই হয়,
ভৌতিক কার্য্যের পর্য্যা অতঃপর নাই,
মম পরে শ্রেষ্ঠ দেব, তুমি হে চিন্ময়।
ধূলিকণা হ'তে আমি বিদ্যুতে চালাই।
রাজা আমি—ক্ষুদ্র আমি—কিন্তু এক প্রাণী,
কীট হয়ে পুনরপি দেবতা সমান,

অদ্ভুৎ কল্পনা। তব আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ।
কি করিয়ে কোথা হতে আইনু না জানি।
কিন্তু এই মৃতপিণ্ড স্বয়ম্ভব নয়,
দৈবশক্তিবলে ইহা জীবিত নিশ্চয়।

১০

তব জ্ঞানে তব বাক্যে সৃষ্টি হে আমার,
জীবনের উৎস তুমি মঙ্গলআলয়।
আত্মা রূপে অবস্থিত আমার আত্মার,
তুমি প্রভু তুমি স্রষ্টা তুমি সমুদয়।
তব জ্যোতি তব প্রেম উজ্জ্বল অপার
পূর্ণ করিয়াছে মোরে তব গুণগানে;
অতিক্রম করে যাব মৃত্যু-অধিকার,
সাজিব অনন্তদীপ্তি সুন্দর বসনে।
উড়ে যাব স্বর্গ পথে ছাড়িয়া সংসার,
তব পানে, তুমি স্রষ্টা তুমি মূলাধার। (২)

---

(২) কোন ইংরেজ বিদূষী ইংরেজিতে এই স্তোত্রটী লিখিয়া অধ্যাপক লিভিংষ্টোন সাহেবের নিকট পাঠান। তাঁহার অনুরোধ ক্রমে ইহা ভাষান্তরিত হইয়াছে। স্তোত্রটী চিন জাপান ও তুরষ্কীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে। এটী ইংরেজী পদ্যের অবিকল অনুবাদ।

১১

হায় রে সুখের চিন্তা স্বপ্ন সুখময়!
তোমার যে ভাব প্রভো ধ্যায়াই অন্তরে,
অতি তুচ্ছ! পূর্ণ হয়ে আমার হৃদয়
তব ছায়া মাত্রে, তোমা প্রণিপাত করে।
ক্ষুদ্র হয়ে এই রূপে চিন্তা হে আমার,
ধায় তব সন্নিধানে হে প্রভো ঈশ্বর।
নিরখি তোমার কার্য্য অসীম অপার,
জ্ঞানী হয়ে সাধু হয়ে করে অতঃপর
তোমার অর্চ্চনা আর তোমার সম্মান,
হতবুদ্ধি হয়ে করে তব গুণগান;
বাক্ শূন্য হয়ে পড়ে রসনা যখন,
কৃতজ্ঞ অন্তর করে অশ্রু বরষণ।

সুখস্থান।

১

সুধাইব কারে, এই ধরা তলে,
কোথা সেই সুখস্থান।
যার তরে সদা, না বুঝিয়া কাঁদে,
শিশুর সরল প্রাণ!
যার মায়াবশে আপনা পাসরি,
প্রবীণ নবীন হয়;
পলিত স্থবির, অন্তিম-শয়নে,
সংগ্রামে কাতর নয়।
যে নাম শুনিয়া, পাষাণের হিয়া,
স্নেহের সলিলে গলে।
স্বপনে হেরিয়া, যাহার মুরতি,
ভাসি নয়নের জলে।

২

সেখানে স্বভাব, নবভাবে শোভে,
অভাবের নাই লেশ।
নাই হিংসা দ্বেষ সতত সুন্দর,
সৌজন্যের সমাবেশ।

গন্ধতরুরাজি, স্বর্ণলতাবলী,
সেখানে জনমে কত ,
এমনি সুলভ; বাসনায় ফলে,
সুখের সামগ্রী যত।
সেথা সরোবরে, ফোটে স্বর্ণকলি,
সৌরভে অম্বর ভরা।
জীবগণসহ, লাবণ্য ঢালিয়া,
অবিরত হাসে ধরা।
শুনি কবি কথা, নন্দন-কানন,
বিমল বিনোদ-ধাম ;
কল্পনার ছবি! কিম্বা মরুভূমি।
স্মরি যবে সেই নাম।

৩

কোথা সেই স্থান? ; ধরার পশ্চিমে,
অপারসাগর কুলে ;
হবে কি সে দেশ? সুশোভিত যাহা,
নব নব কাব্যফুলে ;
রবি, শশী, তারা, সিন্ধু, সমীরণ,
যার আজ্ঞাধীন রয় ;
বিজ্ঞানের জ্যোতি, করেছে যাহার,
ভুগর্ভ আলোকময় ;

জ্ঞান, মান, যশ, সকলি সঞ্চিত,
বিপুল ভাণ্ডারে যার ,
মূর্ত্তিমতী হয়ে, স্বাধীনতা যথা,
আনন্দে করে বিহার ।

৪

সেই কি সে স্থান, শান্তির সংহতি,
দেবের দয়ীত ভূমি ?
কেন ভ্রান্ত নর, এই কথা আর,
অপরে জিজ্ঞাস তুমি ?
কর অন্বেষণ, আপন অন্তরে,
পাইবে সন্ধান তার ।
নর যদি হও, অবশ্যই আছে,
সে চিত্র চিত্তে তোমার ;
ঐ যে বিজয়ী, করে তরবার,
সদা আকাঙ্ক্ষার দাস ;
ঐ যে ভিক্ষুক, মুষ্টি আহরণে,
সদা যার অভিলাষ ।
ঐ যে কৃষক, ভাবনায় কৃষ,
আতপতাপিত প্রাণ ;
তুমি ভাব যাহা, সেও ভাবে তাহা,
আপনার সুখস্থান ;

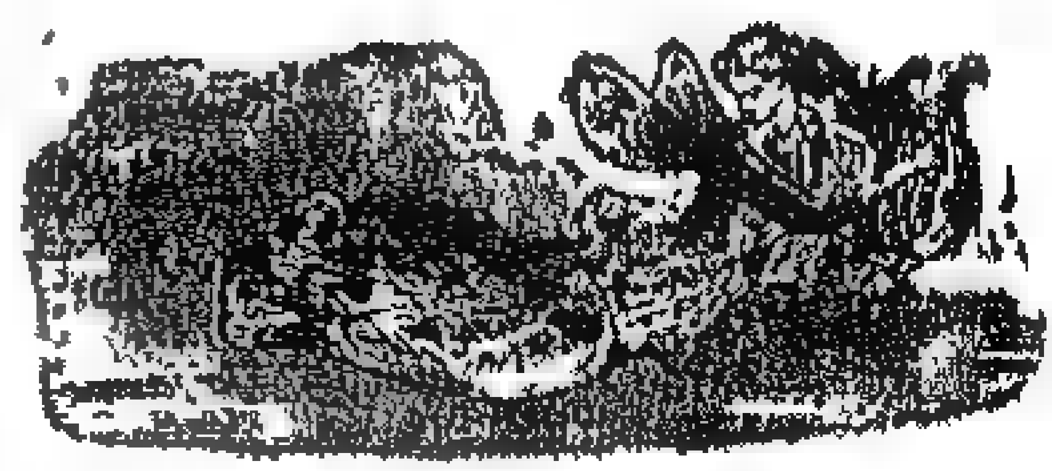
৫

ভেদমাত্র এই, তব সুখস্থান,
　　যতনে রয়েছে যথা ;
—কোথা সুখস্থান—এই বলে সদা;
　　সে এসে কাঁদিবে তথা !
যে দেশে দিনেশ, কভু দুইবার,
　　বৎসরে না দেয় দেখা ,
নাই ঋতুভেদ, অদৃশ্য যেথানে,
　　সুধাংশুর ক্ষীণ রেখা !
অনাবৃত দেহে, মৃগয়া সম্বলে,
　　সেখানে যে ফিরে বনে,
বাহুবলে সদা, সংগ্রামে নিরত,
　　কেশরী, ফণীন্দ্র সনে !
যাহার প্রকৃতি, সভ্যতার শিরে,
　　করে রোষে পদাঘাত,
তব সুখ স্থানে, আন যদি তারে;
　　করিবে সে অশ্রুপাত !

৬

দুটীমাত্র কথা, সে দেশের নাম,
　　শুনিয়াছি—জন্মভূমি—;

আদি শৈশব যার, সুকোমল কোলে,
সোহাগে পালিত তুমি।
সেই রম্যদেশে, বিকাশে নিয়ত,
প্রীতির কুসুমচয় ;
যার পর্ণশালা ; আঁধারে উজলা ,
সতত সুরভিময়।
যথা মধুময়, মুরলির ধ্বনি,
সামান্য বিহঙ্গরব ,
যথায় শিশিরে, বসন্তের শোভা,
(প্রকৃতির পরাভব !)
যাওরে সে দেশে, রহ গিয়ে সুখে,
প্রিয়পরিজন সনে ;
ঝরিবেনা আর নয়নের জল,
হাসিবে প্রফুল্ল মনে।



আনন্দমোহনের প্রতি

(ময়মনসিংহের উক্তি)

১

বহু দিন পরে, বাছা এলি ঘরে,
আয় এক বার দেখি প্রাণ ভরে,
তুইরে আমার,
এক অলঙ্কার;
তোরে ছেড়ে ভাসি দুঃখের সাগরে!

২

প্রাণপণে করে কত আরাধন
পাইয়াছি আমি তোমাহেন ধন,
নয়নের মণি,
তুইরে বাছনি,
তোমা বিনে মম জীবন মরণ,

৩

বাঙ্গালির ছেলে, এ কাঁচা বয়সে,
গিয়েছিলি বাছা হেন দূর দেশে;
অকূল সাগর,
মকর হাঙ্গর,
সদা করে কেলি যাহার উরসে,

৪

এহেন সাগরে ভাসিলি যখন,
পাঠনে পাঠালে শ্রীমন্তে যেমন,
খুল্লনার প্রায়,
অভাগিনী হায়,
দিবা বিভাবরী করেছি রোদন।

৫

কি আর কহিব, মা দেখে তোমায়,
শুকায়েছে ঐ ব্রহ্মপুত্র হায়।
গতি শক্তি নেই;
যা দেখিছ এই,
শুধু অভাগীর নয়ন-ধারায়॥

৬

আয় যাদুমণি, আয় করি কোলে;
ডাক একবার 'জন্মভূমি' বলে;
মরমের কালী,
ঘুচিবে সকলি,
তোমার জননী লোকে যদি বলে।

৭

সাহেবী সভ্যতা, ছাই তার মুখে।
করে অনাথিনী কাঁটা দেয় সুখে;

সোনার সংসার,
করে ছারখার,
ছুরি দেয় আহা! মা বাপের বুকে!

৮

"যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাক্ষস।"
এই কথা ভেবে হয়েছি অবশ;
পাছেবে বাছনি,
হয়ে যাও তুমি,
দুরন্ত নিষ্ঠুর সাহেবির বশ।

৯

সোনার প্রতিমা বউমা আমার,
কি জানি কপালে ঘটে উঠে তার;
ভেবে এই কথা,
মরমের ব্যথা,
দ্বিগুণ বেড়েছে বাছারে আমার!

১০

কত যে পাদরি পেতে আছে ফাঁদ,
হাতে দেয় পেড়ে আকাশের চাঁদ;
কোন্ মন্ত্র বলে,
কিম্বা কি কৌশলে,
আমার কপালে ঘটায় প্রমাদ!

১১

কত যে যতন কত আরাধন,
করিয়া পেয়েছি যে অমূল্য ধন,
কপালের দোষে,
অভাগিনী পাছে,
জর্ড্যানের জলে দিই বিসর্জ্জন ॥

১২

এত দিন পরে বাছারে আমার,
গিয়েছে সে সব ভাবনার ভার।
আয় করি কোলে,
ডাক মা মা বলে,
শক্র মুখে ছাই পড়ুক এবার।

১৩

এস পুত্র যত এস এক বার,
ঘরে এল দেখ "আনন্দ" আমার;
এই বার যেয়ে,
ধরে আন ধেয়ে,
রাখ সবে মিলে গলে করি হার।

১৪

সবে মিলে আসি আলিঙ্গন কর,
দুই হাত তুলি পুষ্পবৃষ্টি কর;

স্বভাবের শিশু,
গুণের পুতলি,
"আনন্দ" আমার বিদ্যার সাগর।

১৫

এস যত কন্যা, ত্বরা করি আন,
চন্দন, পল্লব, দুর্ব্বা আর ধান;
দাও হুলু ধ্বনি,
প্রাণ ভরে শুনি,
উৎসব-মঙ্গল সবে কর গান।

১৬

আয়রে আনন্দ, আয় করি কোলে,
ও চন্দ্র-বদনে ডাক মা মা বলে;
জনম আমার,
সফল এবার,
যশের প্রদীপ তুই মোর ছেলে!

১৭

অসভ্য বলিয়া কভু গুণমণি,
অতঃপর যদি কেউ ডাকে শুনি;
উচু করি মাথা,
কব এই কথা,
জান না-কি, আমি কাহার জননী!

১৮

বেঁচে থাক যদি বাছারে আমার,
মা বলিয়া মনে থাকিবে তোমার।
সুপুত্র যে হয়,
কভু সে ত নয়,
আত্মসুখে রত দুষ্ট কুলাঙ্গার।

শিবজীর যুদ্ধযাত্রা।

১

ছাইল মোগল সেনা মহারাষ্ট্র দেশ,
মুখে হাস্য নাই কার, চারিদিকে হাহাকার,
মহারাষ্ট্র-সৌভাগ্যের নাই আশালেশ;
কত শত বীরচূড়া হয়েছে নিশেষ।

২

সহস্র অশনিনাদে গরজে কামান,
দশদিক ধূমময়, "জয় দিল্লিপতি জয়!"
ঐ রব শুনে কাঁদে ক্ষত্রিয়ের প্রাণ!
দুর্জ্জয় মোগল সেনা প্রলয় সমান!

৩

কত দুর্গ ভাঙ্গিয়া করিছে ধূলিসাৎ,
কতশত রাজপুরী ভূমিসাৎ করে অরি,
শীলাবৃষ্টিসম ঘন করে গোলাপাত,
বহিছে ভারত-বনে ভীম ঝঞ্ঝাবাত।

৪

দিবা রাত্রি নাহি ভেদ হইতেছে রণ,
শুধু শব্দ "মার মার।" স্ত্রী পুরুষ একাকার।
নদনদী বহে শুধু রক্তের প্লাবন;
মোগলের জয় রবে কম্পিত গগন।

৫

বসিয়া শিবির মাঝে মহারাষ্ট্র-পতি,
বেষ্টিত বীরেন্দ্রদলে, নয়নে কৃশানু জ্বলে,
হৃদয়ে শোণিত বহে বিদ্যুতের গতি;
পাষাণ-চাপনে পড়ে মৃগেন্দ্র যেমতি।

৬

অভিমানে বক্রগ্রীবা, কম্পিত অধর,
মুখে মাত্র নাই শব্দ, অনুচর সব স্তব্ধ,
কপালেতে স্বেদধারা বহে দর দর,
উৎপাতের পূর্ব্বে যেন আগ্নেয় ভূধর।

৭

ধন্য মহারাষ্ট্র বংশ বীরত্বের খনি।
সেই বংশ-অবতংস, নৃপকুলে রাজহংস,
দেব অংশে জন্ম, নিজে বীরচূড়ামণি,
শত্রুমুখে শুনিতে কি পারে জয়ধ্বনি?

৮

দশনে দশন চাপি কহে বীরবর,
—চল মহারাষ্ট্র-বাসি! মোগল কটক নাশি,
শত্রুর শোণিতে চল করিয়ে সাগর;
চল সবে ভাসি গিয়া তাহার উপর।

৯

দেখরে চাহিয়া সবে একি অলক্ষণ;
কোটী বীরধাত্রী যিনি, সে ভারত অনাথিনী,
মোগল-কলঙ্ক তারে করে আচ্ছাদন।
শূন্যবুকে জন্মভূমি করিছে ক্রন্দন!

১০

বীরশূন্য ভারত কি হয়েছে এমন?
জীবনে যে গতআয়ু, বহে নাকি প্রাণবায়ু,
এমন ক্ষত্রিয় কিহে নাই একজন,
মোগল-শোণিতে করে পদ প্রক্ষালন?

১১

ক্ষত্রিয়ের নাম শুনে কাঁপিয়াছে যারা,
তৃণসম যে সকলে, দলিয়াছ পদতলে,
ভারতের বক্ষে বসে স্পর্দ্ধা করে তারা,
কোন্ পাপে আর্য্যবংশ বলবীর্য্য হারা ?

১২

সামান্য নরের হাতে দেশের দুর্গতি,
কেমনে সহিব বল ? ত্বরা করি চল চল,
"কাপুরুষ শৌর্য্যহীন মহারাষ্ট্র জাতি !"
কেমনে শুনিব বল এ ঘোর আখ্যাতি ?

১৩

কোন্ ভয়ে ভীত এত, কি হেতু মলিন ?
ঐ যে কাঁদিছে দেশ, নাহি কেন দয়ালেশ,
কোন্ পাপে মহারাষ্ট্র মনুষ্যত্বহীন ?
উঠ উঠ উঠ, ওহে বালক প্রবীণ !

১৪

চল চল চল সবে যাই রণস্থলে,
ভারতের জয়রবে, জগত কম্পিত হবে,
মোগলের নাম লুপ্ত করি ধরাতলে ;
সিংহসম পশি চল মোগলের দলে।—

১৫

গর্জ্জিয়া উঠিলা যত ক্ষত্রিয়-সন্তান,
"জয় জয় জয়" রবে, চলিলা সঘনে সবে,
মহাবল মহাবুদ্ধি বীর্য্যের আধান,
উঠিল হুঙ্কারধ্বনি প্রলয় সমান।

১৬

চতুরঙ্গ দলে সবে রণস্থলে ধায়।
চিত্ত স্থির নহে কার, মুখে শব্দ "মার মার!"
দারা পুত্র বন্ধু মুখে ফিরে নাহি চায়,
দেশার্থে জীবন যাবে কোন্ ক্ষতি তায়?

মানবের ভাগ্য।

নন্দনকাননে বসি বৃন্দারক এক,
মানবের ভাগ্য-লিপি ভাবিলা অনেক;
জন্ম মৃত্যু রোগ শোক উত্থান পতন,
এ সকলে পরিপূর্ণ মানবজীবন
নিরখিয়া, মনে হলো প্রশ্নের উদয়—
"মর্ত্ত্যভূমি কেবলি কি দুঃখের আলয়?"

এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া অমনি,
সুরলোক ত্যজি সুর আইলা অবনী।

বিচিত্র ধরিত্রী-শোভা করি বিলোকন,
পুলকে পূর্ণিত হলো ত্রিদশের মন;
কোন স্থানে গিরি-শৃঙ্গ পরশে গগন,
শিরে শুভ্র জটাভার যোগীন্দ্র যেমন;
কটিতটে মেঘাম্বরে বিদ্যুত-প্রকাশ,
বীরবর-অঙ্গে যেন দীপ্ত চন্দ্রহাস;
কোথা শোভে স্রোতস্বতী শ্যামল প্রান্তরে,
রজতের ধারা যেন ধরা-বক্ষ পরে,
তীরে অট্টালিকাপূর্ণ সুন্দর নগর,
দুকূলে তরণী-শ্রেণী কিবা মনোহর।
ফলশস্য-পরিপূর্ণ প্রান্তর কানন,
মকরন্দ-গন্ধ বহে মন্দ সমীরণ;
নিভৃতে নিকুঞ্জে সুখে বিহঙ্গম গায়,
নাচিছে কুরঙ্গ, ভৃঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়।
এই সব হেরি সুর ভাবিলা তখন —
নহে শুধু দুঃখময় মানব-জীবন।

এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে সুরবর,
অদূরে দেখিলা এক নগর সুন্দর;
পশিলা নগর মধ্যে বড় কুতূহলে,

সম্মুখে দেখিলা পুরী অতুল ভূতলে।
কনকরচিতগৃহ মুকুতা-খচিত,
অগণিত রত্নজালে রয়েছে সজ্জিত।
মধ্যে এক সিংহাসন বড়ই উজ্জ্বল,
ইন্দ্রধনুসম যেন করে ঝল মল।
সুন্দর পুরুষ এক রাজ-আভরণে,
হাস্যমুখে উপবিষ্ট সেই সিংহাসনে;
শিরে শোভে জয়মাল্য রাজদণ্ড করে,
কটিতে উলঙ্গ অসি ধক্ ধক্ করে;
অভিমান বিস্ফুরিছে নয়ন যুগল,
মানব-শোণিতে ধৌত হস্তপদতল;
চারি দিকে বসিয়াছে পাত্র মিত্র শত,
দিনেশে বেষ্টিয়া গ্রহ উপগ্রহ মত;
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ বন্দী গায় গীত;
উঠিয়াছে সঙ্গীতের স্বর সুললিত।
মানুষের সৌভাগ্যের সীমা নাহি আর,
এত ভাবি সুর চিত্তে আনন্দ অপার।
হেনকালে অকস্মাৎ মহাকোলাহলে,
আইলা বীরেন্দ্র এক নিয়ে দল বলে।
জ্বালিলা প্রবল অগ্নি সেই রম্য পুরে,
বহিল প্রবল স্রোত মানব-রুধিরে।

সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল যেই জন,
আগন্তুক সঙ্গে সেই আরম্ভিল রণ।
কিন্তু সে বীরেন্দ্র তার শিরচ্ছেদ করি,
স্বহস্তে উষ্ণিষ অসি লইলেন কাড়ি;
সেই ছত্রদণ্ডসহ সেই সিংহাসনে,
আপনি বসিলা পুনঃ সহাস্য বদনে।
মানুষের সৌভাগ্যের এইরূপ শেষ,
নিরখিয়া সুরচিত্ত সন্তপ্ত বিশেষ।
সেই দৃশ্য পরিহরি চলিলেন সুর,
মনের মালিন্য যাহে জন্মিল প্রচুর;
ক্ষুণ্ণ মনে দূর বনে করিলা গমন।
তপস্বী আশ্রম এক অতি সুশোভন,
দেখিলেন, পরিপূর্ণ ফুল আর ফলে,
নিত্য ধৌত পাদমূল নির্ঝর সলিলে;
নির্জ্জন কুটীর মাঝে অজিন আসনে,
বসিয়া তাপসবর গম্ভীর আননে,
দেখিলেন, করিছেন বিভু গুণ গান,
নিরখিয়া পুলকিত আদিত্যের প্রাণ।
ভাবিলেন—চিন্তা ভয় ভাবনা রহিত,
এই সাধু ভাগ্যশীল হইবে নিশ্চিত।
দেখিতে দেখিতে সেই সাধুর বদন,

বিষাদ-কালিমাময় হইল তখন ;
নয়ন মুদিয়া সাধু কুঞ্চিত কপোলে,
অভিষিক্ত হইলেন নয়নের জলে।
অকস্মাৎ পূর্ব্বভাব কেন পরিহার,
সুনীল গগনে কেন মেঘের সঞ্চার ?
জানিতে কারণ তার দৈবশক্তি-বশে,
অমনি পশিলা সুর সাধুর মানসে।
দেখিলেন সুর, স্মরি বিগত জীবন,
দেখেন তাপস বড় দুঃখের স্বপন।

ছেড়েছেন তাপস সংসার পরিবার
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মাত্র হয় নাই তাঁর ;
অকাল-শিশিরে যথা কুসুম কুঞ্চিত,
সাধুর হৃদয়-গ্রন্থি নহে বিকশিত ;
প্রীতি শান্তি পবিত্রতা আদি গুণচয়,
কার্য্যক্ষেত্রে পরীক্ষিত পরিপুষ্ট নয়।
ধর্ম্ম তাঁর ভাবুকতা, জ্ঞান সংস্কার,
কর্ম্মকাণ্ড সব পণ্ড অনুষ্ঠান সার,
অশান্তিতে পরিপূর্ণ চিত্ত সর্ব্বক্ষণ,
ধ্যানযোগে দেখিছেন দুঃখের স্বপন।

তপস্বীর এই দশা করি দরশন,
বিষাদে বিদগ্ধ হলো ত্রিদশের মন।

ভাবিলেন—নরভাগ্য দুঃখের ভাণ্ডার,
নরলোকে ভাগ্যশীল কেহ নাহি আর।
এইরূপ ভাবনায় আকুল হইয়া,
অন্য মনে দূর পথে উত্তরিলা গিয়া।
দেখিলেন, সেই পথে যুবা এক জন,
দ্রুত পদে ব্যস্ত হয়ে করিছে গমন;
অদৃশ্য হইয়া সুর সে যুবার সঙ্গে,
দেখিতে নূতন দৃশ্য চলিলেন রঙ্গে।
দেখিলা যুবক, পথে কিছু দূর গিয়া,
কাঁদিছে বালক এক পথ হারাইয়া;
অমনি যুবক তারে লইলেন কোলে,
মুছিলা নয়ননীর বসন-অঞ্চলে,
আরো কিছু দূরে যুবা করিয়া গমন,
অবলার আর্ত্তনাদ করিলা শ্রবণ;
নিকটে অরণ্য ঘোর তথা সেই ধ্বনি,
অরণ্যে যুবক দ্রুত পশিলা অমনি;
দেখিলা—রমণী এক দীনা হীনা বেশে,
কৃতান্ত-কিঙ্কর দস্যু ধরিয়াছে কেশে;
"রক্ষাকর অবলারে কে আছ কোথায়।"
এত বলি কাঙ্গালিনী ধুলায় লুটায়।
দস্যুর বাহুতে গুরু যষ্টির প্রহারে,

অস্ত্রশূন্য বীর যুবা করিলা তাহারে ;
অস্ত্রশূন্য হয়ে দস্যু হইল হতাশ।
পলাইল দূর বনে হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাস ;
আশ্বাসিয়া রমণীরে সুমধুর বোলে,
পথপ্রাপ্ত বালকেরে দিলা তার কোলে ;
ঘুচিল বিপদ, পেয়ে আপন সন্তান,
কৃতজ্ঞতা ভরে ভগ্ন রমণীর প্রাণ।
মধ্যাহ্ন সময়ে যুবা অতি দ্রুতপদে,
প্রবেশিলা গিয়া এক রম্য জনপদে ;
পশি এক বিদ্যালয়ে আনন্দিত মনে ;
নিযুক্ত হইলা যুবা পাঠ অধ্যাপনে ;
ধর্ম্মনীতি রাজনীতি দর্শন বিজ্ঞান,
কাব্য সাহিত্যের কত করিলা ব্যাখ্যান।
যথা কালে নিজ কার্য্য করি সমাপন,
বিদ্যালয় ছাড়ি যুবা করিলা গমন।
অদূরে রয়েছে এক অনাথ-আলয়,
অপরাহ্নে তথা গিয়া হইলা উদয় ;
অন্ধখঞ্জগণে দিলা নানা উপহার,
মাতৃহীন শিশুমুখে সুমিষ্ট আহার ;
রোগীরে ঔষধ দিলা বহু যত্ন করি,
আনন্দিত সবে যেন আত্মজনে হেরি।

হাসাইলা সকলেরে সুমধুর বোলে,
শুষ্ক ভূমি সিক্ত হলো শিশিরের জলে।
কতক্ষণে সেই স্থান করি পরিহার,
আপন আলয়ে যুবা চলিলা এবার।
কিছু দূর গিয়া যুবা করে দরশন,
পথিমধ্যে বৃদ্ধ এক করিছে রোদন;
সম্মুখে ভূতলে শব রয়েছে শায়িত,
অনন্ত নিদ্রায় তার নেত্র নিমীলিত;
কাঁদিতেছে বৃদ্ধ ঘন শিরে হানি হাত,
বিনা মেঘে মস্তকে হয়েছে বজ্রপাত!
বহু দিন পুত্র তার আছিল প্রবাসে,
পিতাপুত্রে একযোগে চলিয়াছে দেশে;
পথিমধ্যে কাল সর্প করিল দংশন,
তাহাতেই হইয়াছে যুবার মরণ।
আপনা বলিতে তথা কেহ নাহি তার,
কে দিবে সান্ত্বনা,আর কে করে সৎকার
বিদেশে বৃদ্ধের এই দশা দরশনে,
বহিল শোকের ধারা যুগল নয়নে,
প্রবোধ কথায় বৃদ্ধে কিছু শান্ত করে,
দ্রুতপদে প্রবেশিলা গ্রাম অভ্যন্তরে,
উত্তরিল দুই চারি গ্রামিকে লইয়া,

চলিলা আপনি শব স্কন্ধেতে বহিয়া।
সুর বলে "ধন্য ধন্য মানব নন্দন,
দেবতার পূজ্য তুমি বট সর্ব্বক্ষণ।"
নদীতীরে সেই শব করিয়া সৎকার,
স্নানান্তে আলয়ে যুবা চলিলা আবার ;
অবশান হলো দিবা গোধূলি আইল,
প্রান্তর ত্যজিয়া গাভী গৃহেতে ধাইল ;
উড়িল বিহঙ্গকুল মৃদু কলরবে,
দিবসের অন্তে অতি শ্রান্ত যেন সবে।
সাধুকার্য্যে দিনপাত করি যেই জন,
এইরূপ সন্ধ্যা-শোভা করে বিলোকন,
ধরণী ধরেন যবে প্রশান্ত মূরতি,
অন্তরে বাহিরে তাঁর জন্মে কত প্রীতি!
রবির লোহিত ছবি অস্তগত প্রায়,
শোভিছে কিরণ-রেখা গগনের গায়।
তরুশিরে পড়িয়াছে তার চারু আভা,
হেমছত্র রূপে তরু পাইতেছে শোভা।
সেই তরু তলে এক সুন্দর কুটীর,
বহুমূল্য নয়, কিন্তু গঠনরুচির।
সম্মুখে সরসী এক শোভিত পুষ্করে,
বিহরে মরাল তাহে আনন্দ অন্তরে ;

তীরে শোভে তরু লতা ফল পুষ্পচয়,
পারিপাটী, কিন্তু বিলাসিতাপূর্ণ নয়।
নহে বহুদূর ঐ শান্তি-নিকেতন,
সতৃষ্ণ নয়নে যুবা করে দরশন।
সন্ধ্যা সমাগত দেখি সত্বর হইয়া,
আলয়ে আইলা যুবা আনন্দিত হিয়া;
দেখিলা,—জননী তার অলিন্দে বসিয়া,
হাস্য পরিহাসে রত নাতিনী লইয়া;
বৈকালিক ভোজনের করি আয়োজন,
যথাকালে গৃহকার্য্য করি সমাপন,
পত্নী তার শিশু পুত্রে লয়েছেন কোলে,
প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া অশোকের তলে।
   আইলা যুবক যাই গৃহের দুয়ারে,
বেষ্টন সকলে আসি করিলা তাহারে;
'বাবা' বলি ধেয়ে এল তনয়া তনয়,
দোঁহারে ধরিলা বক্ষে, বিলম্ব কি সয়?
চুম্বিলা দোঁহার মুখে ব্যাকুল হইয়া,
প্রণয়িনী স্মিতমুখ সে রঙ্গ দেখিয়া।
বৃহৎ কুক্কুর এক গৃহের রক্ষক,
প্রভুর প্রদত্ত নিত্য প্রসাদ ভক্ষক;
লুটায়ে পড়িল আসি প্রভুর চরণে,

পরিতুষ্ট হলো পশু মধুর বচনে।
অঙ্গনে আছিল গাভী ধবলী শ্যামলী
প্রভুর নিকটে তারা আসে দোঁহে মিলি,
গলে হাত দিয়ে প্রভু করিলে আদর,
ক্ষণ পরে গেল তারা আপনার ঘর।
এইরূপে প্রেমের কৌতুক হলে সাঙ্গ,
সুশীতল সমীরণে স্নিগ্ধ হলো অঙ্গ;
অল্পমাত্র জলযোগ করিয়া তখন,
আরম্ভিলা পতি পত্নী গ্রন্থ অধ্যয়ন।
পত্নী পড়েন গ্রন্থ, শুনিছেন পতি,
মীমাংসা করেন দোঁহে করিয়া যুকতি।
কভুবা উভয়ে ঘোর চিন্তায় মগন,
হাস্য পরিপূর্ণ কভু দোঁহার বদন;
কভু ভাবে গদ গদ দম্পতির প্রাণ,
বলিহারি বিধাতার বিচিত্র নির্ম্মাণ।
এক বৃন্তে দুটী ফুল কিবা সুশোভন,
ধন্য রে দাম্পত্য প্রেম ভবের ভূষণ।
অধ্যয়ন শেষে যুবা বসিলা আহারে,
আদরিলা প্রণয়িণী নানা উপচারে।
কি ছার পলান্ন আর পিষ্টক পায়স,
ধনীর রসনা যাতে সতত অলস;

শত শত দরিদ্রের শোণিত শোষিয়া,
পঞ্চামৃত ভুঞ্জে যেই মন্দিরে বসিয়া,
শ্রমকরি প্রতিবেশী অন্নাভাবে মরে
যার, শত ধিক্ সেই গৃধ্র সম নরে!
দরিদ্রের শাক অন্ন বিলাসবিহীন,
যার উপার্জ্জনে পাপে নাহি যায় দিন,
দরিদ্র দুর্ব্বল কিম্বা ক্ষুধাতুর জনে,
পুণ্যসৃষ্টি হয় যার মুষ্টি বিতরণে;
সেই শাক অন্ন বটে সুধার সমান,
প্রিয় জন স্নেহভবে করে যদি দান।
আহার করিয়া আসি বসিলা দম্পতি,
ইষ্টদেব-আরাধনে অতি শুদ্ধমতি;
ভক্তি ভরে গদ গদ, মুদিয়া নয়ন,
মধুর সঙ্গীতে করে গুণানুকীর্ত্তন;
প্রেমঅশ্রু দোঁহাকার নয়নে উদিল,
কমলের দলে যেন শিশির শোভিল!
কর যোড়ে সমস্বরে করিলা প্রার্থনা,
"কভু যেন পাপপথে যায় না বাসনা।
হে ঈশ্বর, তব প্রতি থাকে যেন প্রীতি;
তব প্রিয় কার্য্যে সদা থাকে যেন মতি;
জীবনে তোমার ইচ্ছা হউক সফল,"

এত কহি সম্বরিলা নয়নের জল।

আরাধিয়া ইষ্টদেবে করিয়া শয়ন,
সুখ নিদ্রাবশে যুবা হ'ল অচেতন।
ধরাতলে এ পবিত্র দৃশ্য নিরখিয়া,
পুলকে পুর্ণিত হলো ত্রিদশের হিয়া ;
ভাবিলেন—সাধুতাই সুখের নিলয়,
মানবের ভাগ্য কভু নহে দুঃখময় ;—
প্রীত মনে দম্পতিরে আশীর্ব্বাদ করি,
সুরলোকে গেলা সুর ধরা পরিহরি।

বাঙ্গালার বর্ষা।

১

আইল বরষাকাল, নদ নদী বিল খাল,
নূতন সলিলে সব পরিপূর্ণ হইল ;
অবিরাম হয় বৃষ্টি, বুঝিবা নাশিবে সৃষ্টি,
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন কোটী ছিদ্র হইল।

২

ঠুশ্ ঠাশ্ পড়ে শীল, মরে যত কাক চিল,
গোষ্ঠ ছেড়ে ধায় গাভী পেয়ে মহাত্রাস ,
আকাশের দুষ্ট ছেলে, যেন সবে ঢেলা ফেলে,
পৃথিবীর ফল শস্য করিতেছে নাশ।

৩

তর্ তর্ সর্ সর্, বায়ু বহে নিরন্তর,
বৃক্ষশাখা হতে জল ঝুড়্ ঝুড়্ পড়িছে ,
শোকভরে তরু যেন, নিশ্বাস ছাড়িছে ঘন,
নয়নেতে অশ্রুবিন্দু ঝর ঝর ঝরিছে।

৪

প্রান্তরে কৃষকগণ, করি সবে প্রাণপণ,
করিতেছে কৃষিকার্য্য, রাজ্য যাহে বাঁচিছে ;
পায়েতে লেগেছে জোঁক, গায়ে লাগে শুঁয়পোক,
তথাপি চাষার মন আশাভরে নাচিছে।

৫

বিহঙ্গ-পতঙ্গগণ, বিষাদিত অনুক্ষণ,
নিবিড় শাখার তলে বসে শুধু থাকিছে ;
কেবল সময় পেয়ে, পেট পূরে জল খেয়ে,
চাতক "দে জল" বলি জলধরে ডাকিছে।

৬

যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে,
পঙ্কিল সলিল পানে মণ্ডুকেরা ধাইছে ;
আনন্দে সাঁতার দিয়ে, মাথা মাত্র ভাসাইয়ে,
উচ্চনাদে বরষার কতগুণ গাইছে।

৭

নব জলধর সঙ্গে, সৌদামিনী কত রঙ্গে,
মুচকে মুচকে হাসে বড়ই সুন্দর ;
জলদ অনেক স্নেহে, লুকায়ে আপন দেহে,
গদ গদ ভাবে তার বাড়ায় আদর।

৮

সেই শোভা নিরখিয়া, নিজ পুচ্ছ বিস্তারিয়া,
ময়ুর ময়ুরী নাচে আমোদে বিহ্বল ;
কভু নাচে ডালে ডালে, কভু কদম্বের ডালে,
বসি উচ্চ কেকা রবে করে কোলাহল।

৯

ফুটেছে হিঁজল ফুল, যেন বঙ্গ-বধূকুল,
নিবিড় অরণ্য মাঝে আছে লুকাইয়া ;
অপরূপ রূপ ধরে, গন্ধে আমোদিত করে,
অনাদরে ঝরে পড়ে যেতেছে পঁচিয়া।

১০

জলে গর্ত্ত গেল ভরে, কৃমি কীট দায়ে পড়ে,
লোকালয়ে তরুপরে লইল আশ্রয় ;
মশকেরা গায় গীত, মক্ষিকারা হরষিত,
কুলায়ে ডাহুক ডাকে তুষ্ট অতিশয়।

১১

আজি যেই জন সুখী, কালি সেই হয় দুখী,
এইরূপে যাইতেছে জীবের জীবন ;
ছয় ঋতু সম্বৎসরে, আসিতেছে পরে পরে,
করিবারে জগতের মঙ্গল সাধন।



দম্ভাসুরের আত্মপরিচয়।

১

আর্য্য দেশে জন্মি, বীর্য্য-অবতার,
কাব্য উপন্যাসে পরিচয় তার,
শত শত শত আছে ;
মহাবুদ্ধিমান দম্ভ মোর নাম,
মহাতেজীয়ান, মহাবলবান,
আমা সম কেবা আছে ?

২

ব্রহ্মার মস্তক করিয়া বিদীর্ণ,
অবনী মণ্ডলে হই অবতীর্ণ,
সকলেরি পূজ্য হই ;
কিবা রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু অবতার,
চন্দ্র সূর্য্যবংশ বটে কোন্ ছার,
কারো কাছে হীন নই।

৩

এ ভারত ভূমি মম অধিকার,
একছত্রী রাজা আমিই ইহার,
শ্রেণীবদ্ধ আমি করেছি সবে ;

যাহারে যে স্থানে করেছি স্থাপন,
করেছি যে কর্ম্মে যার নিয়োজন,
চিরকাল সেই সেখানে রবে।

৪

সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র যে হইবে পার,
সেই বটে ঘোর অয়াতি আমার,
সেই ত্যাজ্য মূঢ়-মতি;
রমণী পুরুষ যবন ব্রাহ্মণ,
একাসনে আনি বসায় যে জন,
তারে দেই দণ্ড অতি।

৫

বেদ কি বেদান্ত বাইবেল কোরাণ,
যে পড়ে সে জন বড়ই অজ্ঞান,
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম সকলি মিছে;
আমি ধর্ম্মগুরু, আমি পুরোহিত,
সর্ব্ব কর্ম্মে আমি করে থাকি হিত,
চতুর্ব্বর্গ ফল আমারি কাছে।

৬

রাম মোহন কিম্বা নানক চৈতন্য,
মানুষের মধ্যে কভু নহে গণ্য,
করেছিল তারা যত স্বেচ্ছাচার;

কেহ যদি হয়ে থাক শক্তিহীন,
খুঁজে দেখ শাস্ত্র করে তন্ন তন্ন,
অস্মদের সেবা আর্য্য ধর্ম্ম সার।

৭

হয়েছে দেশের বড়ই দুর্দ্দিন,
শত বঙ্গযুবা হয়ে অর্ব্বাচীন,
নূতন সমাজ গড়িতে চায়;
জাতি বর্ণ ভেদ বিলোপ করিয়ে,
বলে ধরে দেয় বিধবার বিয়ে
সকলে মিলিয়ে "অখাদ্য" খায়।

৮

চলিয়াছে সবে যার যে প্রকার,
দেশাচারে দৃষ্টি নাহি মাত্র কার,
ভাঙ্গিতেছে সবে কৌলিন্য-বন্ধন।
বংশে যদি কারো জনমে সন্তান,
ব্রাহ্মণে বিগ্রহে নাহি কিছু দান,
সংবাদ কাগজে দেয় বিজ্ঞাপন।

৯

রাজ-শক্তি যদি থাকিত আমার,
এ সব লোকের ভাঙ্গিতাম ঘাড়,
পুড়িতাম সবে জ্বলন্ত অনলে;

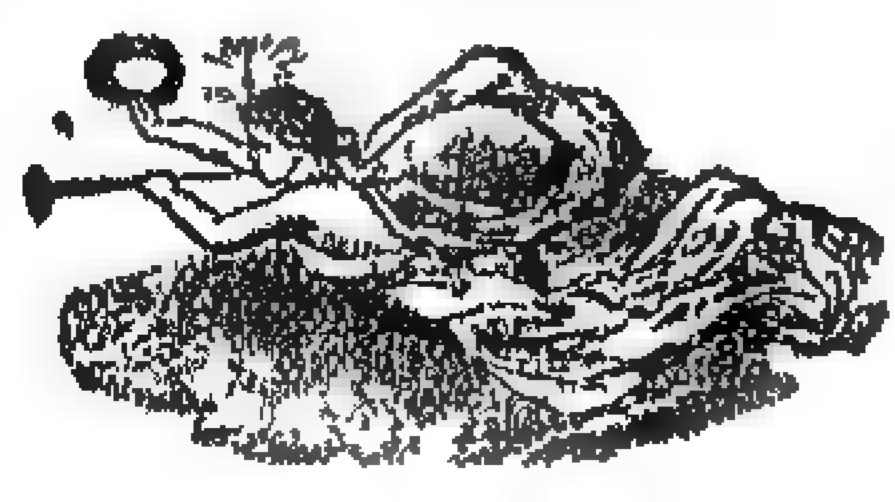
কিন্তু এবে ক্রোধে দুঃখ মাত্র সার,
গিয়েছে যে দিন, আসিবেনা আর,
এবে কার্য্যোদ্ধার করিব কৌশলে।

১০

সদা উচ্চারিব "আর্য্য আর্য্য" নাম,
সাহেবের হাতে দিব শালগ্রাম,
বিলাত-ফেরতে করিব বশ ;
সাহেবি খানায় আর গঙ্গাজলে,
ক্রিয়া কর্ম্ম যত করিব কৌশলে,
সামাজিক বলে ছুটিবে যশ।

১১

কব শত মিথ্যা ক্ষতি নাহি তায়,
ভ্রূণহত্যা পাপে হইব সহায়,
তবু ছাড়িব না আপন বড়াই ;
আমি দম্ভাসুর পাপের সোদর,
ভারতে শাসিব সহস্র-বৎসর,
মোর হাতে তার নিষ্কৃতি নাই।



বালবিধবার স্বপ্ন।

১

সখিরে, আমি হেন অভাগিনী ;
নাহি জানি পতি, কিবা সে মুরতি,
বিবাহ কি নাহি জানি !
(সখি) মা বাপ নিদয়, শৈশব সময়ে পরহাতে সঁপি দিল।
আমি) অনিচ্ছাতে সই, খেলিনু তখন,
সে এক দুঃখের খেলা।

২

সখিরে কি কব প্রাণের জ্বালা।
ছিঁড়িয়া কলিকা, কণ্টকলতায় বিঁধিয়া গাঁথিলা মালা।
(সখি) তাতেও আবার, বিধাতা বিমুখ,
সেও মালা ছিঁড়ে গেল ;
আমি ধুলায় পড়িয়া,যাই গড়াগড়ী এ মোর কপালে ছিল !

৩

সখিরে, বিধাতা নিঠুর অতি,
দুঃখের অনলে, দহিতে নিয়ত, গড়েছিলা এ মুরতি,
(সই) হেন যদি বিধি, করিলা অবিধি,
কেননা হরিলা স্মৃতি ?
কেনলো স্বজনি, বাসনা কামনা, (পাপ)
হৃদয়ে করিলা স্থিতি।

৪

সখিরে, কাল নিশি অবসানে ;
দেখেছি যে রূপ, পাসরিতে নারি,
ধৈরয ধরে না প্রাণে।
(সখি) কুসুমকাননে, একাকী বিরলে, যখন ছিলাম বসি ;
(আমি) সহসা দেখিনু, হাসিতে হাসিতে,
ভূতলে নামিল শশী।

৫

সখিরে, কি কব রূপের কথা ;
সে মুখ স্মরিতে, ঝরে দুনয়ন, মরমে উপজে ব্যথা।
(হায়) কিবা অনুপম, সে শ্যাম মুরতি, বদনে প্রীতির ভার,
(সেই) চাহিতে চাহিতে, দেখিতে দেখিতে,
হরেনিল মন আমার।

৬

সখিরে, কিবা সে মধুর ভাষা।
শুনিতে শুনিতে, বাড়িল পিয়াস, না পূরিল মনআশা।
(জিনি) বংশীর সুরব, কোকিল-কাকলি,
কহিলা করুণ স্বরে—
"(বড়) ভাল বাসি আমি, তোমারে সুন্দরি,
এসেছি তোমার তরে।"

৭

সখিরে, আমি হেন অভাগিনী ;
'ভালবাসি তোরে, এমধুর কথা, জনমে কভু না শুনি ।
(হলো) আলুথালু প্রাণ, হারাইনু জ্ঞান, হইনু পাগলপারা,
(তখন) খসিল বসন, ঘনবহে শ্বাস, স্থির দু নয়নতারা ।

৮

সখিরে, কি কব এ পোড়া মুখে ;
মনে হলো সাধ,কণ্ঠহার করি, পরি সে রতনে বুকে ।
(আমার) মনে হলো সাধ, পড়িনু প্রমাদে, দুরু দুরু
হিয়া কাঁপে ,
(তখন) চারিদিকে চাই, দেখে যদি কেহ, পুড়িব
কলঙ্ক-তাপে ।

৯

সখিরে, বলিতে বিদরে হিয়ে ;
নেহারিনু আমি, সেই রূপরাশি নয়নে নয়ন দিয়ে ।
(তখন) সেই সুধাকর,কোমল দুকর,কণ্ঠেতে করিল দান ;
(অমনি) সাপটিয়া সই, ধরিনু উরসে, পরশে অবশ প্রাণ

১০

সখিরে, আচম্বিতে এ কি হলো ;
অধরে চুম্বিতে, পুর্ণিমার চাঁদ, আকাশে মিশিয়া গেল ।

(সখি) হইতাম যদি, বনবিহঙ্গনী, উড়িতাম তার তরে ;
(আমি) হইতাম সুখী, বারেক নিরখি, সেই পূর্ণ শশধরে।

১১

"সখি রে, আমি হেন অভাগিনী ;
পাপ-পরশ,সহেনা সে দেহে, হায় আগে নাহি জানি!
(আহা) পাই যদি পুনঃ, সেই সুধাকরে, দেখিয়া ঘুচাই ক্ষুধা ;
(আমি) দূর হতে সই, চকোরের মত, খাই সে মুখের সুধা!

১২

সখিরে, পাসরিয়া ভয় লাজে ;
যোগিনী হইয়া, বেড়াইব সখি, গহন কানন মাঝে।
(সখি) কখনও হাসিব, কখনও কাঁদিব, কভু পড়ি ধরাতলে।
(আমি) নখরে কাটিয়া, সরোবর সই, ভরিব নয়নজলে।

১৩

সখিরে, সেই সরোবর মাঝে ;
কুমুদিনী হয়ে, বেড়াব ভাসিয়ে, দেখিতে সে দ্বিজরাজে।
(আমি), আকাশের পানে, থাকিব চাহিয়া, ঐ রূপ করিব ধ্যান।
(সখি) না পাইলে তারে, অগাধ সলিলে, ডুবিয়া ত্যজিব প্রাণ!

সখিরে, কি কাজ বিলম্ব করি ;
আর এক পথ আছেরে আমার, শোন তবে সহচরী—
(সই) সাজাইয়া চিতা, জ্বলন্ত অনলে,পাপদেহ কর ছাই !
মনের আগুন, মিশিবে আগুনে,
(আমার) বেঁচে থেকে কাজ নাই !
সখিরে, সেই সুখের শশ্মানপরে ;
অশোক বকুল, তমালের তরু রোপিস যতন করে।
(যখন) পথিক আসিয়ে, পথশ্রান্ত হয়ে,
বসিবে সে তরুতলে ;
(তখন) কহিস "এখানে,বঙ্গের বিধবা,
পুড়িয়াছে চিতানলে।"

উদ্দীপনা।

দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ দুরাণী-
অত্যাচার-পীড়িত পঞ্চনদবাসীদিগকে
এইরূপে উত্তেজিত করিতেন।

১

উঠ রে ভারতি উঠ একবার,
পারি না দেখিতে এই দশা আর,
কেন এ দারুণ কলঙ্কের ভার
ধরিস্ গলে ?
উঠ একবার কর রিপুক্ষয়,
কেন হতজ্ঞান, কেন এত ভয় ?
ঐশ্বর্য্যে তোদের কেহ তুল্য নয়,
অবনীতলে।

২

বীরপুত্র তোরা বীরবংশধর,
ধর্ম্মশীল জাতি পৃথিবী ভিতর ;
(হা বিধাত ! এ কি কপাল-লিখন,)
আর্য্যাবর্ত্তে নাই বীর্য্য অভিমান,
ধর্ম্মক্ষেত্রে লুপ্ত হ'লো ধর্ম্মজ্ঞান,
ভারত কি পাপ-নিদ্রায় মগন ! !

১৯

৩

সভ্যতার গুরু ছিল যে ভারতী,
(আজিও ভুবন ঘোষে এ ভারতী)
কোন্ কর্ম্মফলে তাদের সন্ততি,
অসভ্যের শেষ কি কব হায়!
শৃগাল শোশর ভারত-সন্তান,
আর্য্যজাতি বলে নাহি তার মান,
যবন বর্ব্বর করে তৃণ জ্ঞান,
এ দুঃখ কি আর সহন যায়!

৪

ভারত-সৌভাগ্য কেন হেন ক্ষীণ,
কে হরিল হায় সে সুখের দিন!
যেও ছিল আশা, তাও প্রায় লীন,
আর কারে ডাকি নাই রে কেহ!
নাহি আর্য্যজাতি আর্য্য নাম আর,
কেন "আর্য্য আর্য্য" বলি বারম্বার;
আর্য্যাবর্ত্ত কিরে হতো ছারখার,
আর্য্য বংশধর থাকিলে কেহ?

৫

কেন না ডাকিব? অবশ্য ডাকিব,
আজ একবার ডাকিয়া দেখিব,

আর্য্যের শোণিত যেখানে রয় ;
সেখানে পড়িয়া করিব চীৎকার,
মৃতপ্রাণে হবে জীবন-সঞ্চার,
সেখানে আশার নাহিরে ক্ষয়।

৬

কেন না ডাকিব ? এখনো হৃদয়,
বলে, "আর্য্যভূমি বীর্য্য শূন্য নয়,"
আশায় বাঁধিয়া রেখিছি প্রাণ ;
গিয়েছে সকলি—হবে আর বার,
উত্থান পতন নাহি হয় কার ?
এখনো আশার নাই নির্ব্বাণ।

৭

আয় রে ভারতি, আয় সবে মিলি,
একবার ধরে জননীরে তুলি,
মায়ের সুপুত্র তোরাই সবে ;
মানুষ হইয়া পশুর অধম,
কেন রে এমন বিহীন-উদ্যম,
থাকিতে জীবন হলি রে ভবে ?

৮

নাই কি তোদের ? এ বিপুল দেশ,
ধন ধান্য কত নাহি তার শেষ ;

কে পারে এ মাটী তুলিয়া নিতে ?
আইল যুনানী মহাবীর্য্যবান্,
দলে দলে কত মোগল পাঠান,
নারিল এ মাটী তুলিয়া নিতে।

৯

আইল ভারতে কত উৎপাত,
কত শত বর্ষ করে রক্তপাত,
যেমন ভারত তেমনি রয় ;
কত কত রিপু আসে দলে দলে,
অন্য দেশ হলে যেতো রসাতলে,
তবু এ মাটীর নাহি রে ক্ষয় !

১০

সাহস সামর্থ্যে বাঁধিয়া অন্তর,
মাটীর উপরে দাঁড়া করি ভর,
দেখ একবার হয় কি না হয় ;
এই পুণ্যভূমে—দেখ একবার
পুণ্যের প্রভাব আছে কি না তার,
দেখ একবার হয় কি না হয় !

১১

কত কোটী কোটী কোটী বীরগণ,
আছিল ভরিয়া ভারত-ভবন,

স্রোতস্বতী পুণ্যবতী অগণন
বাহিত ভারতে, স্মর রে তাই ;
কত যোগেশের তপস্যার জল,
কত যে সতীর চিতার অনল,
এ মাটীর সঙ্গে মিশেছে সকল,
এ মাটীর কি রে দৈবশক্তি নাই !

১২

নাই কি তোদের ? দেহে নাই বল ?
শরীরের বল কেবল সম্বল
যার, কি পৌরুষ আছে রে তার ?
মহাবলবান করী মহাকায়,
অঙ্কুশের ভয়ে রহে মৃতপ্রায় !
সাহস সামর্থ্য, এই কথা সার।

১৩

সাহস সামর্থ্য, এই কথা সার,
খোল্ ইতিহাস পরিচয় তার,
শত শত আছে জগতময়।
সাহসের বলে অবলা যে বীর,
সাগর গোষ্পদ, গিরি নতশির,
সাহসের বলে জগতজয়।

১৪

সাহসে পাণ্ডব ভাই পঞ্চ জন
ভিখারী, জিনিল কুরুক্ষেত্র রণ।
কি সম্বল আর তাদের ছিল?
একাদশ অক্ষৌহিণী মহাবল,
ক্রমে ক্রমে তারা নাশিল সকল,
মানুষের মত প্রতিজ্ঞা পালিল!

১৫

সাহসের বলে মহম্মদ একা,
তুলিল অতুল বিজয়-পতাকা,
কত শত জাতি রণে দিল দেখা,
কটাক্ষে তাহারা পাইল ক্ষয়;
কাঁপিল আরব, কাঁপিল মিসর,
কাঁপিল যুনান, ভূমধ্যসাগর,
সুদূর বৃটন কাঁপে থর থর,
অৰ্দ্ধেক ভূভাগ করিল জয়!

১৬

নহে বহু দিন, আবার সাহসে,
একাকী লুথার শর্ম্মণের দেশে,
জ্বালিল আগুন চক্ষুর নিমেষে,
স্বদেশ বিদেশে যুরোপাময়;

গেল অন্ধকার পাপ অগণন,
পুড়িল রোমের ভাক্ত সিংহাসন,
কত মৃত জাতি পাইল জীবন ;
সাহস করিলে সকলি হয়।

১৭

নাহি কি তোদের ? নাই রে একতা,
শুনাইস নে আর ও দুঃখের কথা,
ও কলঙ্ককথা জগতময় ;
সেই যে দুর্দ্দিনে কুরুক্ষেত্র রণে,
দিলি বিসর্জ্জন জাতীয় বন্ধনে,
আর কিরে তাহা হবার নয় !

১৮

সাগর-উদ্দেশে ধায় প্রস্রবণ,
অতি ক্ষুদ্র তারা, কিন্তু এক মন,
তাই অবশেষে মিলিত হয় ;
দেশ দেশান্তর দেয় ভাসাইয়া,
কত রণতরী ফেলে গরাসিয়া ,
এক মন হলে একতা হয়।

১৯

আত্মসুখ রত তোরা কুলাঙ্গার,
আপনার দোষে হলি ছার খার,

করিলি ভারত কলঙ্কময়।
স্বদেশের হিত করিতে সাধন,
একবার সবে কর প্রাণপণ,
দেখ্‌তে একতা হয় কি না হয়।

২০

নাই বা হইল, নাই বা মিলিল,
ভারতের ভীরু কুপুত্র সকল,
থাকুক প্রমাদ-শয্যায় পড়ে!
একটী সুপুত্র থাকিলে ভারতে,
মায়ের এ দশা পারে কি দেখিতে,
একতা একতা একতা করে।

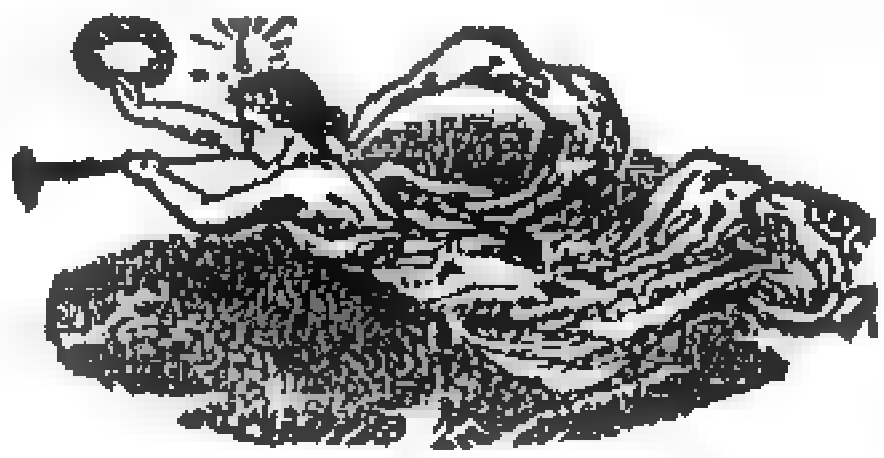
২১

যখন ভার্গব লয়ে ধনুঃশর,
সমূলে নাশিল ক্ষত্রিয় নিকর,
তখন একতা কোথায় ছিল?
বিদেশে যাইয়া বীর একজন,
রোমরাজপাট স্থাপিল যখন,
তখন একতা কোথায় ছিল?

২২

আবার যখন ভাগিরথী কূলে,
শচীর নন্দন প্রেমের হিল্লোলে,

ভাসাইল দেশ, একতা কোথায় ?
একটী সুপুত্র থাকিলে ভারতে,
মায়েব এ দশা পারে কি দেখিতে,
[redacted] দুঃখ কি আব সহন যায় !!



জাতীয় সঙ্গীত।

(সারস্বত উৎসব উপলক্ষে)

রাগিণী বেহাগ (মিশ্র)—তাল একতালা।

গাওরে আনন্দে সবে "ভারতীর জয়!"
সুবসন্তে শুভ দিনে, খুলি দেহ মন প্রাণে,
গাও সবে বন্ধুগণে, "ভারতীর জয়!"
রাগ তাল মান সঙ্গে, কল্পনা গাইছে রঙ্গে,
গাও সবে আজি বঙ্গে গীত মধুময়।
মধুর মলয়ানিলে, গায় ভ্রমর কোকিলে,
গায় সদা সবে মিলে "ভারতীর জয়!"
বেদমাতা শ্বেত-ভুজে, সুরাসুর সদা পূজে,
তোমার প্রসাদে হয় শমন-বিজয়।
দেহ দেবি দিব্য জ্ঞান, তেজ বীর্য্য অভিমান,
জাগিবে ভারত, গাবে "ভারতীর জয়।"
বাল্মীকি গৌতম ব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
বিক্রম ভাস্কর পুনঃ হইবে উদয়।
আলস্য ঔদাস্য ছাড়ি, তোমার সাধনা করি,
নীরব ভারতে করি আনন্দ আলয়॥ ৯॥

রাগিনী ঝিঁঝিট,—তাল আড়াঠেকা।

হায় কি কপাল দোষে এমন হইল রে ;
কণক-কমল-বন অনলে দহিল রে
অনন্ত সৌন্দর্য্য দিয়ে, কেন বিধি সাজাইয়ে,
জগতের বক্ষমাঝে ভায়তে রাখিল রে ?
আজি রাখি সিংহাসনে, কালিকে পাঠায় বনে ;
কোন্ অপরাধে বিধি এ বাদ সাধিল রে ?
ভারতের সেই জ্ঞান, সেই তেজ অভিমান,
ভারতের সেই ধন বল কে হরিল রে ?
কেন সেই বেদ-মন্ত্র, কেন সেই বীণাযন্ত্র,
কেন সেই তুরী ভেরী নীরব হইল রে ?
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যাহা, শ্মশান সমান তাহা,
নিরখিয়া নিরবধি ঝরে অশ্রু জল রে । ২ ॥

রাগিনী ললিত-বিভাস,—তাল একতালা

হায় কি কর্ম্ম-এলে, হেন পাপনলে,
সোনার ভারতে করিছে দহন ;
যত রত্ন ছিল, সকলি নাশিল,
(হলো) দাবানলে দগ্ধ নন্দন কানন !
পুণ্য-ভূমে যারা ছিল পুণ্যব্রত,
ক্রমে ক্রমে সবে হলো নিদ্রাগত ;

ভারত শ্মশানে নাচে অবিরত, (মরি হায় রে)
(নাচে) প্রেত পিশাচ দৈত্য অগণন ।
নাহি বেদ পুরাণ, নাহি শাস্ত্র তন্ত্র,
নাহি জ্ঞান ধ্যান, নাহি যোগ মন্ত্র ;
কেবল পাপমত্ত স্বার্থ-পরতন্ত্র ভারত-নিবাসীগণ ;—
স্বেচ্ছাচারে নাহি মানে কালাকাল,
মোহবশে নাহি ভাবে পরকাল ;
নাহি দান ধর্ম্ম তপ যপ কর্ম্ম ; (মরি হায় রে)
(সবে) কাল নিদ্রাবশে দেখিছে স্বপন ।
হইয়াছে হায় দেশের কি দুর্গতি,
বিভু পদে কারো নাহি মাত্র মতি,
কি বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী, দুষ্টমতি পরায়ণ ;—
হায় হায় এই মহাপাপানলে,
স্বর্ণভূমে সব যাবে রসাতলে
এ বিপত্তিকালে কে কোথা রহিলে,
(উঠ উঠ রে)
(আছ) ভারত-সন্তান ঘুমে অচেতন । ৩ ।

রাগিণী ভৈরবী (ভাঙা)—তাল আড়াঠেকা।

ভারত-সন্তান সবে, দেখরে নয়ন মেলে
পড়ে কি না পড়ে মনে, দুখিনী জননী বলে ?

কি ছিলেম কি হয়েছি, (ওরে) কত দুঃখ সয়ে আছি ;
(আর) কার মুখ চেয়ে বল, বাঁচিবরে ধরাতলে।
আছিল বিপুল ধন, বীর পুত্র অগণন ;
অভাগীর কর্ম্ম-দোষে, হারায়েছি সে সকলে।
ভিখারিণী আমি এবে, নিজ গৃহে পর ভেবে ;
পদে পদে পদাঘাত করিতেছে দস্যুদলে !
অচেতন স্পন্দহীন, দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ ;
জীবনে মৃতেরপ্রায়, হয়ে আছি শোকানলে।
অনাহারে মৃতপ্রায়, পিপাসায় প্রাণ যায় ;
জল বিন্দু বিনে আমি পড়ে আছি অন্তর্জলে।
স্মরি পূর্ব্ব যশোরাশি, নয়নের জলে ভাসি,
এ দুঃখ নাশিতে আমার কে আছে রে ভূমণ্ডলে। ৪

(মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ উপলক্ষে)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী,—তাল মধ্যমান।

সহিতে না পারি আর, এ যাতনা-ভার ;
কপালের লেখা ইহা, অন্য দোষ দিব কার !
আজি রাখি সিংহাসনে, কালিকে পাঠায় বনে ;
বুঝিতে না পারি হায়, একি বিধি বিধাতার।
স্মরি যবে পূর্ব্ব কথা, মরমে উপজে ব্যথা ;
কহিতে মনের দুখ, নাহি কিরে অধিকার ?

বাক্যরোধ কর যদি, যে দুঃখে দহিছে হৃদি,
দ্বিগুণ হইবে তাহা, এই কথা জেনো সার।
চির রাজভক্ত জাতি, যত ভারত-সন্ততি,
রাজ-দ্রোহী বলে তবু, কেন এ কলঙ্কভার?
দুঃখিনীর দুঃখরাশি, দেখরে ভারতবাসি,
অভাগীর ভাগ্যদোষে হয়েছ কি কুলাঙ্গার॥ ৫

রাগিণী বেহাগ,—তাল আড়াঠেকা।

কোথায় রহিলে সব ভারত-ভূষণ?
একবার এসে দুঃখিনীরে, কর দরশন।
সুরম্য কুসুমবন, দাবানলে দগ্ধ যেন,
নিঠুর শ্বাপদ পদে করিছে দলন!
কোথা রাম রঘুমণি, বীরত্ব-ধীরত্ব-খনি,
কোথা সীতা কোথা সতী, ভারতের প্রাণধন;
কোথা ভীষ্ম ভীমার্জ্জুন, কোথা যোগীঋষিগণ,
কোথা সেই নবরত্ন অমূল্য রতন!
অজ্ঞানতা অন্ধকারে, অধীনতা পারাবারে,
ভাসিছে ভারত ওই, ভরসা নাহি সংসারে;
জননীর এ যাতনা, কেহ দেখেও দেখেনা,
ভারত-সন্তান মোহ-নিদ্রায় মগন! ৬

রাগিণী ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

সহেনা সহেনা, প্রাণে আর সহেনা ;
প্রাণে আর সহেনা ভারত-যাতনা !
"ভীরু পাপমতি, ভারত-সন্ততি,"
এ দুঃখ-ভারতী প্রাণে আর সহেনা !!
স্বদেশে বিদেশে, রমণী পুরুষে,
করিছে ভারত-কলঙ্ক-ঘোষণা ;
মোহ-নিদ্রাগত, রহিল ভারত,
যুগ যুগ গত, হলোনা চেতনা।
চন্দ্র সূর্য্য কুলে, সবে আছে ভুলে,
কেহ চক্ষু তুলে চাহেনা চাহেনা ;
চাহি যার মুখে, সেই আছে সুখে,
ভারত-ভাবনা ভাবেনা ভাবেনা।
পাপেতে মলিন, হৃদয় বিহীন,
বুঝেনা বুঝেনা মায়ের বেদনা ;
করগে বিধাতঃ ভারত নিপাত,
মরমের ব্যথা রবে না রবে না !! ৭।

(ভারত-রমণীর হীনাবস্থা বিষয়ে)
রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড় ।

ভারত-নারীর দশা ভাবিতে প্রাণ বিদরে ।
দেখে বিষাদ-মূরতি দুনয়নে অশ্রু ঝরে !
রূপে গুণে অতুলনা, যত ভারত-ললনা,
দলিত কুসুম সম অনাদরে অত্যাচারে ।
যে দেশে সাবিত্রী জনা, সীতা দময়ন্তী খনা
জন্মেছিল, সেই দেশ ঢেকেছে কি অন্ধকারে !
ভারত-যুবকগণ, কর কর দরশন,
জননী ভগিনীগণ ভাসিছে দুঃখ-সাগরে
গৃহলক্ষ্মী রূপা যারা, মৃতপ্রায় আছে তারা ;
তাই এত পাপ তাপ, ভারতের ঘরে ঘরে !
অবলার যত্ন বিনা, ভারতের এ যাতনা,
ঘুচিবেনা ঘুচিবেনা, শত যুগ যুগান্তরে । ৮

(ঐ উপলক্ষে)
রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

চেয়ে দেখ দেখে ওহে ভারত-সন্তানগণ,
জননী জনমভূমি চির বিষাদে মগন ।
অজ্ঞানতা অধীনতা, পাপ তাপ দরিদ্রতা,
শত শত চিতানলে ভারতে করে দাহন ।

না জানি কি মহাপাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে,
কণক-পুত্তলি-সম, ভারত রমণীগণ।
শক্তিরূপা যে রমণী, গৃহলক্ষ্মী রূপা যিনি,
(সেই) অসহায়া অভাগিনী, হেরিতে বিদরে প্রাণ।
কিন্তু হায় যতদিন, রমণী রহিবে হীন,
রবে চির অস্তগত, ভারত-সুখ-তপন। ৯

(সামাজিক সম্মিলন উপলক্ষে)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

আহা কি আনন্দে আজ হৃদয় মগন,
নয়নে আনন্দ-ধারা হয় বরষণ;
সম্বৎসর পরে আজি শুভ সম্মিলন,
আয় সবে প্রাণ ভরে করি আলিঙ্গন।
সেই শুভ দিন ভাই করুরে স্মরণ,
জনমভূমির দুঃখ করি দরশন,
ভাই ভগিনী সবে, মিলেছিলেম এই ভাবে,
জননীর অশ্রুজল করিতে মোচন।
যত দিন এই দেহে বহিছে শোণিত,
প্রাণপণে কর ভাই স্বদেশের হিত;

এইরূপ মহোৎসবে, আনন্দে মিলিয়ে সবে,
করিব করিব মোরা সফল জীবন।
গাও তবে গাও সবে তুলি একতান,
গাওরে উৎসব-গীত খুলি মন প্রাণ;
এ সুখ সময়ে, মঙ্গল-আলয়ে,
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সবে কররে স্মরণ। ১১

রাগিণী খাম্বাজ (বংলা)—তাল একতালা।

গাও সবে মিলে বন্ধুগণে,
আনন্দমনে, ভারত-মঙ্গল;
উৎসবে মাতিয়ে গাওরে সকলে
তুলি একতান; শুনিয়ে, জুড়াবে, তাপিত
পরাণ; বহুদিন পরে পূরব-গগনে
উদিত সৌভাগ্য-তপন, অতি সুবিমল।
আছিল প্রকৃতি ঘুমায়ে, বিহঙ্গ নীরবে
কুলায়ে; সকলি জাগিল, সকলি হাসিল
আনন্দ অন্তরে। ঘুচে গেল অমাধার,
হৃদয়েতে কত আশার সঞ্চার-ভারত,
সন্তান, হয়ে একপ্রাণ উৎসাহে আকুল,
সবে করে কোলাহল।

ভারত-পুরুষ-রমণী, মিলিযে ভাই
ভগিনী, শোভিছে যেমতি সিন্ধু ভাগিরথী
ভারত-ভবনে ; জ্ঞানে প্রেমে বিভূষিত,
পুণ্যভূমি হইবে ভারত ; ভারত সন্তান,
সঁপে মন প্রাণ, ভারতের মুখ, পুনঃ
করিবে উজ্জ্বল। ১২

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

আজি শুভদিনে মরি কি আনন্দ হইল ;
হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দ-লহরী
নাচিয়া নাচিয়া উঠিল
কিবা সুখে আজি পোহাইল নিশি,
ঢালিল প্রকৃতি লাবণ্যের রাশি ;
উঠিল তপন মৃদু হাসি হাসি
উল্লাসে পবন বহিল।
ভারত-জননী চির বিষাদিনী,
পুত্র কন্যা লয়ে বসিলা আপনি ;
বহু দিন পরে, দেখরে দেখরে,
আহা কিবা শোভা হইল।

ঐ দেখ চেয়ে গত কথা স্মরি,
বহিছে নয়নে বিষাদের বারি,
ঐ দেখ আশা, ঐ দেখ প্রীতি,
বদনেতে পুনঃ ভাতিল।
যে আনন্দ আজ দেখিলাম সবে,
ভুলিবে কি প্রাণ যত দিন রবে?
শুভ দিনে আজ মৃতপ্রাণে ভাই
জীবন-সঞ্চার হইল।
স্বদেশের হিত করিতে সাধন,
এস তবে ভাই করি প্রাণপণ;
"জয় বিভু জয়!" গাওরে সকলে,
ভারতের দুঃখ ঘুচিল। ২৩

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

এস এস এস সবে, এস প্রিয় ভগ্নিগণ;
এ সুখ সময়ে আজি করি সবে আলিঙ্গন।
আহা কি সুন্দর শোভা, আহা কিবা পুণ্য-প্রভা,
হাসলো মধুর হাসি, বিকাশি শশীবদন।
ছিল যুগ যুগ ভরি, মোহ-অন্ধকারে পড়ি,
ভারতের নরনারী মৃত প্রায় অচেতন;

উঠিয়াছে প্রেম রবি, দেখলো নূতন ছবি,
ভ্রাতা ভগ্নী মাঝে কিবা পবিত্র প্রেম-বন্ধন।
নিশার স্বপন প্রায়, আগে ভাবিতেম যায়;
মন প্রাণ আঁখি ভরি কর তাই দরশন।
হইয়াছে শুভ দিন, থেকোনাকো উদাসীন,
জীবনের মহাব্রতে কর আত্মসমর্পণ।
স্মরিতে পূর্ব্বের কথা, মরমে উপজে ব্যথা,
কোথা সে সাবিত্রী সীতা ভারতের প্রাণ ধন!
সেই দেশে জন্ম লয়ে, সেই অন্নজল খেয়ে,
চির শোক দুঃখে মোরা রবো কি চির মগন?
শক্তিরূপা নারী হয়ে, শক্তির পরীক্ষা দিয়ে,
"অবলা" কলঙ্ক-কথা, কর কর বিমোচন;
জ্ঞান ধর্ম্মে হও ধনী, কর সবে জয়ধ্বনি,
ভারত নারীর যশে পূর্ণ হবে ত্রিভুবন ১৪

রাগিণী বিভাস—ঝাঁপতাল।

উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত সন্তানগণ;
থেকোনা থেকোনা আর মোহ নিদ্রায় অচেতন।
পোহাইল দুঃখ-নিশি, সুখ-সূর্য্য ওইরে,
হাসিল ভারতাকাশে, দেখরে মেলে নয়ন।

ঘোরতর অন্ধকার, পাপ নিশাচর আর,
ওই দেখ পলাইল, আর দুঃখ রবে না ;
জ্ঞানালোক প্রকাশিল, সুপবন বহিল,
ভারত কাননে ডাকে আশা বিহঙ্গিনীগণ।
সুপ্রভাতে শুভক্ষণে, চল সবে সযতনে,
আলস্য ঔদাস্য বশে আর কেহ থেকোনা ;
প্রেমের পতাকা তুলি, বিভুপদ স্মরিয়ে,
ভাসাও জীবনতরী, কর শীঘ্র আয়োজন ১৫

(জাতিভেদ লক্ষ্য করিয়া)

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

সাধের ভারতভূমি ঢাকিল কি অন্ধকারে।
সবে অন্ধ মহামোহে, মত্ত হয়ে পরদ্রোহে,
নিজ হস্তে নিজ গৃহ দুঃখানলে দগ্ধ করে।
কিবা মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কিবা আর্য্য কিবা শূদ্র,
কিবা ধনী কি দরিদ্র, শত্রুভাব ঘরে ঘরে ;
সবে বটে ভাই ভাই, কারো প্রীতি স্নেহ নাই,
সঁপিয়াছে দুঃখনীরে, জন্মভূমি জননীরে।
এই দগ্ধ পাপে হায় অনাহারে মৃতপ্রায়,
সহস্র ভারত-যুবা ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে

কেহ চির পরবাসে, দুঃখের সাগরে ভাসে,
জীবনেতে জীবন্মৃত অনাদরে অত্যাচারে।
এই দগ্ধ মহাপাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে,
দুঃখিনী ভারতনারী, ভাসিছে নয়নাসারে।
ভ্রূণহত্যা ব্যভিচারে, গেল দেশ ছারে খারে,
পাপীষ্ঠ ভারতবাসী দেখেও তা দেখেনারে। ১৬

(দরিদ্রতা লক্ষ্য করিয়া)

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

মরি কিবা মূরতি ভীষণ;
এ কি দৈত্য ক্রুর-দরশন।
পিঙ্গল নয়ন দুটি, ঘন দন্ত কটমটি;
জ্বলিছে উদর মাঝে, ঘোর হুতাশন।
লোল জিহ্বা ভীমদেহ, কারো প্রতি নাহি স্নেহ;
ভারতবাসীর করে শোণিত শোষণ।
সতীর সতীত্ব নাশে, মা হয়ে শিশুরে গ্রাসে,
নাহি রুচি নাহি শুচি, এমনি দুর্জ্জন।
কভু ধরি উগ্রবেশ, দুর্ভিক্ষে নাশিছে দেশ,
লক্ষ লক্ষ নারীনরে করিছে চর্ব্বণ।
দারিদ্র্যের অত্যাচারে, গেল দেশ ছারে খারে,
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যেন দহে হুতাশন।

ভারতের নরনারী, আলস্য ঔদাস্য ছাড়ি,
অসুরের অত্যাচার কর নিবারণ।
ছিন্ন কর মোহ পাশ, ছাড় দাসত্বের আশ;
চির দুঃখী চিরদাস, বিধির লিখন।
যার গৃহে হাহাকার, গৃহ-সুখ কোথা তার?
গৃহ সুখ লালসায় দেহ বিসর্জ্জন।
সাহস সামর্থ্য আর, জ্ঞান ধর্ম্ম কর সার,
ভবিতব্যে মন প্রাণ কর সমর্পণ।১৭

(সুরাপান লক্ষ্য করিয়া)

রাগিণী ষট্‌ভৈরবী—তাল একতালা।

আমার কাজ কিরে এ জীবনে;
আমি ছিলেম রাজরাণী, হলেম ভিখারিণী,
আর বিড়ম্বনা সহে না এ প্রাণে।
সহিতে না পারি এ ঘোর সন্তাপ,
করে অর্থনাশ দেয় মনস্তাপ,
হরি ধর্ম্ম-জ্ঞান, করে শত পাপ,
কি ঘোর রাক্ষসী পশিল ভবনে।
আশা ছিল যত শিক্ষিত সুজন,
অভাগীর দুঃখ করিবে মোচন;

কোথা হতে আসি, এ সুরা-রাক্ষসী
সহসা গ্রাসিল সে সব রতনে।
কণক-প্রতিমা কত যে যুবতী,
সুকুমার শিশু সুধাংশু যেমতি,
সুরার জ্বালায়, হলো অসহায়,
বুক ফেটে যায় সে দুঃখ স্মরণে।
হা সুরা-রাক্ষসি অনল-রূপিণি,
ভারতের সুখ আশা সংহারিণি,
এ বাদ সাধিবি স্বপনে না জানি,
সোণার সংসার আমার দহিলি আগুনে।
উঠ উঠ যত ভারত-কুমার,
জননীর দশা দেখ একবার;
অকালে অভাগী হই ছারখার।
রাক্ষসীরে এসে বধরে পরাণে।১৮



পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গীত।

(দক্ষযজ্ঞে সতীর প্রতি শিব)

রাগিণী ভৈরবী (অংলা) তাল আড়াঠেকা

যেওনা যেওনা সতি, বারে বারে করি মানা।
ভাবনা-সাগরে শিবে, তব শিবে ভাসা'ওনা।
পাঠাইতে দক্ষালয়ে, নাহি লয় এ হৃদয়ে;
ভয়ে যে কাঁপিছে অঙ্গ, অমঙ্গলের এ সূচনা।
ভাই বন্ধু মাতা পিতে, কেউ নাই আমার এজগতে;
(কত) সাধনের ধন সতী, জেনেও কি তাই জান না ?
সতীমন্ত্রে ব্রহ্মচারী, (আমি) সতীরূপ ভুলিতে নারি।
সতী ধ্যান সতী জ্ঞান, সতী যে পরম সাধনা।
কি শ্মশানে কি অরণ্যে, কি শয়নে কি স্বপনে,
সতীগত-প্রাণ শিব, সতী বিনে বাঁচিবে না।১৯

(হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদ)

রাগিণী আলাইয়া-ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

পিতঃ কর এই ভিক্ষা দান ;
ত্যজ পাপ অভিমান,
হরি নাম লয়ে, জীবন্মুক্ত হয়ে,
প্রহ্লাদের বধ প্রাণ।

তুমি পিতা আমার ধরণী-ঈশ্বর ;
তোমার আমার পিতা অনন্ত ঈশ্বর ;
তাঁরি শান্তি কোলে, ইহ পর কালে,
সকলেই পায় স্থান।
রত্ন-সিংহাসনে নাহি আমার আশা,
হরি-পদাম্বুজ কেবল ভরসা ;
হৃদয়-আসনে, বসায়ে সে ধনে,
কর্‌বো নিত্য সুধাপান।
করী-পদতলে পাষাণ-চাপনে,
অনলে গরলে কি ভয় মরণে ?
দয়াময় হরি, দিয়ে পদতরী,
করিবেন পরিত্রাণ।
সত্য সত্য পিতঃ এ প্রতিজ্ঞা করি,
এই স্তম্ভমাঝে আছেন আমার হরি ;
দেখ যদি পিতঃ দেখাইতে পারি,
"ভক্তের অধীন ভগবান" ।২০

(বাল্মীকির প্রতি)
রাগিণী সাহানা-বাহার—তাল যৎ।

নমি আমি কবিগুরু, তব চরণ-কমলে ;
স্মরিতে তোমার নাম, অজস্র প্রেম উথলে।

আর্য্যদের শিরোমণি, তুমি শত রত্ন-খনি ;
জগত মোহিতে কিবা কাব্য-শক্তি প্রকাশিলে।
শুভক্ষণে কবিগুরু, রোপিলে যে কল্পতরু ;
ভরিল ভারত-ভূমি তার কত ফুল ফলে।
ভবভূতি কালিদাস, মধু আদি কীর্ত্তিবাস,
সেই পুষ্পে গাঁথি মালা, পূজ্য হলেন ভূমণ্ডলে।
পুণ্যের ভাণ্ডার সম; তব চিত্ত অনুপম,
অপূর্ব্ব স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছে ধরাতলে।
জগতের অভিরাম, হেন গুণনিধি রাম,
সতীত্ব-রূপিণী সীতা, বিরচিলে কি কৌশলে।
ভাল শিক্ষা দিলে তুমি গাইছে ভারত-ভূমি,
জয় বাল্মীকির জয় !" "জয় সীতারাম !" বলে ।২

(লক্ষ্মণের প্রতি সীতা)

রাগিণী — তাল একতালা।

আহারে, কি হলো রে, এই ছিল কপালে ;
যত আশা করেছিলেম, সকলি গেল বিফলে।
রাজনন্দিনী রাজরাণী, আমি জনম দুখিনী ;
তোদের মুখ চেয়ে লক্ষ্মণ, সকল দুঃখ আছি ভুলে
বাঁধিয়া সাগর জলে, যে সীতারে উদ্ধারিলে ;
অবশেষে বনবাসে, তারে বিসর্জ্জন দিলে।

ভিখারিণী বনে রবো, রামরূপ ধ্যান করিব;
সেই মুখ নিরখিব, এই প্রাণ যাবার কালে।
জন্ম জন্মান্তরে আমি, পাইব রাঘব স্বামী;
এ জীবনে হের্‌বোনারে, মরি এই শোকানলে।
ওরে লক্ষ্মণ ধরি হাতে, লয়ে আমার রঘুনাথে;
সুখে থেকো অযোধ্যাতে,
(কভু) ভেবো না জানকী বলে।২৪

রাগিণী * তাল আড়াঠেকা।

ওরে শোন রে মেঘনাদ, ওরে শোন রে মেঘনাদ,
কুক্ষণে রামের সঙ্গে করেছি বিবাদ।
(সে যে) সামান্য এক বনবাসী, এই রক্ষ-দেশে আসি,
বাঁধিয়া সাগর, লঙ্কা করিল প্রবেশ। আবার
শত শত রক্ষবীরে, পাঠাইল যমপুরে, যম্বুক
সংহারে সিংহে একিরে প্রমাদ।
(ওরে) ভুবনবিজয়ী আমি, এই রক্ষরাজ্য-স্বামী,
পলকে ত্রিলোকে পারি করিতে প্রলয়; (যেজন) দেবতা-গন্ধর্ব্ব-ত্রাস, (তারে) নরে করে উপহাস, সহিতে না পারি হায় এই অপমান!

(আর) কাজ কি বিলম্ব করি, আস্পর্দ্ধা
করিছে অরী, নিমিষে সাগর-সেতু করহে বিনাশ ;
ডুবাও সাগর জলে, মম শত্রু দলে বলে,
ঘুচাও সত্বরে রামের সমরের সাধ।২৫

(বসুদেবের প্রতি দৈবকী)

রাগিণী ললিত-বিভাস—তাল একতালা।

দৈবকীর দশা দৈবকী-ভরসা,
বল্‌বো কি আর আমি, দেখে কি দেখনা ?
নিজ বক্ষের মণি, পরের হাতে দিয়ে,
কারাগারে আছি, শূন্য প্রাণ লয়ে ;
আর এ যাতনা সহেনা সহেনা,
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ আর বাঁচেনা বাঁচেনা।
কাল নিশিশেষে দেখেছি স্বপনে,
বৃন্দাবনে যত রাখালের সনে,
বাছা আমার ধেনু রাখে বনে বনে,
(ক্ষুধায়) মুখে কথা সরে না ;
হেন কালে আসি দুষ্ট কংশ-চরে,
সহসা ধরিল সেই সুধাকরে ;
মনে হলে আমার হৃদয় বিদরে,
(আমি) ঐ মুখ বুঝি আর দেখিবনা।২৬

(অভিমন্যু-শোকে উত্তরা)

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়াঠেকা।

ওরে নিদারুণ বিধি, এই কি করিলিরে ;
নয়নের মণি আমার, অকালে হরিলি রে !
যত আশা ছিল মনে, ফুরাইল এত দিনে ;
জীবনের সুখ-তারা আঁধারে ঢাকিলিরে।
অকারণে পাপরণে, বধিলি দুঃখিনী ধনে,
হাতে ধরে দুখিনীরে, সাগরে ভাসালিরে।
কোথা পিতা ধনঞ্জয়, কোথা কৃষ্ণ নিরদয় ?
অভাগীর প্রতি বুঝি বিমুখ সকলিরে।২৭

(বুদ্ধদেবের প্রতি)

রাগিণী বসন্ত-বাহার—তাল তেতালা।

ধন্য ধন্য শাক্যসিংহ পুরুষ প্রধান,
কোটী কোটী নারী নরে করিছে অভিবাদন।
রাজ্য ধন তেয়াগিয়ে, যৌবনেতে যোগী হয়ে,
জীবের দুঃখ নিবারিতে করিলে সাধন ;
দয়ারূপে অবতীর্ণ তুমি হে সুজন—
ধরার দুঃখ ঘুচাইতে করলে আত্ম-বিসর্জ্জন।

প্রেমেরপ্লাবনে তুমি, ভাসাইলে আর্য্যভূমি,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করিলে প্রচার ;
স্বার্থনাশে খুলে দিলে স্বর্গের দুয়ার—
সাম্য-মন্ত্র উচারণে কাঁপাইলে ত্রিভুবন।২৮

(পৃথ্বিরাজের প্রতি সংযুক্তা)

রাগিণী পিলুবাহার—তাল যৎ।

চল চল প্রাণেশ্বর, সমরে করি প্রস্থান ;
একাকী যাইবে বলে, বধো না দুখিনীর প্রাণ।
একাকী সমরে যাবে, এ দাসী কি গৃহে রবে ?
তা হলে যে হবে নাথ, পৃথ্বিরাজের অপমান।
দেহ শূল দেহ অসি, সমর-সাগরে ভাসি,
কটাক্ষে নাশিবে দাসী, যবনের অভিমান।
স্বদেশের শত্রু যত, যবনে করিব হত ;
মরিলেও নিত্য-ধামে তব পদে পাব স্থান।২৯

(বিধাতার প্রতি চৈতন্য)

রাগিণী আলাইয়া-ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

দীনে দয়া কর ভগবান ;
কর আশীর্ব্বাদ দান, দিয়ে পদতরী,
হে ভব কাণ্ডারি, কর দাসে পরিত্রাণ।

নিজ কৃত পাপে আছি ম্রিয়মাণ,
ধরার দুঃখে পুনঃ কাঁদে হে পরাণ।
আর এ যাতনা সহে না সহে না,
কর দুঃখ অবসান।
যে আশা দিয়েছ গৌরাঙ্গের প্রাণে,
উদ্ধারিবে পিতঃ মানব-সন্তানে,
তোমার প্রেম-রাজ্যে তোমার সেই কার্য্যে
যায় যেন দাসের প্রাণ।
গৃহে সচীমাতা জনম দুখিনী,
সতী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিহারা ফণী;
ওহে প্রেম-সিন্ধু, দিয়ে কৃপা-বিন্দু,
করো দোঁহে শান্তি দান। ।৩০।

(রামমোহন রায়ের প্রতি)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

কোথা গেলে রামমোহন, ওহে ভারত-ভূষণ।
স্মরিতে তোমার গুণ বিষাদে আকুল মন।
ধর্ম্ম-বীর শুদ্ধচিত, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
জ্ঞানে প্রেমে বিভূষিত, সুকবি তুমি সুজন।
সতীদাহ নিবারিতে, অবলারে উদ্ধারিতে,
ভারতের দুঃখ নাশিতে, করেছিলে প্রাণ পণ।

ধর্ম্ম সাধনের আশে, পার হলে আনায়াসে
পদব্রজে হিমগিরি ক'রে অসাধ্য-সাধন।
করিতে ধর্ম্ম প্রচার, গেলে সপ্ত সিন্ধু পার;
দেশান্তরে অকাতরে দিলে প্রাণ বিসর্জ্জন।
এক দিন প্রেমভরে, জগতের ঘরে ঘরে,
করিবে সকলে তব প্রিয় নাম উচ্চারণ।৩১

ব্রহ্মসংগীত।

রাগিণী বেহাগ (মিশ্র)—তাল একতালা।

গাওরে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয়!"
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁরে, গাইছে অনন্ত স্বরে;
গায় কোটী চন্দ্র তারা "জয় ব্রহ্ম জয়!"
জয় সত্য সনাতন, জয় জগত-কারণ,
জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি জয়!
অচ্যুত আনন্দ-ধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম,
জয় শিব সিদ্ধি দাতা মঙ্গল-আলয়।
ভুবনবিজয়ী নামে, চলি যা'ব শান্তি ধামে,
"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" কি ভয় কি ভয়?
হে প্রভু দীনশরণ, পাপ-সন্তাপ-হরণ
অধম সন্তানে নাথ দেহ পদাশ্রয়।৩২

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

সবে মিলে গাও রে এখন ;
গাও তাঁরে গায় যাঁরে নিখিল ভুবন।
বিহঙ্গ কাকলি ক'রে, যাঁর নাম সুধা-ক্ষরে,
মোহিত গগন গিরি, সুধাংশু তপন।
ছাড়ি মোহ-কোলাহল, সে আনন্দ-ধামে চল
শোন সে আনন্দ-ধ্বনি মুদিয়া নয়ন।
সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগত ভজনা করে,
প্রেম নয়ন মেলি কর দরশন।
হৃদয় মন্দির মাঝে, দেখ সে হৃদয়-রাজে,
মত্ত হয়ে কর তাঁর গুণানুকীর্ত্তন।
ভ্রাতা ভগ্নী সবে মিলি, গাওরে হৃদয় খুলি ;
বিমল আনন্দ রসে হওরে মগন।৩৩

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

চেয়ে দেখরে নিশি হলো অবসান ;
কত আর থাকিবে বল ঘুমে অচেতন ?
প্রকৃতি মধুর অতি, হাসিতেছে বসুমতী।
ঝলসে শিশির-বিন্দু মুকুতা সমান।
গগনে গভীর স্বরে, জলদ আরতি করে,
বিহঙ্গ বিপিনে করে বিভুগুণ গান ;

গিরি সিন্ধু বনস্থলী, গায় যাঁরে সবে মিলি,
সুপ্রভাতে কর তাঁতে আত্ম-সমাধান ।৩৪

রাগিণী কুকব—তাল আড়া।

চল চল যাই হে সে দেশে ;
হেরিবে যদি প্রাণেশে ।
ব্রহ্ম-কল্পতরুমূলে, প্রীতি স্রোতস্বতী কূলে,
পুণ্যের কুসুম বনে, করি চির বাস ।
করি নিত্য সুধাপান, লাভ হবে দিব্য জ্ঞান,
(আর) থেকোনা অলসে ।
চল যাই আনন্দপুরে, নিভৃত হৃদি-কন্দরে,
প্রাণ মন্দিরে গিয়ে করি যোগসাধন ;
(করি) ইচ্ছাতে ইচ্ছা মিলন, সফল হবে জীবন
তাঁহার পরশে ।৩৫

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ।

থাকবোনা আর এসংসারে,
প্রেম-ধামে যাবো চলে ;
প্রেমময়ের প্রেম মুখ
দেখবো প্রেম-নয়ন মেলে ।

প্রেমের নিকুঞ্জ-বনে,
বসে প্রেম-যোগাসনে,
দিব তাঁরে প্রেমাঞ্জলী,
বসাইয়া হৃদ্‌কমলে।
হবে প্রেমাকুল প্রাণ,
গাবো প্রেমগুণ-গান;
আনন্দে করিব কেলি,
প্রেম-সরোবরের জলে।
নিরখিব প্রেমোল্লাসে,
প্রেমচন্দ্র প্রেমাকাশে;
ঘুচাবো প্রাণের ক্ষুধা
নিত্য প্রেম-সুধাপানে।
প্রেমের খেলা প্রেমের রঙ্গ,
কুরবো প্রেমের যজ্ঞসাঙ্গ;
প্রেমময়ের প্রেমানলে
প্রাণাহুতি দিব ঢেলে।

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

জয় জয় জগদীশ জগত-বন্দন হে;
অনাদি অনন্ত তুমি অখিল-কারণ হে।

পরাৎপর পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য;
পূর্ণ অদ্বিতীয় প্রভু পুরুষ মহান হে।
নিরাকার নির্বিকার, চিৎস্বরূপ প্রাণাধার;
সত্য সনাতন তুমি নিত্য নিরঞ্জন হে।
আদিশক্তি মূলাধার, করুণার পারাবার,
ইচ্ছাতে রচিলে বিশ্ব বিচিত্র এমন হে।
ক্ষিতি বহ্নি দিক্ দশ, শব্দগন্ধ রূপরস,
তব দয়া তব জ্ঞান করিছে কীর্ত্তন হে।
আনন্দ-অমৃত-ধাম, ভক্তজন প্রাণারাম;
অরূপরূপ তোমারি ভুবনমোহন হে।
রোগ শোক মনস্তাপে, মোহ প্রলোভন পাপে,
শান্তির আলয় তুমি মৃতসঞ্জীবন হে।
শিব তুমি সিদ্ধিদাতা, তুমি প্রেমময়ী মাতা;
মঙ্গল বিধাতা তুমি অকিঞ্চন ধন হে।
ধন জন অন্ন জল, বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান বল,
সকলি তোমার দান, মঙ্গল-বিধান হে।
হে পবিত্র পাপহর, পাতকী উদ্ধার কর;
অধম সন্তান মোরা বন্দি ও চরণ হে।

রাগিণী বিভাস—তাল যৎ।

ধন্য ধন্য ধন্য নাথ, তুমি পূর্ণানন্দময় ;
অনন্ত তোমার দয়া কি দিব তার পরিচয় ?
(এই যে) সুনীল গগনতলে, সুধাংশু তারকা খেলে,
পবন-হিল্লোলে নাচে কুসুম নিচয় ;
বারিদে চপলা-রেখা, ইন্দ্র-ধনু শিখী-পাখা,
ঊষার কুন্তলে যবে নব ভানু দেয় দেখা ,
তব প্রেমানন্দ মাখা হেরি সমুদয় ।
(এই যে) শিশুর সরল হাসি, যৌবনের রূপরাশি,
প্রবীণে জ্ঞান-গরীমা, তব দয়ার অভিনয় ;
অপূর্ব্ব অপত্যস্নেহ, মর্ম্ম নাহি পায় কেহ,
মধুর দাম্পত্য প্রেম, (যাতে) বিগলিত মন দেহ,
তোমার করুণা বিনা এসব কি হয় ?
(আমার) হৃদয়-কানন ভূমি, কত যে সাজা'লে তুমি,
পুণ্যের চন্দ্রমা হয়ে, (তাতে) হতেছ উদয় ;
যখন পাপ-বিকারে, প'ড়ে মোহ-অন্ধকারে,
সংসার-সাগর মাঝে, প্রাণ কাঁদে হাহাকারে,
(তখন) আশার আলোক হয়ে দাওহে অভয় ।

রাগিণী বিভাস—ঝাঁপতাল।

ধন্য দেব দীনবন্ধু, পরাৎপর প্রেমসিন্ধু,
অনুপম করুণা-আধার ;
প্রভাত হইল নিশি, দীপ্ত হলো দশ দিশি,
প্রকাশিল মহিমা অপার।
বিহঙ্গ মধুর স্বরে, তবনাম গান করে,
বায়ু বহে শুভ সমাচার ;
গ্রহ চন্দ্র কোটী কোটী, করিতেছে ছুটাছুটি,
করিবারে মহিমা প্রচার।
প্রান্তর কানন মাঝে, অগণ্য কুসুম সাজে,
হইয়াছে শোভা চমৎকার ;
মানবের কোটী আস্য সেইরূপে করে হাস্য,
অপরূপ রচনা তোমার।
মাতৃ-ক্রোড়ে শিশু ছিল, মাতা তারে জাগাইল,
প্রেম বাহু করিয়ে বিস্তার ;
বিশ্বমাতা তব ক্রোড়ে, জাগিল যামিনী-ভোরে,
সেই রূপ সকল সংসার।
মেলিয়ে যুগল আঁখি, তোমার করুণা দেখি
খুলে গেল হৃদয়-দুয়ার ;
প্রেম-সূর্য্য স্বপ্রকাশ, হৃদয়ের তম নাশ,
নিজ গুণে কর হে আমার।

রাগিনী ঝিঁঝিট,—তাল একতাল।

জয় জয় জয় দেব জয় জগত-বন্দন,
গাইছে নিয়ত মহিমা তোমার,
হে নাথ নিখিল ভুবন।
কাননে কুসুম গগনে তপন,
করুণা তোমার করে বরষণ,
তোমার পরশে বাঁচে ত্রিভুবন,
জয় জয় জগজীবন।
তোমারি রচনা এ ক্ষুদ্র হৃদয়,
মন প্রাণ নাথ তব সমুদয়;
কত যে আনন্দ লভে দয়াময়,
তোমাতে হইলে মগন!
প্রবাসে সুহৃদ আবাসে জননী,
সুখ দুঃখে সখা তুমি গুণমণি;
ভীম ভবার্ণবে ওপদ তরণী,
হে ভব-জলধি-তারণ!
কর আশীর্ব্বাদ দান,
সঁপি এ দেহ মন প্রাণ,
জীবনে মরণে করিব নাথ,
তোমার কর্ম্ম সাধন।

বাউলে সুর—তাল একতালা।

তোমার মত কে আছে আর এসংসারে ;
করুণা কে আর বল্‌তে পারে ?
হয়ে জগতের জননী, করুণা-রূপিণী,
আছ এই বিশ্ব কোলে ক'রে ;
কিবা ধন ধান্য ভরা, এই বসুন্ধরা,
রেখেছ সাজায়ে জীবের তরে।
(কত যতন ক'রে)
তুমি গৃহের দেবতা, মঙ্গল-বিধাতা,
আছ বিরাজিত ঘরে ঘরে ;
কিবা অপরূপ শোভা, বালক বৃদ্ধ যুবা
বেঁধেছ সকলে প্রেম-ডোরে।
(তুমি মায়ের মত)
আমরা এই ভিক্ষা করি, ওহে দয়াল হরি,
সুখে দুঃখে যেন পাই তোমারে ;
তোমায় হৃদয়েতে রাখি, প্রাণভরে দেখি,
ডুবে থাকি তোমার রূপ-সাগরে।
(চির দিনের মত)।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঝাঁপতাল।

হৃদয়-রঞ্জন তুমি, হৃদয়ের প্রিয়ধন ;
ভুলিতে কি পারি তোমার রূপ ভুবন-মোহন ?
দিবা নিশি চেয়ে থাকি, নয়নে নয়নে রাখি,
তব প্রেম মুখচ্ছবি, এই মম আকিঞ্চন।
কি জানি কৌশল জান, ভুলাতে পাষাণ-প্রাণ ;
অরূপ রূপের ছটা করে সুধা বরষণ।
কত দিন সংগোপনে, কহিয়াছ প্রাণে প্রাণে,
কত যে আশ্বাস-বাণী, ওহে মৃত-সঞ্জীবন।
এস হে নাথ দয়া করে, আমার এই হৃদয়-কুটীরে ;
দেখে তোমায় নয়ন ভরে,জুড়াই তাপিত জীবন।

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

হৃদয়-পরশমণি, দেখা দাও এই দীনের হৃদয়-কুটীরে ;
হৃদয় মন প্রাণ দিয়ে, (আমি) মনের মত পূজবো
নাথ তোমারে।
তব পদে জন্মাবধি, আছি কত অপরাধী ;
তবু হে কাঙ্গালের নিধি, (আমার) তৃষিত
হৃদয় চাহে তোমারে।

সংসারের ধন জন, কিছুতেই মানে না প্রাণ ;
নাথ তুমি সকল জান, (কেবল) ভুলি তোমায়
পড়ে পাপ-বিকারে।
বোবা যেমন স্বপ্ন দেখে, কেঁদে উঠে থেকে থেকে।
আমার প্রাণ যে তেমনি করে, (যখন) হারাই
তোমায় প'ড়ে মোহ-আঁধারে।
কত দিন মুখ চেয়ে, আছি কত দুঃখ সয়ে ;
প্রেমালোক প্রকাশিয়ে, (একবার) আশ্বাস
এ সন্তাপিত অন্তরে।

রাগিণী পিলুবাহার—তাল যৎ।

কত ভালবাসি তোমায়, বলে কি বুঝাইতে পারি ?
(তোমার) আশাপথ চেয়ে থাকি, আশ্বাসে জীবন ধরি।
যখন হারাই তোমারে, বিষাদে নয়ন ঝরে,
প্রাণ যে কেমন করে, জান তা প্রাণ-বিহারি।
বারেক তোমার সনে, দেখা হলে প্রাণে প্রাণে,
জীবনের যত দুঃখ সকলি ভুলিতে পারি।
চাহি না আর কোন সুখ, দেখাও তোমার প্রেম-মুখ ;
বাসনা কামনা তব চরণে অর্পণ করি।

রাগিণী সুরট—তাল একতালা

এস প্রাণেশ্বর প্রাণের ভিতর, দেখাও
দেখাও তোমার প্রসন্ন বদন ;
না দেখে তোমায়, বুক ফেটে যায়,
দহে মর্ম্মস্থল বিচ্ছেদ-হুতাশন।
তুমি যদি হৃদে কর হে প্রহার,
মৃত প্রাণে হয় জীবন সঞ্চার ,
(আমি) কত সুখে সুখী, ও মুখ নিরখি,
প্রেম-অশ্রু যবে করি বিসর্জ্জন
(আমি) তোমা ধনে লয়ে, ভিখারী হইয়ে,
রবো চির দিন, তব মুখ চেয়ে ;—
প্রাণারাম যদি থাক আমার প্রাণে,
প্রেম মুখ যদি দেখাও হে নয়নে ;
কি ভয় বিপদে শ্মশানে কি বনে,
কি ভয় মরণে শত নির্য্যাতনে।

রাগিণী আলাইয়া—তাল যৎ।

(ওহে) প্রাণসখা একবার দেখা দাও হে আমায় ;
(আমি) তোমা ছাড়া হয়ে আছি জীবন্মৃত প্রায়।
মণিহারা ফণির মত, (আমি) কেঁদে বেড়াই অবিরত ;
(আমার) প্রাণের ব্যথা প্রাণনাথ, জান সমুদায়।

(আমি) হয়েছি পাগলের পারা,
(আমার) দুনয়নে বহে ধারা,
কেঁদে অন্ধ নয়ন-তারা না দেখে তোমায়।
(আমি) তোমার জন্যে পিপাসিত,
(করে) তোমার প্রেমে অভিষিক্ত,
অনাসক্ত জীবন্মুক্ত কর হে আমায়।

রাগিণী ঐ—তাল ঐ

(আমার) প্রাণের মাঝে প্রাণনাথ দাও হে দরশন।
(নাথ) তোমার তরে প্রাণ আমার করে যে কেমন!
থেকোনা থেকোনা দূরে, (আমার) হৃদয়-গগণ আঁধার ক'রে;
(আর) কে বুঝিবে এ সংসারে হৃদয়-বেদন?
তৃষিত চকোর আমি, (ওহে) প্রেম সুধাকর তুমি,
(ঘুচাও) প্রাণের ক্ষুধা, প্রেম সুধা ক'রে বরষণ।
অরূপ রূপ মাধুরি, (নাথ) আর কি ভুলিতে পারি?
(আমার) প্রাণারাম রূপে প্রাণে কর হে মরণ।

মধুকানের সুর—তাল তেতালা।

এস হে হৃদয়াসনে;
হৃদয়ের ধন তুমি, বাঁচি না তোমা বিহনে।
তোমার বিরহানলে, দিবা নিশি প্রাণ জ্বলে,
পারি না নয়নের জলে, নিবারিতে সে আগুনে!
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে, দেখেছি যে প্রাণে প্রাণে;
তব প্রেমমুখ-জ্যোতি, ভুলিব না এ জীবনে।
প্রেমের ভিখারী হয়ে, আছি আশা পথ চেয়ে;
তৃষিত চাতক আমি; বাঁচাও হে প্রেম-সিঞ্চনে।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

ওপদে বঞ্চিত নাথ, করো না আমায়;
এসেছি সকল ছেড়ে, তোমারি আশায়।
কৃপার ভিখারী হয়ে, আছি আশা-পথ চেয়ে,
কে আছে সংসারে পাপীর মুখপানে চায়?
বড় সাধ আছে মনে, লয়ে তোমায় হৃদাসনে,
কাটাবো জীবন নাথ তোমারি সেবায়,—
জীবলীলা সাঙ্গ হলে, স্থান দিবে ঐ চরণতলে;
নিরখি ও মুখ, প্রাণ দিব হে তোমায়।

রাগিণী টোরী—তাল চৌতাল।

ধন্য ধন্য তুমি বরণ্য নমি হে জগত বন্দন ;
প্রণত জনে কৃপা বিধানে ঘুচাও কলুষ-বন্ধন।
সত্য সার নির্ব্বিকার, সৃজন পালন কারণ ;
জীবনে মরণে শ্মশানে ভবনে, জগতের অবলম্বন।
পূর্ণ পরম অনাদি চরম, অনন্ত জ্ঞান-নয়ন ;
ওতপ্রোত তোমাতে চিত, জগত চিত্ত রঞ্জন।
অযাচিত দয়ার সিন্ধু, দুঃখ-দারিদ্র্য-ভঞ্জন ;
পবিত্র পাপনাশন, পতিত জন-পাবন।

রাগিণী মূলতান, আড়াঠেকা।

দেখহে জীবন-সখা, জীবন গেল বিফলে ;
দয়াকর দীনবন্ধু দীনহীন সন্তান বলে।
নাহি জ্ঞান, নাহি প্রীতি, অবিশ্বাসী এ দুর্ম্মতি ;
সকল সম্বল নাথ, হারায়েছি কর্ম্মফলে।
যখন বিরলে বসি স্মরি নিজ পাপরাশি,
নয়নের জলে ভাসি, প্রাণ দহে শোকানলে।
হইয়াছে যা হবার তুমি ভরসা আমার ;
করি শুদ্ধ অনির্ব্বেদ্য, স্থান দিও ঐ চরণ তলে।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা

একিরে অবোধ মন, অসাধনে দিন গেল !
নিরুদ্দেশে এ বিদেশে কত আর থাকিবে বল ?
কর্ম্মক্ষেত্রে এসেছিলে, ঘুমাইলে তরুতলে ;
হাসিতেছ স্বপ্নাবেশে, (কভু) ঝরিতেছে অশ্রুজল।
এইরূপে এইভাবে, পরমায়ু ক্ষয় হবে ;
পরিণামে কি করিবে, হারাইলে সব সম্বল !
হইয়াছে যা হবার, ভয় কিরে মন আমার ;
পরব্রহ্ম নাম স্মরি চল চল গৃহে চল।

(ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে)

রাগিণী-মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

এস এস এস সবে, আজি এই মহোৎসবে,
গাওরে মঙ্গল গীত, গাওরে মধুর রবে।
আজি বহুদিনের পরে, গাও সবে সমস্বরে;
জগদানন্দের যশ 'জয় জগদীশ !' রবে।
যে আনন্দ-সমাচার, বায়ু বহে অনিবার,
কলকণ্ঠে বিহঙ্গম দেশে দেশে গায়রে ;
যাব সে আনন্দপুরে, পূর্ণানন্দ রূপহেরে
জগত করিব পূর্ণ আনন্দের কলরবে।

বনের বিহঙ্গ প্রায়, ভ্রাতা ভগ্নী সমুদায়,
আমরা অনেক স্থানে সম্বৎসর রই হে ;
আজি এই শুভক্ষণে, এক প্রাণে এক তানে,
করি ব্রহ্মনাম গান, এমন দিন আর কবে হবে ?
কপটতা পরিহরি, আলস্য ঔদাস্য ছাড়ি,
দূর করি বিষয়ের ভাবনা অসার হে ;
আজি দেহ মন প্রাণ, ব্রহ্মে কর সমাধান,
ব্রহ্মানন্দ সুধাপানে, জীবন পবিত্র হবে।

(ঐ উপলক্ষে)

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

হলো কি আনন্দ আজি, অপরূপ দরশনে
এ কি শুভ সমাগম, পিতার পুণ্য-ভবনে।
মিলে যত ভগ্নী ভ্রাতা, যেন ফুল্ল তরু লতা
সরলতা পবিত্রতা, খেলিছে চন্দ্র-বদনে।
ভাবেতে বিবশপ্রায়, এ উহার মুখে চায়,
আত্ম-পর-জ্ঞান হারা, ধারা দুনয়নে ;—
উঠেছে প্রেম-লহরী, কি আনন্দ মরি মরি,
নাচিছে হৃদয় সবার, প্রাণে প্রাণ পরশনে।
সম্মুখেতে শান্তিধাম, ও স্বর্গরাজ্য যার নাম,
তবে আর কেন ভুলি সংসারের প্রলোভনে ?

ছাড়ি মোহ কোলাহল, চল সবে চল চল,
যার তরে এত আশা, সেই সুখ-নিকেতন।

(জন্মোৎসব বা নামকরণ উপলক্ষে)

(রাগিণী পিলু—তাল ঝাঁপতাল

এমন সুন্দর ক'রে, কেন তোরে নিরমিল;
কেন ভালবাসি তোরে, ওরে শিশু বল বল?
ফুটন্ত ফুলের মত, হা'সিতেছ অবিরত,
এ গৃহ-উদ্যান তোমার রূপেতে করেছে আলো।
শিশুরে তোর কচি মুখে, তোমার ঐ সরল চোকে,
এমন স্বর্গের সুধা বল বল কে ঢালিল?
আধ আধ কথা কও, মন প্রাণ কেড়ে লও;
এ সুন্দর দেব-ভাষা কে তোমারে শিখাইল?
এমন কৌশল করে, ভুলাতে পাষাণ নরে,
তোমার জীবনে কেরে, স্বর্গমর্ত্ত্য মিশাইল?
ধন্য ধন্য ধন্য তিনি, ধন্য সে জগৎ-জননী,
স্মরিতে তাঁহার প্রেম, নয়নে উথলে জল।

(বিবাহ উপলক্ষে)

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

দেখ দেখ দেখ দেব দয়ার নিধান ;
শুভ আশীর্ব্বাদ নাথ, কর বরষণ।
তব কৃপা-সরোবরে, ফুটিয়াছে একস্তরে,
যুগল কুসুম-কলি, অতি সুশোভন ;
প্রেমহস্তে লও তুলে, এ দুটী হৃদয়-ফুলে,
গাঁথি দোঁহে একসূত্রে রাখ চিরদিন।
স্বাধীন সুন্দর যেন, এ দুটী হৃদয় মন,
থাকি সদা পরস্পরে করে আকর্ষণ ;
উত্তাপ আলোক প্রায়, জীবনেতে মিশে যায়,
সাধিতে তোমার কার্য্য, করে আত্মসমর্পন।
আর কি অভাব রবে, দুইহস্ত এক হবে,
দুই হৃদয়ের বল এক পথে প্রবাহিবে ;
জাহ্নবী-যমুনা-স্রোত, সম হয়ে ওতপ্রোত,
অনন্ত পুণ্য-সাগরে হইবে মগন।

(সাধারণ ব্রহ্ম মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন উপলক্ষে)

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

এস এস এস আজি, শুভদিনে শুভক্ষণে,
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি, মিলে সব বন্ধুগণে।

আর কি বিলম্ব সয়, হেরিতে সে পুণ্যালয়,
পূজিব যেখানে সবে, নিত্য সত্য সনাতনে ?
হইবে সত্যের জয়, ইথে আর কি সংশয়,
তবে আর কেন ভয়, চাহি আপনার পানে ?
"পঙ্গুতে লজ্ঘয়ে গিরি," এই মহবাক্য স্মরি,
সাহসে নির্ভর করি, এস সবে প্রাণপণে।
শীঘ্র কর আয়োজন, সঁপি দেহ প্রাণমন,
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধন, শুভ সংকল্প-সাধনে ;
পরব্রহ্ম নাম স্মরি, বিশ্বাস পত্তন করি,
পবিত্র ব্রহ্ম-মন্দির উঠাও হে উঠাও গগনে
ঐ পুণ্য-নিকেতনে, দেখিব প্রেম-নয়নে,
সংসারে স্বর্গের শোভা বড় আশা আছে মনে ;
এস তবে এস ভাই, বিলম্বেতে কার্য্য নাই,
শুভ আশীর্ব্বাদ চাই, দীননাথের শ্রীচরণে।

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা

এ কি হলো জননি ; আমায় করুণা
করমা করুণা-রূপিণি।
অজ্ঞান আঁধারে স্বার্থের ছলনে,
প্রবেশিলাম বিষম বিষয়-বিষ বনে ;
আমার শয়নে স্বপনে, বিষে দহে প্রাণ,
কিবা দিবা রজনী

(মাগো) তোমার প্রেমরাজ্যে, তোমার প্রেম-কার্য্যে, এসেছিলেম আমি দুরাশয় ; আমার সঙ্গের সম্বল, যত ধন ছিল, কুকর্ম্মে খোয়ালেম সমুদয় ;—পুণ্যক্ষেত্রে এসে আমি হতভাগ্য, আজীবন শুধু করলেম পাপযজ্ঞ ; দুঃখের অনলে, দাহিলেম সকলে (এখন) জ্বলে মরি আপনি।

আমার রিপু ছয়জনা, দিল কুমন্ত্রণা, এযন্ত্রণা যাতে ঘটেছে ; তারা মায়াবী দুর্জ্জন হাসিছে এখন, আমারে নিধন করেছে ;—অসহায় হয়ে সংসার মাঝারে, কাতর প্রাণে ওমা ডাকিগো তোমারে ; করুণা কটাক্ষে এদাসেরে রক্ষে কর দুঃখ-হারিণি।

রাগিণী মল্লার—তাল একতালা।

কোথা হে এখন বিপদভঞ্জন, অধম সন্তানে কর দরশন।

কৃপা কল্পতরু হে ভব-কাণ্ডারি, আমি হে তোমার কৃপার ভিখারী; দীনে দয়া করি, দিয়ে পদতরী, কর বিঘ্ননাশ বিঘ্নবিনাশন।

আমায় অন্ধ করেছেন শত প্রলোভন, ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হলো হৃদয় মন ; বিবেক

বুদ্ধি বল, বিলুপ্ত সকল (হলো) বাসনা-অনলদাহে ;
শেষের সম্বল আছে মাত্র আশা, সম্পদে
বিপদে তুমিহে ভরসা ; এই মৃত প্রাণে, শান্তি
বারি দানে, বাঁচাও বাঁচাও ওহে মৃত-সঞ্জীবন।

আমি এলেম তোমার নামে, সংসার সংগ্রামে,
এই কি দশা আমার হলো পরিণামে ; লজ্জা
অভিমানে, জ্বলে মরি প্রাণে, দুঃখে বুক ফেটে
যায় হে ;—পতিত সন্তানে করিয়ে উদ্ধার, ঘুচাও
ঘুচাও নামে কলঙ্ক তোমার ; জ্ঞান কি অজ্ঞানে,
পিতা তবস্থানে, অপরাধ মম করহে মোচন।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

(আমার) হৃদয়ের কথা, প্রাণের বারতা,
শোন শোন প্রেমময়
(আমি) তোমার লাগিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
জীবন করিব ক্ষয়।
(দীন হীন কাঙ্গালের বেশে)
(নাথ) তব প্রেমবারি, চাহিতে কি পারি,
অধম পামর অতি ?
(কর) এই আশীর্ব্বাদ, ওহে প্রাণনাথ,
তোমাতেই থাকে মতি।

(আমি আর কিছু ধন চাই না হে নাথ)
(ওহে) নিজ গুণে নাথ, মোরে পিপাসিত,
করেছ করেছ তুমি ;
(যখন) সেই পিপাসায়, প্রাণ ফেটে যায়,
বড় সুখে সুখী আমি।
(তুমি সকলি জান)
(জানি) প্রেমিক যে হয়, ওহে প্রেমময়,
যোগানন্দ রস পিয়ে ;
(সে যে) পরম পুলকে, নাচে গায় সুখে,
তোমারে হৃদয়ে লয়ে।
(সে যে আর কিছু ধন চায় না হে নাথ)
(আমি) অভক্ত দুর্জ্জন, প্রেম কিবা ধন,
জানিনা পাষাণ-হিয়ে ;
(কেবল) শ্রীমুখ দেখেছি, অভয় পেয়েছি,
আছি আশাপথ চেয়ে।
(তৃষিত চাতকের মত,)
(আমি) তোমার লাগিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
যদি প্রাণ দিতে পারি ,
(আমি) সেই ভাগ্যমানি, ওহে প্রেমমণি,
যাই গুণ বলিহারি।
(পাপীর আর কি সাধ আছে ?)

(আমি) হৃদয়-শোণিতে, নয়ন-বারিতে,
ধোয়াবো চরণতল ;
(আমার) বাসনা পূরিবে, দুঃখ দূরে যাবে,
জনম হবে সফল।
(সে দিন আমার কবে হবে।)

বাউলে সঙ্গীত।

তাল খেমটা।

এক আজব সহর দেহের ভিতরে ;
তথায় কত দেশের কত ভাবের মানুষ বসত করে।
শিরায় শিরায় রক্ত চলে যেমন কলের জল,
সহর করতেছে শীতল ; কিবা মিউনিসিপ্যাল
বন্দোবস্ত, মলা নর্দ্দামাতে সরে।
দুই ঘরেতে গ্যাসের আলো, আয়না-মহল ঘর
করে আলোকময় সহর ; আছে নীচে
দুটো রেলের গাড়ী, ঐ সহর মাথায় করে।
মাঝখানেতে বড় বাজার গলি বহুতর,
তাতে গণ্ডগোল বিস্তর ; হচ্ছে আমদানি
রপ্তানি যত মহাজনের ঘরে।

ঊর্দ্ধে আছে কেল্লা বড় পাথরের প্রাচীর,
নয় সে সহরের বাহির ; তাতে জ্ঞানচন্দ্র
সেনাপতি, ফিরে মন-ঘোড়াতে চড়ে।

গোটা কত দস্যু আছে কাম ক্রোধাদি, তার
পুরাণা কয়েদী ; তারা মোহ অন্ধকার যেতে,
পথে বদমায়েসি করে।

শম দম সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা যত,
এরা ধর্ম্মেতে রত ; এসব সাধুর সঙ্গ পেলে পরে,
কোন ভয়নাই সহরে।

ইচ্ছা রাণীর রাজ্য সেথা, এমন তার বিধি,
নেইকো রাজ-প্রতিনিধি ; রাণী খাস কামরায়
বসে নিজে রাজ্য শাসন করে।

বিবেক নামে বিচারপতিসপূর এজলাসে,
আছে হাইকোর্টে বসে। সে যে আদালতে
ফৌজদারী আদি সকল বিচার করে।

পথিক বলে সেই সহরে গিয়েছিলেম ভাই,
এমন কোথাও দেখি নাই ; এক আলোক-
মানুষ বিরাজ করে প্রতি ঘরে ঘরে।

তাল লোফা

দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোণা;
তারে ধরি ধরি মনে করি,
ধর্‌তে গেলেম আর পেলেমনা।
বহু দিন ভাবতরঙ্গে, ভেসেছি কতই রঙ্গে,
সুজনের সঙ্গে হবে দেখা শুনা;
তারে আমার আমার মনে করি,
আমার হয়ে আর হলো না!
সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফির্‌তেছি পাগল হয়ে,
মরমে জ্বলছে আগুন আর নিবে না,
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ,
বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না!
পথিক কয় ভেবোনারে, ডুবে যাও রূপ-সাগরে,
বিরলে বসে কর যোগ-সাধনা।
একবার ধরতে পেলে মনের মানুষ,
ছেড়ে যেতে আর দিওনা।

ঐ সুর, ঐ তাল

আজ আমার প্রেম-সাগরে জীবন-তরী ডুবে গেছে
এ তরী ভাস্‌বে না আর, ভাস্‌বে না আর,
মাল-কোঠাতে জল উঠেছে।

ডুবেছে জীবন-তরী, উঠেছে তুফান ভারি,
তরঙ্গ দেখে অঙ্গ কাঁপিতেছে।
ভয় পেয়ে জ্ঞান-কাণ্ডারী দশজন দাঁড়ী
অবাক্ হয়ে বসে আছে।
যা কিছু বোঝাই ছিল, সকলি ভেসে গেল,
এ তরী রক্ষা করে (এমন) কে আর আছে?
আমার সঙ্গে ছিল ছয়টা চাকর,
সাঁতার দিয়ে পালিয়েছে।
পথিক কয় ভাল হলে, মনরে তোর ভাগ্য ভাল,
আর কেন হাবার মত ভাবিস মিছে?
এখন ঝাঁপ দিয়ে পড় গুরু বলে,
যা হবার তা হয়ে গেছে।

তাল—খেমটা।

প্রেম-নদীতে দিয়েছি সাঁতার,
এখন দেখিনাকো কূল কিনার
আমি মাঝ গাঙেতে পড়েছি এসে,
আমার ঝুলি বসন যা ছিল, সব গিয়েছে ভেসে;
আমি এমনি বেশে গৃহবাসে, ফিরতে যে
পারিনে আর।

আমি নদীর কূলে আলোক দেখেছি,
আমি আলোক-ধামে যাবো বলে সাঁতার
দিয়েছি। এখন হাবুডুবু খেয়ে মরি,
কূল না পেলে বাঁচা ভার।
পথিক বলে শোন্ রে আমার মন,
আছে আলোক-ধামে মনের মানুষ অমূল্য
রতন; ঐকবার প্রাণটী ভরে ডাক তারে,
কটাক্ষে সে করবে পার।

ঐ সুর—ঐ তাল।

মনের দুখ বলবো আর কারে?
আমায় পাগল বলে সংসারে।
(মিছে পাগল বলে আমারে)
ওরে প্রাণের মাঝে পাগল যে জন হয়,
সে যে ভুলে যায় এই ভবের খেলা, কথা
মিথ্যে নয়; সে যে হাসে খেলে নাচে
কাঁদে, নয়নে ধরা পড়ে।
পথিক বলে আমি পাগল নই,
(কেবল) ব্যথার ব্যথী পেলে দুটো মনের
কথা কই; আমায় এই জন্যে কি পাগল বল,
বলি এক কথা বারে বারে?

আমি নয়ন মুদে যেরূপ দেখতে পাই,
আমি চোক মেলে তা পাই নাকো, তাই
পাগল হতে চাই; আমি পাগল হলে
প্রাণটা খুলে, ডেকে নিতেম তাহারে।

অন্ত সুর—তাল খেম্টা।

আমি অপরূপ রূপ দেখেছি, রূপ-সাগরের পারে;
ঐ ভুবনমোহন রূপে পাগল করেছে আমারে।
আমার মন মানে না, আমার প্রাণ মানে না;
আমি আর যাবো না আর যাবো না,
আর যাবো না ঘরে।
আমি কাঙাল বেশে, ঘুরে দেশে দেশে,
আমি প্রেম-নগরে এসে শেষে পেয়েছি তাহারে।
কেঁদে পথিক বলে, ভেসে নয়ন জলে;
আমি প্রাণারামে রাখবো ভরে প্রাণের মাঝারে।

ঐ সুর—ঐ তাল।

আমায় কাঙাল বলে দয়া কর, হে ভব-কাণ্ডারি;
তুমি অধমতারণ, নিলেম শরণ, দাও হে চরণ-তরী।

আমার প্রাণের ব্যথা, মনের সকল কথা,
তুমি হৃদয় মাঝে থেকে জান হৃদয়-বিহারি ;
আমি এ সংসারে, পড়ে অন্ধকারে,
প্রভু দেখিতে না পাই তোমারে, কি করি কি করি।
আমি দীন হীন, তুমি সকল জান ;
আমি আর কিছু ধন চাইনা, তোমার
প্রেমের ভিখারী।
যাবে সকল দুখ, তোমার প্রেমমুখ,
আমি দিবানিশি অনিমেষে দেখবো
নয়ন ভরি।

সন্ধু সুর—তাল খেমটা।

বুঝি ভবে এসে কুবাতাসে (হায় হায়।)
ডুবলো ভরা ;
একে ক্ষুদ্র তরী তুফান ভারি, ভেবে ভেবে
হলেম সারা।
আমার পারের সহায় বন্ধু যে ছিল,
সে যে আমার দোষে নেশার বশে ঘুমিয়ে রইলো ;
এখন হাবু ডুবু খেয়ে মরি,
দেখিনাকো কুল কিনারা।

হলো চারি দিকে মেঘের ঘটাঘোর,
তাতে ভাঙ্গা নায়ের ভাঙ্গা বৈঠা, হালে
নেইকো জোর; আমায় একা ফেলে গেল চলে,
সাথের সাথী ছিল যারা।
পথিক বলে শোন্‌রে আমার মন,
যে জন পারের কর্ত্তা ডাক তাঁরে মুদে
দুনয়ন; তরী আপনি যাবে ভবের কূলে,
ঐ নায়ে কেউ যায় না মারা।

ঐ সুর—ঐ তাল।

আমার সার হলো এ ভবে এসে (কেবল) কেঁদে সারা
আমার প্রাণের মাঝে প্রাণের মানুষ, ধরতে
গেলে দেয় না ধরা।
আমি যার জন্যেতে হলেম উদাসীন,
আমি আর কিছু ধন চাই না কেবল
তারি প্রেমাধীন; আমি তারে ছেড়ে এ সংসারে,
হয়ে আছি জ্যান্তে মরা।
আমার প্রাণের মাঝে এসে যে ছিল,
আমি বল্‌তে নারি কিবা রূপের আলো
দেখালো; আমি আঁধার ঘরে কেঁদে মরি,
হারায়ে সে নয়ন-তারা।

আমার প্রাণের মাণিক কোথা লুকালো,
আমি কি সাধনে সে রতনে পাব তাই বল ?
(মনরে) পথিক বলে নয়ন জলে,
কেঁদে কেঁদে ভাসাও ধরা।

অন্য সুর—তাল খেমটা।

ভাল একরঙ্গ ভূমি এ সংসার ;
এতে দেখছি যত চমৎকার।
আজ রাজা জমিদার, কাল ভিক্ষা-পাত্র সার,
এখন আনন্দ উৎসব রঙ্গ, পরে হাহাকার ;
আবার এই কান্না এই হাসি,
লোকের তবু এত অহঙ্কার।
এ যে সব দৃশ্য মনোহর, থাকবে না দুই দণ্ড পর,
যত গীত বাদ্য রং তামসা সুখের আড়ম্বর,
যখন সময় হবে, সব ফুরাবে,
তখন দেখবে কেবল অন্ধকার।
পথিক কয় শোন্‌রে আমার মন, পেয়েছিস
ভাল আয়োজন, তুমি সাবধানে খেলো খেলা
করিয়ে যতন ; নৈলে পট-ক্ষেপণ হলে পরে,
পাবে অনুযোগ আর তিরস্কার।

অন্য সুর—তাল একতালা

ওরে অবোধ মন আমার ;
প্রেম-ধামের পথে বসে, ভাবছ কিসে আর ?
খেলে অসার ধুল-খেলা, ক্রমে হলো অনেক বেলা,
দিন গেলে সন্ধ্যা হলে, হবে রে আঁধার ; সম্মুখে
ভোব আশা-নদী, (তাতে) দিতে হয় সাঁতার।
একবার যদি যতন করে, যেতে পারিস প্রেমনগরে,
দেখবিরে তুই নয়ন ভরে, শোভা চমৎকার ;
দিব নিশি মিলে সেথা আনন্দ-বাজার।
প্রেমনগরের কর্ত্তা যেজন, করে সে যে প্রেমের
দাদন,
পথিক বলে কাঙাল বেশে, থাকবিনারে আর ;
বিনা মূলে বেচবি জিনিস (হবে), শত গুণ ব্যাপার।

অন্য সুর—তাল রূপক

আমার নয়ন-মণি, নয়ন পানে চেয়েছে ;
উহার রূপেতে ভুবন আলো করেছে।
কিবা অপরূপ মরি মরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
সহচরি গো ; আমার অন্তরে পরশমণি লেগেছে।
আমি ঐ রূপ আর ভুলবো না,
আর ঘরে রবো না ;—

আমার নিবান প্রাণের আগুন, আজ হতে
জ্বলছে দ্বিগুণ, সহচরি গো ; যে সে কটাক্ষে
আমায় পাগল করেছে।

অন্য সুর—তাল খেমটা।

যোগী সাজায়ে দে, আজ আমারে ;
(আমার) মন মানে না প্রাণ মানে না,
থাকবো না আর এসংসারে।
ভাল করে মুড়িয়ে মাথা ;
(আমার) অঙ্গে দে রে ছেঁড়া কাঁথা ;
ও পাপ সংসারের কথা,
ঐ কথা আর বলোনারে।
(মেখে) বৈরাগ্য-বিভূতি অঙ্গে,
(আমায়) প্রেমের ঝুলি দে রে সঙ্গে ;
দীন হীন কাঙ্গালের বেশে,
মেগে খাবো ঘরে ঘরে।
যার জন্যেতে প্রাণ উদাসী,
(হবো) তারি তরে বনবাসী ;
(আমার) প্রাণের মানুষ হারিয়ে গেছে,
প্রাণের ব্যথা বলবো কারে।

রামপ্রসাদী সুর।

মনরে বিলাতে যাবি ;
তুই কি সাধ করেছিস, সাহেব হবি ?
"সাত সমুদ্র তের নদী" পার হতে মন পারিস যদি ;
তোরে মা বলি তাই করিস, নৈলে বৃথা কুল-মান খোয়াবি।
পরীক্ষা তোর পদে পদে, কখন বা পড়িস বিপদে ;
ওরে তত্ত্বজ্ঞানটী সাধন হলে, ব্যারিষ্টারের সনদ পাবি
পাপ পুণ্যে দ্বন্দ্ব অতি, (করিস) বিবেকেরে প্লিডারপতি ,
আর বৈরাগ্যটী বাসনা নিয়ে হুজুরে বক্তৃতা দিবি।
কি খাবি বিলাতে যেয়ে, তাও কি তোরে দিব ক'য়ে ?
(ওরে)অহঙ্কার-বলদের মাথা, প্রেমের তেলে ভেজে খাবি।

ঐ সুর।

মনরে তোমার বিদ্যে কত ;
আমি দেখে শুনে বুঝলেম না তো।
প্রবেশিকার কালে যে মন, ছিলি দিব্য ফুলের মত ,
শেষে অল্পকালে বিয়ে ক'রে,
একেবারে হলি হত।
সাহিত্য কি গণিতাদি বাল্যকালের পাঠ্য যত,
ঐ সব পড়া বিদ্যে ছেড়ে দিয়ে,
ব্রহ্ম-বিদ্যায় হওরে রত।

শ্রীগৌরাঙ্গের দেশে গিয়ে শাস্ত্র তন্ত্র পড় যত ;
তাতে অর্থ খ্যাতি পেতে পার,
পরমার্থ পাবে না তো।

ঐ সুর

তোর নাম কিরে কাঁচা সোণা ?
তুই যে অষ্ট ধাতু বাং মিশানা।
সোণা কিরে শক্ত এত ভক্তি-সোহাগায় গলে না।
একবার বিশ্বাসের আগুনে পড়ে, ব্রহ্মাগ্নিতে
গলে যানা।
তামা কাঁসার মিছে আশা, সোনার রং ত জ্বলে
যায় না ; আছে মৃত্যুশয্যা কষ্টি-পাথর, ঘষ্‌লে পরে
যাবে জানা।
পথিক বলে শোনরে ও মন, জেতের বিচার
আর করো না ; যত ধর্ম্ম পথের যাত্রী, তাদের
নূপুর হয়ে লেগে রওনা।

---

* শ্রী সৌভাগ্য, গৌরাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ।

রামপ্রসাদী সুর।

থাকবেনা আর জমিদারি,
আমি ঐ ভাবনা ভেবে মরি।
পাঁচ গোমেস্তে দশজনাকে করেছিলেম
পাটোয়ারি ; তারা হুকুম তামিল করে না কো,
করতে চায় কেবল বাটপাড়ি।
অশাসনে প্রজাগুলি হয়ে গেছে স্বেচ্ছাচারী ;
তারা হাল বকেয়া খাজনা দেয়না, করছে কেবল
জুয়াচুরি।
ছয়জনা এয়ারের সঙ্গে রঙ্গ করলেম দিন
দুই চারি, আমি সদর মফঃসলের খবর
নিলেম নাকো হেলা করি।
মনা বেটা মায়েব ছিল, তফিল্ ভেঙ্গে করলো চুরি
সে যে আপনা জামিন আপনি ছিল, বল, তারে
আর কি করি ?
লাটের কিস্তি নিকট হলো, কালের হাতে
কালেক্টরি ; কেবল বিত্তনিলাম করবে না কো
মারবে পিঠে বেতের বাড়ি।
পথিক বলে রাজার রাজা মহারাজা দয়াল হরি,
(ও) তাঁর দোহাই দিয়ে পড়ে থেকো রক্ষা করবেন
দীন-কাণ্ডারী।

রামপ্রসাদী সুর।

কাজ নাই আমার গৃহ-বাসে ;
আমি সব খোয়ালেম ঘরে বসে।
মাতা আমার মহামায়া, পিতা আছেন নিরুদ্দেশে।
ঘরে কুচিন্তা কুটিলা জায়া, খেটে মরি তারি বশে।
যা হবার তা হয়ে গেছে, শোনরে ওমন সর্ব্বনেশে।
এখন বৈরাগ্য-বিভূতি মেখে, গুরু বলে চল বিদেশে।
পথিক বলে ভাবনা কিরে, চল্ যাই একবার ভক্তির দেশে ;
যদি প্রেমের ঘাটে ডুবতে পারিস, মনের মানুষ মিলবে শেষে।

ঐ সুর।

মনরে কেন নিরাশ হলি? দুটো কাজের কথা তোরে বলি।
এসে কিরে শক্তির দেশে, শক্তিশূন্য হয়ে গেলি ?
একবার কাঁটা ফুটে কমল তুলে, শক্তির পদে দে অঞ্জলি।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, সাহস খড়্গা নেরে তুলি ;
একবার সহিষ্ণুতার হাড়কাঠে, তোর মন পাঠাটা দেরে বলি।
যে বর ইচ্ছা সে বর পাবি, পথিক বলে, শোনরে বলি
সে যে মানুষ হয়ে দেবতা হয়, (যে জন) মহাশক্তির বলে বলী।

অন্য সুর, তাল খেমটা।

সেই এক দিন আমি দেখেছি তারে ;
যে দিন হৃদয়-পুরে বসেছিলেম,
ঐ আশা নদীর পারে।
আর নয়নে দূরে থেকে দেখেছি যেরূপ,
সে যে অতি অপরূপ ;
জিনি কোটী চন্দ্র মুখের শোভা,
কত শান্তি-সুধা ক্ষরে।
কৃপা-কল্পতরু-তলে মিলে সখাগণ,
সবাই করিছে রমণ ;
(দেখলেম) তার মাঝেতে সে ত্রিভঙ্গ,
(আহা) কত রঙ্গ করে।
পথিক বলে চল চল হৃদয়পুরে যাই,
যদি সেরূপ দেখতে পাই ;
রাখবো প্রাণ-পুত্তলি করে তারে,
(এই) প্রাণের মাঝারে।

অন্য সুর—তাল একতালা।

অনর্থক অরোধ গোল করোনা ;
কিসের ক্ষুধা কিসের তৃষ্ণা শোনরে মনা ?

ওরে হলে ক্ষুধা-জ্ঞান, শোনরে অজ্ঞান,
জ্ঞান-কুণ্ডে কেন স্নান কর না ;
হলি ক্ষুধায় অবশ, এ কিরে অলস,
তত্ত্ব ফলটী কেন পেড়ে খানা ?
এই ভবের বাগান, বড় সুখের স্থান,
পথিক বলে, তবু ভেবে বাঁচনা ;
তুলে ভক্তি-পদ্মফুল, শোনরে বাতুল,
শান্তি-সুধা কেন পান কর না ?
পিতার কত ধন, জানিস নারে মন,
চক্ষু থাক্‌তে বুঝি হলি কানা ?
কত সদাব্রত তাঁর, সদা মুক্ত-দ্বার,
তবু অনাহার, (ধিক্) মরে যা'না !

অন্য সুর—তাল খেমটা।

পড়েছিস কি ভুলে মন এসে ভবে,
দিন কিরে তোর এমনি যাবে ?
হাবা তোর মাটির দেহ, মাটির গৃহ,
মেটে হাঁড়ি সব পড়ে রবে ;
তখন তোর প্রাণের দুখে, মলিন মুখে,
নয়নে ধারা বহিবে।

মনরে তোর কপাল মন্দ, মোহে অন্ধ,
ভাল মন্দ আর বুঝ্‌বে কবে ?
যারে কও আপন আপন, রে ভোলা মন,
ভাঙলে স্বপন সব পালাবে।
হয়েছ চালাক হদ্দ, গণে চৌদ্দ,
সাতে পাঁচে কি মিল পড়িবে ?
খেয়েছ আপন আঁখি, ধুলায় ঢাকি,
পরকে ফাঁকি দিবে ভেবে!
পথিক কয় শোন্‌রে ওমন, কারাণ রতন,
পেতে যদি চাওরে ভবে ;
তবে সব সাধুর সাথে ভক্তির ঘাটে,
রূপ-সাগরে ডুব্‌তে হবে।
ডুবে সেই রূপ-সাগরে, রূপের নীরে,
তলায় পড়ে থাক্‌তে হবে ;
পেলে সেই অমূল্য ধন, রে ভোলা মন,
মানব-জন্ম সফল হবে।

বাউলে সুর—তাল খেমটা।

ভোলা মনরে আমার, ভোলা মন রে ;
ভবের কাণ্ডারী হরি জানলিনে কেমন।
যে জন্যে ভবে এলি, সে কথা ভুলে রলি,

কি করতে কি করিলি, ভাবলিনে কখন রে ;
যখন মাটীর দেহ হবে মাটি,ওমন এই কথাটী জেনো খাঁটি,
শেষের সম্বল কেবল সেই হরির চরণ।
সে হরি সঙ্গে থাকে, চোকে না দেখি তাকে,
প্রাণেতে যে জন ডাকে, পায় সে দরশন রে,
(ওরে) যার হুকুমে পবন চলে, মাটি ফেটে সোণা ফলে,
জলেতে আগুন জ্বলে, সেই হরি সে জন।
যাগ যজ্ঞ, বলী ব্রত, না বুঝে কর্চ্ছো যত,
সে হরি মানুষ নয়তো, কর্‌বেনা গ্রহণ রে ;
পথিক বলে শোন্‌রে মনা, তুই সাধু জনার সঙ্গ নেনা,
প্রেমের সাধনা বিনা, মিলে না সে ধন।

তাল-খেমটা।

মন রে তোর ভ্রম গেল না ;
তুই আসল কথা কি বুঝলি না।
মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি;জেনেও কি তাই জাননা ?
তুমি জেগে স্বপন দেখ্‌ছো রে মন,
এই কি তোমার বিবেচনা !
শাস্ত্র-বাক্যে নেইকো ঐক্য, মোক্ষ-ফল তাতে পাবেনা ;
একবার হৃদ্‌-কুটীরে আলো করে,
মনের মানুষ খুঁজে নেনা।

মক্কা কাশী বৃন্দাবনে বিরাজ করে একই জনা
কাজ কি তোর তীর্থ বাসে, ঘরে বসে কর্ গেরে
তার উপাসনা।
এক দিন যে দেখেছে সেই অরূপরূপ কাঁচা সোনা,
তার চিত্ত পটে লেগে আছে, নয়নে আছে নিশানা।
ভক্তি-নদীর উপকূলে, বসে কর যোগ-সাধনা;
পেলে সেই ব্রহ্মানন্দ, যাবে সন্দ, চক্ষু পাবে অন্ধ জনা।
দিনে দিনে দিন গেল মন, এমন দিনতো আর পাবেনা,
এখন পথিক বলে, থাকতে সময় সাধু জনার সঙ্গ নেনা।

ফিকিরচাঁদের সুর।

আমার মন নেশার বশে, হারিয়ে দিশে,
আসল কথা বুঝিলি নারে।
জান্‌লি নে পরমার্থ, আত্ম-তত্ত্ব,
মত্ত আছ অহঙ্কারে;
ভাব তাই তোমার মতন, মানুষ-রতন,
কেউ বুঝি নাই এ সংসারে।
থাক্‌বেনা দুনিয়াদারি, বাহাদুরি,
দিন দুচারি গেলে পরে,
মনরে তোর টাকা কড়ি, জমিদারি,
হাকিম গিরি থাক্‌বে নারে।

জন্মেছ উচ্চ কুলে, আছ ফুলে,
বিষম ভুলে আছ পড়ে ;
দেখ সব ক্ষুদ্র লোকে, ঘৃণার চোকে,
ডেকে কথা বলনারে
এই কি তোর বিবেচনা, শোন্ রে মনা,
পর-ভাবনা আপন ঘরে ;
যারা তোর পিতার ছেলে, পথিক বলে,
তাদের তুই চিন্‌লি নারে!
যিনি এই জগৎ পিতা, প্রেমদাতা,
প্রেম বিলাচ্ছেন ঘরে ঘরে ;
থাক্‌বে না ভদ্রাভদ্র, মহৎ ক্ষুদ্র
ব্রাহ্মণ শূদ্র তাঁর বিচারে।
চেয়ে দ্যাখ্ রক্ত মাংস অস্থি চর্ম্ম
সকলি সমান সব শরীরে,
বিধাতার বিধি এমন, তপন পবন
সমান সুযোগ দেয় সবারে।
যে আপন কর্ম্মগুণে, ধর্ম্ম জ্ঞানে,
বড় হয় রে এ সংসারে ;
তারেই মন আদর কর, শিরে ধর,
জেতের বিচার করোনারে।

প্রেম-সংগীত।

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

ভালবাসা জানি না কি ধন ;
মনের মানুষ আমার, হ'লো না সে জন।
সংসার-সাগর-কূলে, পায় কেহ বিনা মূলে,
সাধনের ধন সেই পরশ-রতন ;
কেহ প্রাণপণ করি, ভাসায়ে জীবন-তরী,
না পেয়ে কূল-কিনারা, হইল মগন ;

রাগিণী লুং ঝিঁঝিট, তাল একতালা।

ভুলিব কেমনে, সে বিধু বদনে ?
হৃদয়-শোণিতে, নয়ন-বারিতে,
পূজিয়াছি যারে চিতে, বসি যোগ-ধ্যানে।
সাধ ছিল মনে, সে জীবন-ধনে,
রাখি যুগ যুগ ভরি, নয়নে নয়নে।

রাগিণী ভৈরবী (অংশ)—তাল আড়া।

স্বপনে দেখেছি আমি, হৃদয়ের প্রিয় ধনে ;
যার তরে দিবানিশি, ধারা বহে দু নয়নে।

অকলঙ্ক শশীমুখী, ছল ছল করি আঁখি,
করেতে কপোল রাখি, বসেছে অধোবদনে।
দারুণ বিষাদ-ভরে, বচন নাহিক সরে।
কম্পিত অধরে একবার চেয়েছিল এ নয়নে।
এই মাত্র বলেছিল "প্রাণনাথ বল বল,
কত কাল আর এ দুখিনী দগ্ধ হবে এ আগুনে।"

রাগিণী ঐ—তাল ঐ।

কি বলে বুঝাবো আমি, হৃদয়ের ভালবাসা ?
কারে কবো এ যাতনা, কে বুঝিবে এ দুর্দ্দশা।
ইচ্ছা হয় প্রাণভরে, "প্রিয়" বলে ডাকি তারে ;
স্বার্থপরতাতে পূর্ণ মানুষের পাপ-ভাষা।
এক মুখ দিলা বিধি, সে দুঃখে দহিছে হৃদি।
পাইলে অনন্ত কণ্ঠ, পূর্ণ হতো মনের আশা।

রাগিণী ঝিঁঝিট,—তাল আড়া।

বড় সাধে লুকাইয়ে, ভালবাসা করিদান ;
তুমি আমায় নাহি দেখ, আমি তোমায় সঁপি প্রাণ।
হৃদয়ের থাল ভরি, তোমার সম্মুখে ধরি,
নয়নে নয়ন দিলে, হয়ে থাকি হতজ্ঞান।

ইচ্ছা হয় থাকি দূরে, স্মৃতি মাত্র সার করে,
হৃদয় মন্দির মাঝে বসাইয়ে করি ধ্যান।
তবে যে দেখিতে চাই, বুঝিতে না পারি ছাই,
পিপাসায় খসে কেন, পোড়া আঁখি মন প্রাণ।

ঐ রাগিণী ঐ—তাল।

আমার মনের কথা, সকলি রহিল মনে;
জানায়ে যে হবো সুখী, হলোনা তা এ জীবনে।
যখন তোমারে পাই, ঐ মুখপানে চাই,
আপনা ভুলিয়া যাই, কিছুই থাকেনা মনে।
তোমায় হারাই যদি, দুঃখানলে দহে হৃদি,
কণ্ঠরোধ হয়ে থাকে, ধারা বহে দুনয়নে।
প্রেমাকুলে কেন বিধি, দেয় দুঃখ নিরবধি,?
ভালবাসা আছে তার ভাষা নাই কি কারণে।

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়া।

তুমি ভালবাস বলে, আমি কিগো ভালবাসি।
তাই কি তোমার তরে, প্রাণ কাঁদে দিবানিশি।
সুধাংশু সহস্র করে, পুষ্পে আলিঙ্গন করে;
কুসুম-সৌরভে কভু সুধাংশু কি অভিলাষী?
তুমি যদি সুখে থাক; মনে রাখ কি না রাখ,
সুখ দুঃখে যথা থাকি, আনন্দ-সাগরে ভাসি।

দিতে চাই ভালবাসা, দিয়ে নাহি পুরে আশা ;
অবোধ বালিকে তুমি, বুঝিবে কি দুঃখরাশি।

রাগিণী ঐ—তাল ঐ।

কেন গিয়েছিলেম আমি, সেই যমুনার পারে ;
কেন দেখেছিলেম আমি, সেই প্রেম-প্রতিমারে।
সেই মুখ সুধাকর, সে নয়ন-ইন্দীবর,
সেই প্রেমময় ছবি ভুলিতে যে পারি নারে।
দেখেছিলেম দেখেছিলেম, কেন মনে রেখেছিলেম ?
রেখেছিলেম রেখেছিলেম, কেন প্রাণ দিলেম তারে।
সে এমন প্রিয় ধন, কিবা ছার এ প্রাণ মন ;
এমন কে আছে তারে না দিয়ে থাকিতে পারে।

রাগিণী সাহানা—তাল জৎ।

সাধে কি গোলাপ ফুলে আমি ভালবাসি সই ;
আমার মনের কথা, শোন্ সখি তোরে কই।
আমি যারে ভালবাসি, তার মৃদু মৃদু হাসি,
সুধাংশু-কিরণ-সম, মাঝে মাঝে পড়ে খসি ;
সে অমূল্য ধন পেয়ে, চির পিপাসিত হিয়ে,
পৃথিবী হৃদয় মাঝে, রাখে সাধি লুকাইয়ে ;—
সে হাসি জমাট হয়ে, ধরাবক্ষ বিদারিয়ে,
বাগানে গোলাপ রূপে ; ফুটে ফুটে উঠে ওই।

বিবিধ সংগীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

এ কি অপরূপ হেরি হিম-গিরি কলেবরে।
মোহিত নয়ন মন বচন নাহিক সরে।
অনন্ত ভাণ্ডার সম, স্তরে স্তরে অনুপম,
অমূল্য রতন-জালে কে সাজালে গিরিবরে?
শিরে শোভে জটাভার, তাহে কিরণ-বিস্তার,
শারদ চন্দ্রমা যেন যোগীন্দ্রের শিরোপরে।
কটিতটে মেঘ-বাস, বিজলির পরকাশ,
যেন দীপ্ত চন্দ্রহাস বীর-অঙ্গে শোভা করে।
এমন কঠিন দেহ, আহা মরি কিবা স্নেহ,
ধন রত্ন ফল পুষ্প দেয় জীবে থরে থরে?
মানব সন্তানগণ, করিতেছে বিচরণ,
জনকের বক্ষে যেন শিশুগণ ক্রীড়া করে।
বল বল গিরিবর, ভাব কারে নিরন্তর,
করে যোগে শতধারে নয়নের জল ঝরে?

আগমনী।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

এস এস এস বঙ্গে, দশ ভুজে ত্রিনয়নি ;
শক্তিরূপা শ্যামা তুমি, তারা ত্রিগুণ-ধারিণি।
লহ লহ হে ষোড়শি, শঙ্খ বজ্র ত্রিশূলাসি ;
ছেদ মা কলুষরাশি, রণরঙ্গ-বিলাসিনি।
হর শোক হর তাপ, হর দুঃখ হর তাপ ;
করুণা কটাক্ষপাতে, হর হর-মনমোহিনি।
কি বসন্ত কি শরদে, সচন্দন কোকনদে,
পূজিব যুগল পদ, এস মা বিপদ-নাশিনি।

(লর্ড রিপণকে বিদায় কালে)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি, ধন্য তুমি হে রিপণ ;
ভারতের ঘরে ঘরে তোমারি গুণ-কীর্ত্তন !
কোটী কোটী নারী নরে, যারে আশীর্ব্বাদ করে,
দেবের বাঞ্ছিত আহা, তার সে পুণ্য জীবন।
কোটীশ্বর হয়ে তুমি, ছেড়ে প্রিয় জন্মভুমি,
এদেশের হিতব্রতে, করেছিলে আগমন।

ধীর তুমি ধর্ম্ম-মতি, উদারচরিত্র অতি ;
শিখালে যে রাজনীতি, ধরা মাঝে অতুলন।
সাম্যমন্ত্র-উচ্চারণে, কাঁপাইলে দৈত্যগণে ;
তবশিরে পুষ্পবৃষ্টি করিবেন দেবগণ।
স্বতন্ত্র-শাসন-বিধি, করেছ যে গুণনিধি ;
ভারতে সুখের ভিত্তি করিয়াছ সংস্থাপন্।
তোমার গুণের কথা, হৃদয়ে রহিল গাঁথা ;
ভুলিবেনা দীন কবি, তব প্রসন্ন বদন্।
থেকো থেকো সুখে থেকো, ভারতেরে ভুলোনাকো ;
আমাদের মনে রোখো, এই মাত্র আকিঞ্চন।
ধর্ম্মের হউক জয় ; বিধাতা মঙ্গলময়,
চিরসুখশান্তি তোমায় করিবেন্ বিতরণ।

(বাল বিধবার উক্তি)

রাগিণী—তাল একতালা।

ভারত শ্মশান মাঝে, আমি রে বিধবা বালা ;
বিধবার মূরতি ক'রে, বিধি আমায় পাঠাইলা।
জানিনে কেমন পতি, মনে নাইরে সে মূরতি ;
তথাপি যুবতী হয়ে, পেটে অন্ন নাই দুবেলা।

বিবাহ কি তাও জানিনে, কেবল মাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেলা।
পিতামাতা নিদয় হলো, পরের হাতে স'পে দিল ;
ছিঁড়ে নিয়ে কোমল কলি, কণ্টকে গাঁথিল মালা !
না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি সুখ নাহি আশা !
কারে কবো এ দুর্দ্দশা, কে বুঝিবে মর্ম্মজ্বালা ?
নিদারুণ দেশাচারে, গেল ভারত ছারে খারে ;
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, পাষাণ হয়ে না দেখিলা !

(সমাজের নীচতা ও কপটতা লক্ষ্য করিয়া)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

অবাক কল্লে জুয়াচোরে ;
গেল সোনার বাঙলা ছারে খারে।
ভালমানুষ হতভাগ্য, বিজ্ঞ হয়ে অন্নে মরে ;
আবার সোনার দরে রাং বিকোচ্ছে,
কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে।
কেহ ফলায় ভট্টাচার্য্য, ম্লেচ্ছের অধিক কার্য্য করে
আবার মাথায় রাখে হজ্‌মি টিকি,
কেবল ফাঁকি দিবার তরে।

কেহ হলো রাজনীতিজ্ঞ, দুই একটা বক্তৃতা ক'রে
আবার কেহ হলো দেশের বন্ধু,
গালি দিয়ে ইংরেজেরে।
কেহ হলো ভণ্ড সাধু, অকথ্য ভণ্ডামি করে;
ওদের স্বার্থ বটে পরমার্থ,
অর্থ পেলে সকলি করে।
আশ্চর্য্য এক দলাদলি, ক্ষুদ্র সাহিত্যের বাজারে,
তাতেই কেহ হলো কবি-শ্রেষ্ঠ,
অবিকল তর্জমা করে।
কেহ করে বিদ্যা প্রকাশ, দেশছেড়ে দেশ দেশান্তরে
আবার উপাধি হয়েছে ব্যাধি,
কত অবিদ্বানের তরে।
কেহ হলো সাহেব সুব্বো, রীতিমত সেলাম করে;
আবার কেহ হলো রাজা নবাব,
বড় বড় খানার জোরে।
আসল কথা স্বার্থসিদ্ধি, দুষ্ট বুদ্ধি ঘরে ঘরে;
যখন সময় হবে সব বেরবে,
এসময় তো থাকবে নারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অনবকাশ বশতঃ প্রুফ দেখবার ত্রুটীহেতু কতক গুলি বর্ণ শুদ্ধি রহিয়াছে, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন যে সকল স্থলে অর্থবোধের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, নিম্নে কেবল তাহারই উল্লেখ করা গেল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
দেখিছি	দেখেছি	৪২	১৯
ভাবে	বারেক	৪৮	১৯
দ্বিবিরাজ	দ্বিজরাজ	৪৯	৩
হরবে	হরষে	৫৪	১১
দেখ	দ্বেষ	৯৮	৪
পাবৈনা	পাবেনা	১০৫	১২
বীণার	বাণীর	১১৭	৪
গনিত	গলিত	১১৯	১৪